ইস্! কী আমার কর্‌তে পারেন!—সুরুচি চাপা গলায় বল্লে।

কী না কর্‌তে পারি? গোড়ালী মাড়িয়ে দিতে পারি, ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, ঠাকুরের কাছে জোড়হাতে প্রার্থনা কর্‌তে পারি যে সুরুচি দেবীর প্রার্থনা নিষ্ফল হোক্।

সুরুচি কিছুতেই হাসি চাপ্‌তে পার্‌ছিলো না। সকলের সাম্‌নে কেমন করেই বা উচ্চ হাসি হাসে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, কিন্তু চোখের তারায় হাসি ঝক ঝক কর্‌তে লাগ্‌লো। ভারি উজ্জ্বল তার চোখ। সে যেন দৃষ্টি দিয়ে কথা কয়।

সুচারুর মনে হলো, একে আমি চিরকাল চিনি। এর সঙ্গে আজ নতুন আলাপ নয়।

তাই সে লেশমাত্র আদবকায়দা মান্‌লে না। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো অতি সহজেই এক হাতে বড় দিদির হাত আরেক হাতে সুরুচির হাত ধরে বল্লে, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে তোমরা, ভাগ্যিস্ আমাকে সঙ্গে এনেছিলে।

বড়দিদি মনে মনে কি একটা মানৎ কর্‌ছিলেন, কি, জপ কর্‌ছিলেন। কথা বল্লেন না। সুরুচি তার কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, আজ কী কবিতা লিখলেন, দেখালেন না যে।

তার মিষ্টি সুরের সহজ আবদার, কতকটা তাতে লজ্জার মিশাল। ঈষৎ ঘোম্‌টার নীচে থেকে তার মুখ আধেক তোলা, সুচারু চোখ নামাতেই তার চোখের সঙ্গে মাঝপথে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো। সেই সঙ্গে মনের কথার বিনিময়। তারা পরস্পরের দাবী মেনে নিলে।

চারুদার সঙ্গে রুচির অন্তরঙ্গতা একান্ত স্বাভাবিক বলে সকলে ধরে নিলে। এতদিন যে হয়নি এজন্যে বিনয়বাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তাঁর বৌমা বল্লেন, কি করে হতো! চারুকে কি কোনো দিন তোমাদের মনে পড়েছে, বাবা। তোমাদের বাড়ী এই ওর প্রথম আসা। কত বল্লুম, রুচির বিয়েতে ডাকো; তা তখন ওর এগজামিনের পড়া।

সেটা কি আমাদের ত্রুটি হলো, বৌমা। এগজামিন্ কি সকলের আগে নয়?

তা কি আমি জানিনে? তবু এই চৌদ্দ বছর তোমা[illegible] ধরে এসেছি; আমার একটি মাত্তর ভাই; তার যখন [illegible]জামিনের তাড়া, তার আগে তাকে ডাকতে পারলে না।

বিনয়বাবু অপদস্থ হয়ে তাঁর পূর্ব্বোল্লিখিত দন্ত[illegible] হাসি হাসলেন। গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ, দেহের গাঁথুনি শক্ত বলে বয়সের তুলনায় কম দেখায়, দাড়ী গোঁপ কামানো চাঁছাছোলা মুখমণ্ডল, মাথার প্রত্যেকটি চুল বিদ্যমান। সুরুচির সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল আছে —তেমনি তীব্রোজ্জ্বল চোখ, চোখে কৌতুকের হাসি। তাঁর আচরণের সহজ গাম্ভীর্য্য তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে, তিনি কোনো কারণে বিরক্ত হলে কিছু বলেন না, কিন্তু তাঁর সেই কিছু না-বলা যেন নির্ম্মম কশাঘাত, মনে খেদ জাগিয়ে দেয়, ভয় লাগিয়ে দেয়। মতামত উদার, কিন্তু চরিত্রের আদর্শ কঠোর।

সুচারুর ব্যবহারের তিনি ভারি পক্ষপাতী, কেন না চারুর ব্যবহার ঝরঝরে, অনাড়ম্বর, অকৃত্রিম। তার সঙ্গে বেড়িয়ে সুখ আছে, অনেক খুঁটিনাটি তার চোখে পড়ে ও মুখে অনির্বচনীয়রূপে বর্ণিত হয়। সুচারুর সঙ্গে তাঁর আগে পরিচয় হয় নি এজন্যে তাঁর একান্ত আক্ষেপ।

সুরুচিকে ও তার বাবাকে সঙ্গ দেওয়া সুচারুর নিত্যকর্ম্ম হয়ে উঠলো। একবেলা বাবাকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া, দার্শনিক তর্ক করা, শিল্প-সঙ্কেত বোঝানো। আরেকবেলা মেয়েকে সমুদ্রের ধারে ধারে পশ্চিমদিকের শেষ বাড়ীটি পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া, সাহিত্যিক তর্ক করা, কবিতা শোনানো।

রুচি বলে, চারুদা, তোমরা যে বলো সাহিত্যকে কল্পলোক থেকে নামিয়ে পায়ের তলায় মাটির উপর দাঁড় করাতে হবে তোমরা কি সত্যি তাই করছো? কল্পনার ভেজাল দিচ্ছো না?

কখনো না। আমরা জীবন ছেঁকে সাহিত্য তুলছি, দুধ থেকে যেমন মাখন। চর্ব্বির কারবার আমাদের নেই।

কথা হচ্ছে, জীবন যাকে বলছো ওটা তোমাদের নিজেদের জীবন, না, দূর থেকে দেখা বা লোকমুখে শোনা জীবন? অন্য কথায় আন্দাজী জীবন?

কেন তুমি ওকথা ভাবছো, রুচি?

কারণ, তোমরা তথ্যহিসাবে যা দেখিয়ে যে সিদ্ধান্ত তার থেকে টানছো তা তথ্যই নয়: আমি জোর করে বলতে পারি, তোমরা তোমাদের বোনদের বৌদের মন একেবারে পড়োনি। পড়েছো গর্কীর দেশের হামসুনের দেশের মেয়েদের মন এবং তাই ভেঙে [illegible] আমাদের মন বলে চালাচ্ছো। অবশ্য আমি শুধু মেয়েদের দি[illegible] তথ্যগুলোর বিচার করছি।

সুচারু হেসে বল্লে, তাই যদি হয়, রুচি, তবে তুমি আমাকে খাঁটি তথ্য দাও, আমি তোমার মনের মতো সিদ্ধান্ত দিই কি না দেখো।

সুরুচি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে, বাঃ রে, আমি দিতে গেলুম কেন? তোমার চোখ থাকে তো নিজে দেখে নাও, ধৈর্য্য থাকে তো সন্ধান করে নাও।

যদি কিছু না মনে করো, রুচি, তোমার জীবনের গল্প আমাকে বল্‌বে?

আমি কাউকে কথা দিতে পারিনে, বাপু। তা ছাড়া, বলে আমার লাভ?—সুরুচি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালে। কতকটা গম্ভীরভাবে।

সুচারু উত্তর খুঁজে পেলে না।

সুরুচি বল্লে, তুমি তাই নিয়ে একটা ছোটগল্প লিখবে জানি। "হিল্লোল" ও গল্প ছাপ্‌বে, সেও জানি। কিন্তু আমার জীবনের তাতে আস্‌বে না যাবে না।

কেন, তা নিয়ে তো একটা সামাজিক আন্দোলন হতে পারে? একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি—

ছাই আন্দোলন, ছাই চাঞ্চল্য। ঐ পর্য্যন্ত তোমাদের দৌড়। হাজারটা স্নেহলতা পুড়ে মর্‌লো, তবু তোমরা পণ নেওয়া ছাড়্‌লে না।

সুচারু নীরব হয়ে মনে মনে জবাবের খসড়া তৈরি কর্‌তে লাগ্‌লো। সুরুচি সেজন্য অপেক্ষা না করেই বল্লে, বেশ্ ধরো সবাই উত্তেজিত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, কিন্তু ততোদিনে আমি জ্বলে পুড়ে হয়ে গেছি। আমার দুঃখ উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়্‌তে মরণে লাগিয়ে দেয়। ১৫

এই বলে সে মুখে কাপড় গুঁজে হাস্যরোধ করলে বিস্ময়বিমূঢ় ভিজ্ঞতাকে পশ্চিম দিকের শেষ বাড়ীটি অতিক্রান্ত হয়েছে, সমুদ্রের কূলে নতুন বড়ো নেই। সুরুচি ফিরে দাঁড়ালে। সুচারু তার অনুসরণ করলে

আমি নিজে তোমার কোনো কাজে আস্‌তে পারি, রুচি ভা ?

পাগল ? আমার কিসের দুঃখ ? তুমি কি ভাব্‌লে আমি আমার কথা বল্‌ছিলুম ? তর্কের খাতিরে "আমি" শব্দটা ব্যবহার কর্‌তে হয়, তার সঙ্গে "ধরো" শব্দটাও ব্যবহার করিনি কি ?

উমা তাদের একটু আগে আগে চল্‌ছিলো। হঠাৎ তারা দিক পরিবর্ত্ত করায় উমা পেছিয়ে পড়ে। তাই সে কেঁদে চীৎকার কর্‌ছে, ছোটো মামা—আ, দাঁড়াও না, থামো না, একটু ! উঃ ছোটোমামা—আঃ !

উমা তাদের ধর্‌লো। তার কোঁচড়ে নানা রঙের নানা নক্সাওয়ালা ঝিনুক। সুরুচি একটা দেখ্‌তে চাইলে উমা অভিমানের সুরে বল্লে না। তোমরা যেমন কুঁড়ে তোমাদের শাস্তি হওয়া উচিত।—এই বলে হন্‌ হন্‌ করে হেঁটে বহুদূর চলে গেলো।

সুরুচি সুচারুকে অবাক করে দিলে, সেই সুচারুকে যে সুচারুর থ ভাবার থৈ ফোটে। সুচারু অস্বস্তি বোধ করলে। মনের কথা নে থেকে গেলে তার মনের অজীর্ণ হয়। যেমন করে হোক তাকে প্রকাশ করতেই হবে। কিন্তু সুরুচি সেদিন আর কাছে এলো না। বৌদির সঙ্গে রান্নায় যোগ দিলে। পরিবেশনের সময় সে প্রথম দিনের সেই লাজুক সুরুচি, প্রথম দৃষ্টিতে কে ভাববে এর মধ্যে এতো আছে!

সুচারু যখন দরজা ভেজিয়ে বিছানায় গা মেলে দিলে তখন দরজায় টোকা পড়লো। কে?

বৌদিদি বল্লেন, তোমাকে এক গ্লাস গরম দুধ দিয়ে যেতে। তোমার কি ভালো ঘুম হচ্ছে না, তাই।

সুচারু উঠে গিয়ে দুধের গ্লাস নিলে। সুরুচি মুখ টিপে টিপে হাসছে। ফিস ফিস্ করে বল্লে, লক্ষীটি, বৃথা ভাবনায় ঘুম নষ্ট কোরো না। অনাবশ্যক আয়ুক্ষয়। কালকে দিনের বেলা একটু কাজও আছে।

কী কাজ?

কাল দু'পুরে তোমার সঙ্গে তোমার কবিতার খাতা পড়বো, তুমি নিজের থেকে পড়তে বলবে না।

ছাপবার আগে আমি কাউকে আমার লেখা দেখতে দিইনে।

তা যদি বলো, তোমার খাতা ইতিমধ্যে আমার ঘরে। তা নয়, নন্দা, তোমরা সঙ্গে পড়া আর একলা পড়া দুইয়ের তফাৎ অনেক। হাসি।

সুরুচির নব নব রূপে আবির্ভাব সুচারুকে ক্রমাগত বিস্ময়বিমূঢ় করছিলো। সে শুয়ে শুয়ে একে একে এই কয়দিনের অভিজ্ঞতাকে মনে মনে উল্টেপাল্টে ভাজলে। হৃদয়ের তাপ লেগে সেগুলিতে নতুন অর্থের রঙ্ ধর্‌লো। সুচারু যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে সুরুচির সঙ্গে পরিচয়ের পেছনে বিধাতার হাত আছে। নইলে এক নিমিষে এমন য়্যাফিনিটি। যেন জন্মজন্মান্তর তারা পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করছিলো অভীষ্ট হয়ে। যেন তারা কুয়াসার মধ্যে পাশাপাশি চল্‌ছিলো, কুয়াশা কেটে গেলে পরস্পরকে অনায়াসে খুঁজে পেলে। যেন সুরুচি তার মানসী হয়ে মনের ভিতরে ছিলো, হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

"তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।"

পরদিন সুরুচি তার ঘরে আস্‌তেই সুচারু বল্লে, ভেবে দেখলুম রুচি তোমার কথাই সত্যি। জীবন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা মোটের উপর পুঁথিগত।

সুরুচি তার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করে টেব্‌লের উপর হাত্‌ড়ে বল্লে, হাতে আমার এখন সময় নেই চারুদা, ওকথা তোলা থাক্। বঁটিটা ঝি কোথায় ফেলে রেখেছে, এসেছি তোমার পেন্‌সিল-কাটা ছুরিটা নিতে এই যে।—এই বলে সে যেমন ব্যস্ততার সহিত এসেছিল তেমনি ব্যস্ততার সহিত চলে গেল। সুচারু আহত হয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে শুন্‌তে পেল সুরুচি ঝিকে জোর গলায় বক্‌ছে। হতভাগী, তুই চুরি করেছিস্ বল্‌তে পারিস্‌নে, বল্‌ছিস খোকাবাবু কোথায় ফেলেছেন। বঁটি খোকাবাবুর খেলার পুতুল কিনা। কী বল্‌ছিস্ রে পোড়ারমুখী! খোকাবাবু আঁব কাট্‌ছিলেন, এ্যাঁ! হাত কাটেননি তো? ঠিক জানিস্?

এই সুরুচি ! এই তার মানসী মানবী হয়ে এসেছে ! সুচারু সমুদ্রের ধারে ছুটে পালাবার সময় কবিতার খাতাখানার খোঁজ করলে। মনে পড়ে গেলো, ওখানা সুরুচির ঘরে। হাতের কাছে পেলে সাঁতারের পোষাক। তাই পরে সোজা গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে।

গোটাকতক ঢেউ ভেঙে, বার কয়েক জল গিলে, সর্ব্বাঙ্গে বালু মেখে যখন উপরে উঠে এলো তখন তার মাথাটা কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে। সুরুচির নিশ্চয়ই অমন করবার কারণ ছিলো। যার উপরে সংসারের ভার তার মুখ সব সময় মিষ্টি নাও হতে পারে, তার মন যে ছোট এর কোনো প্রমাণ নেই। সুচারু স্থির করলে সুরুচির গৃহকর্ম্মে সেও যোগ দেবে, তাতে যদি সুরুচির কাজ ও মেজাজ হালকা হয়। সত্যি বটে সে কোনো দিন কায়িক শ্রমসাধ্য কাজ—যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, তরকারি কাটা, বাজার করা, রান্না করা, পরিবেশন করা ইত্যাদি করেনি। চিরদিন সেবা নিয়েছে শুশ্রূষা নিয়েছে, ফিরিয়ে দেয়নি। তবু তার গায়ে জোর আছে, হৃদয়ে মমতা আছে। কেন চেষ্টা করে দেখবে না ?

সুচারু কাপড় ছেড়ে চুলে ব্রাশ দিচ্ছে, সুরুচি বাইরে থেকে বল্লে, আসতে পারি ?

নিশ্চয়।

বাবার আজ খেতে দেরি হবে, একাদশী। তুমি একটু সকাল সকাল খেয়ে নাও তো—

তোমার কাজ লাঘব হয় ?

না গো, মশাই, বৌদির কাল থেকে জ্বর, আমার একশো কাজ। দূর ক তার লিষ্টি শুনিয়ে তোমাকে বিরক্ত করবো না। আসল কথা হচ্ছে কাল সকাল খেয়ে নিয়ে তুমি আজ ঘুমোবে, তোমার চোখ বলছে মার কাল ঘুম হয়নি।

কবিতা পড়ার কী হবে, রুচি ?

সেই জন্যেই তো মনটা খারাপ হয়ে আছে। সকলের সঙ্গে ঝগড়া করছি।

আজ পড়বে না ?

না। বৌদি'র কাছে বসতে হবে।

একটা কথা, রুচি।

কী কথা ?

বেকার বসে আছি আমি। তুমি খেটে মরছো। শিখিয়ে দাও তো আমি তোমার অর্দ্ধেক কাজ করে দিই।

সুরুচি খিল খিল করে হেসে বল্লে, কুটুম্বকে দিয়ে কাজ করাই আর লোকে নিন্দে করুক। তোমার বাড়ীর লোকেইরা কি ভাব্‌বেন।

আমার বাড়ীর লোক বল্‌তে দুটি মানুষ—আমি আর আমার বাবা। বাবা কাশীবাস করছেন, খবরটা তাঁর কানে যাবে না।

যাক্, তর্ক করবার সময় নেই আমার। এসো, খেতে এসো। তরকারি কুটতে গিয়ে কবি-মানুষ আঙুল কেটে বসুন, কবিতা লেখা বন্ধ হোক, পৃথিবীর লোক আমাকে ধিক্ ধিক্ করুক। আহা, কবির আঙুল বটে, চাঁপার কলির মতো সরল এবং সূক্ষ্ম।—এই বলে সে মাথার কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে গেলো।

সুচারু খেতে বস্‌লে' সুরুচি পাখা হাতে করে তার কাছটি এসে বস্‌লে। উমাকে রান্নাঘরের ভার দিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ এটা খাও, ওটা খাও, এটাতে নুন বেশী হয়েছে কি না? ও ধরে গেছে বুঝি, ইত্যাদি কর্‌লে। তারপরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, মে কেমন রাঁধে?

জঘন্য। কেমন করে যে ও-রান্না এতদিন খেয়েছি ভাবলে গা কাঁটা দেয়!

ফিরে গিয়ে এ-রান্নার সম্বন্ধেও তাই ভাববে।

কিসে আর কিসে! আমাদের মা-লক্ষ্মীদের রান্নার সঙ্গে কোনে রান্নার তুলনা হয়!

তোমার তো মা নেই। একটি লক্ষ্মী আনো না কেন?

এইবার আন্‌বো।

সুরুচি একটু দমে গেলো। ভেবেছিলো, সুচারু বলবে, দুর! কিম্বা ছিঃ। সব ভালো ছেলে যেমন বলে থাকে। অপ্রস্তুতের মতো কুণ্ঠিত হাসি হেসে বল্লে, তাই নাকি? আমাদের নিমন্ত্রণ কর্‌তে ভুলো না কিন্তু।

তোমাদের বিয়েতে তোমরা যেমন নিমন্ত্রণ করেছিলে।

যাও!—কিছুক্ষণ চুপ করে বল্লে, নিষ্ঠুর!

এর মধ্যে নিষ্ঠুরতা কোথায় এলো, সুচারু তাই বসে ভাবলে। সুরুচি পাখাটা ফেলে উঠে গেলো। সুচারু যদি থালা থেকে মুখ

জল ছল ছল করছে। গড়িয়ে পড়লে সুচারুর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, লুকিয়ে মুছে ফেলবার জন্যে সুরুচি উঠে গেলো। তার জায়গায় উমা এসে বসলো।

ছোটোমামা, আর চারটি ভাত নেবে ?

নাঃ।

ঝোল ?

নাঃ।

কিছুই ত খেলে না। কেমন করে বড়োমামার মতো মোটা হবে ?

তুই থাম্, থাম্। ইয়ার্কি করিস্নে। ইস্কুলে যাস্নে কেন ?

আমার ইস্কুল এখানে নেই। আমি উড়ে ভাষা পড়তে পারিনে। বলতে পারি, শুনবে ?—এই বলে সে ঝি'র কাছে শেখা অশুদ্ধ ওড়িআর নমুনা দিলে, অশুদ্ধের উচ্চারণের সহিত। তার কাছে ওটা একটা তামাসা! ভারি হাসি! ইংরেজী কিম্বা ফরাসী ভাষা হলে অমন করতো না।

সুচারু নীরবে আহার শেষ করে নিজের ঘরে গেলো। প্রবীরের একখানা চিঠি ও নতুন মাসের "হিল্লোল" এসেছে সেদিনকার ডাকে। নিজের লেখাটাকে বার বার পড়লে, দেখলে লেখবার সময় যেমন ভালো লেগেছিল মাসছুয়েক আগে, পড়বার সময় তেমন ভালো লাগছে না। ইতিমধ্যে তার মনের ভাব ও মুখের ভাষা বদলে গেছে।

প্রবীরের চিঠিখানা পড়তে পড়তে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখে সুরুচি তার ঘরের জানালাটা

মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুর আলাদা। সুরুচি টের পেয়ে ব
জানালা বন্ধ করে শোও কেন? আলো-হাওয়া মানুষের কো
ক্ষতি করে না। পৃথিবীতে এই দুটি মাত্র জিনিষ আছে যার সম্ব
বলা চলে না যে, সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্।

সুচারু একবার পাশ ফিরে বল্লে, হুঁ, সংস্কৃতটা পড়া আ
দেখছি।—তার উঠে বস্‌বার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

সুরুচি চেয়ারে বসে নূতন "হিল্লোল"-এর পাতা উল্টাতে উল্টা
চুপি চুপি বল্লে, উঠে বসো।

সুচারু ভালো করে চোখ মেলে চাইলে। সুরুচি যে এ
সুন্দর এর আগে মনে হয়নি। পরণে তার একখানা অতি সাধার
কালো পেড়ে শাড়ী ও সাদাসিদে শেমিজ। পায়ে জুতো নেই
এলো চুলে পিঠ ঢেকে গেছে। গলায় তার একগাছি সোনার সুতো
দু'হাতে দু'গাছা শাঁখা, একগাছি নোয়া। সিঁথিতে সিঁদুরের অস্পষ্ট
রেখা। সুরুচি মন দিয়ে মাসিকপত্র পড়ছে। ধী এবং শ্রী তাকে
অনির্ব্বচনীয় করেছে। শেলী যাকে ইন্‌টেলেকচুয়াল বিউটি বলেছেন
সেই প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্য্য সুরুচির। সুচারু যদি যাভা দ্বীপের ভাস্কর
হতো তবে সুরুচির মূর্ত্তি গড়ে নাম দিতো প্রজ্ঞাপারমিতা।

সুরুচি মুচকে মুচকে হাস্‌ছিলো, হাসির মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে
দিয়ে বল্লে, ঔরংজিব, আবার বলি, চমৎকার!

কী অপরাধ করেছি, জাহানারা?

নিজের কবিতাটা একবার পরের মুখে শোনো না। পড়ি?

পড়ো।

আমার বিদ্রোহ
সামান্য বিদ্রোহ নহে মুষ্টিভিক্ষা বিলাসীর
প্রতিশোধ নহে নহে পাণিপথ পলাশীর ;
আমার বিদ্রোহ
জরতী এ ধরণীর জরা দুঃখ বিনাশীর
নব সৃষ্টি মোহ।
বিধাতার মনসিজ এসেছি ধরার দেশে
তরুণ করিয়া ধরা যাবো তারে ভালোবেসে।
আমার বিদ্রোহ
জায়ার জরার সাথে। বিদ্রোহের অবশেষে
সম্ভোগ সন্দোহ।

এই পর্য্যন্ত এসে সুরুচি বল্লে, আর পারছিনে। আ... প্রাণ খুলে হাস্‌বার অনুমতি দাও, চারুদা।

সুচারু গম্ভীর হয়ে তার হাস্যরোল শুনতে লা... সুরুচি প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে, কী হয়েছে আমার! কি ক... বৌদি শুনতে পেলে ভারি রাগ করবেন।

বড়দি কেমন আছে?

ভালোই। ওঁর একটু বিশ্রামের দরকার ছিলো। ...পক্ষে ছদ্মবেশী মঙ্গল। কিন্তু আমি যাই, মা একলা কতক্ষণ বস্‌বে কাছে?...ভালো কথা, তুমি না বল্‌ছিলে ঘরকন্নার কাজ শিখ্‌বে... আচ্ছা, যতদিন না বৌ আনছে ততদিন পরের কাছে শিখ্‌তে পারো। আমি রাঁধবো, তুমি ডালটা চালটা তরকারীটা এগিয়ে দেবে?

সুচারুর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই সে চলে গেলো।

?
সঙ্গে
চারুকে
?
রে হাস্‌ছিলো,
কম হাসে ওর
গা! বল্‌বে,
ম ঠিক্,
গিয়ে

জা সুরুচির মনের কোণে ঝড়ের মেঘ জড় হ'য়ে মুখের 'পরে বিদ্যু
ক্ষ ঝিলিক হান্‌ছে। তাই তার হাসি। এই সুন্দরী সপ্রতিভ ভা
বলা চ ...র কী একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা আছে? সুচারু কি সেই বেদ
সুচা ...নতে পারে না? সুচারু তো অমানুষ নয় যে বন্ধুর বেদ
দেখছি ...। করবে। তবে কেন সুরুচি তাকে অবিশ্বাস করছে?

সুরুচি ... অভিমান করল। আজ রাত্রে যখন সুরুচির সঙ্গে রা
চুপি চুপি বল্লে, উ... তখন একটিও কথা বল্‌বে না। আরো কি কি উপা

সুচারু ভা... দেওয়া যায় চিন্তা করতে করতে সমুদ্রের ধারে অনেক
সুন্দর এর আগে ... হ, এমন সময় কোথা থেকে পাগ্‌লা কুকুরের মতো ভো
কালো পেড়ে ... তার এক জোড়া দাঁত পড়ে গেছে, উঠ্‌ছে না। সেই জ
এলো চুলে পিঠ ...য় কেমন গদগদ ভাব এসে পড়ে। ভোলা সুচারুর একা
দু'হাতে দু'গাছা ...র বল্লে, ছোটোমামা, ছাড়্‌বো না।
রেখা। সুরুচি ...নাতে হবে। দেশ-বিদেশের গল্প। কেমন ক'রে সমুদ্রে
অনির্ব্বচনীয় ক...। যাওয়া যায়, সিংহলে রাবণ-কুম্ভকর্ণের মতো রাক্ষস আছে
সেই প্রজ্ঞাময় ...চ্ছা সিন্ধুবাদ নাবিক কি এখনো বেঁচে আছে? নুলিয়াদে
হতো তবে সুর...ড়ে ভোলা যদি আরব্য সাগরে পৌঁছায় তবে কি সিন্ধুবাদের

সুরুচি ...দেখা হয়ে যেতে পারে না?
দিয়ে ছোটমামা, তুমি বিনায়ককে চেনো? আহা, চেনো না! আমাদের
ক্লাসের ছেলে। তার বাবা তাকে বকুনি দেয়, সেই দুঃখে সে পায়ে
হেঁটে কণারক চলে গেছ্‌ল। উঃ কী সাহস! কতবার বাঘের মুখে
পড়েছে, বুনো হাতীর সঙ্গে মুখোমুখি। ছোটমামা, শুনছো তো ঠিক?

সুচারু অন্যমনস্ক হয়ে সুরুচির কথা ভাবছিলো। বল্লে, শুনছি সিন্ধুবাদ নাবিক বুনো হাতীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তারপর ?

ভোলা ক্ষেপে গিয়ে বল্লে, যাও। তোমার সঙ্গে বেড়াবো না। তুমি ভারি বোকা।

বাড়ীর পথে উমারাণী অপেক্ষা কর্‌ছিলো।—এসেছো ছোটোমামা ? কোথায় গেছ্‌লে না বলে ? ফের্‌ যদি অমন করো তবে তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।—এই বলে' সে তর্জ্জনী উঁচিয়ে সুচারুকে সাবধান করে দিল।

উমা বল্লে, শুনেছো ছোটমামা, ঠাকুমা পিসীমাকে বকেছে ?

সুচারু আহত হয়ে বল্লে, কেন রে ?

জানো না ? পিসীমা তোমার ঘরে গিয়ে হো হো করে হাস্‌ছিলো, ওর কি হাসির বয়স আছে ? শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যদি ঐ রকম হাসে ওর শাশুড়ী আমাদের দুষবে। না ছোটো-মামা ?

হুঁ।

ওর শাশুড়ী বল্‌বে, ও মা, কেমন বেহায়া বৌ গা! বল্‌বে, আমরা ওকে সভ্যতা শেখাই নি। না ছোটোমামা ?

হুঁ।

সুচারুর মৌতাত অন্তর্হিত হলো।

সুরুচি যে তাকে রান্না-ঘরে ডাকবে না এ এক রকম ঠিক্‌, সে চুপি চুপি সমুদ্রের ধারে ফিরে গেলো। বেশী দূর না গিয়ে বালুর উপরে ঠেস্‌ দিয়ে আধেক বস্‌লো আধেক শুলো। উমা কিম্বা ভোলা কেউ জান্‌লে না সে কোথায়।

অন্ধকার হলো। একটি দু'টি ক'রে তারার ছিটেফোঁটায় কালো পটভূমিকা সচিত্র হয়ে উঠ্‌লো।

ই অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সাগরকে সাক্ষী করে সুচারু মনে নে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করে ফেল্লে। বল্লে, সুরুচি যদি আমার শরণ নিতে আসে তবে সেই শরণাগতাকে আমি ফিরিয়ে দেবো না, যদি দিই তবে ধিক্ আমার পৌরুষকে।

বল্লে, সুরুচি হয় তো ভাব্‌ছে আমি সৌখীন বিদ্রোহী, আমার সৃষ্টি-কামনা কাগজ-কলমের ব্যাপার। যে আগুন আমার প্রাণে ধিকি ধিকি জ্বল্‌ছে—নূতন মর্ত্ত্য নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করবার যে দুঃসহ কামনা আমাকে সব সুখ ভুলিয়েছে—আমার আচরণে আজো তার পরিচয় দিতে পারিনি। একদিন তা দেবো। সুরুচি কেন আমার 'দূরের আমি'কে বিশ্বাস করছে না, 'কাছের আমি'কে উপহাস করছে?

বল্লে, আমার অতি তুচ্ছ বর্ত্তমানকে অতিক্রম ক'রে অতি বিপুল ভবিষ্যৎ রয়েছে, 'জানা-আমি'কে ছাড়িয়ে 'অজানা-আমি', অপরীক্ষিত-আমি। সুরুচি কেন দিগ্বলয় পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পায়, তার বেশী পায় না?—ব্যঙ্গ করে?

কতক্ষণ এমনি ক'রে নিজের সঙ্গে কথা কয়ে কেটে গেলো। তখন দেখ্‌লে তার দিকে লক্ষ্য রেখে একটা আলো আস্‌ছে। সুচারু এগিয়ে গিয়ে বল্লে, আমাকে খুঁজ্‌ছিলে? এই যে আমি। বাড়ীর চাকর গোবিন্দ বল্লে, আজ্ঞে আপনার খাবার সময় হয়ে গেছে। সবাই ভাব্‌ছেন আপনি কি পথ হারিয়ে গেলেন।

সুচারুকে দেখে বিনয়বাবু শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।—আমরা বড়ো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম, বাবা। অন্ধকার রাত, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। কতদূর যাওয়া হয়েছিলো?

এই তো সামনেই ছিলুম। অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রের জলে ও কূলে জোনাকীর মতো ফস্‌ফোরাস্ ঝক্‌মক্ করে। যেন ফুলঝুরির আগুন

কে দিকে ছড়ানো। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দেয়ালী চলে, তবু আমরা লি অন্ধকার রাত্রি।

বিনয়-গৃহিণী বল্লেন, তোমার এখানে কোনো অসুবিধে হচ্ছে া তো, বাবা? আমরা বুড়ো মানুষ, আর ক'দিন আছি, এই বেলা ীথ্থি ধম্ম করে নিচ্ছি, কুটুম্বকে দেখতে শুন্তে পারছিনে। কিছু মনে করছো না তো, বাবা?

না মা। খুব আনন্দে আছি। সুন্দর জায়গা। সমুদ্রের জন্যেই সুন্দর।

সব জগবন্ধুর লীলা। সমুদ্দুর তো তিনিই করেছেন। কতো লোক সমুদ্দ্রের কূলে বেড়ায়, তাঁকে দেখতে যায় না! আহা, কী সুন্দর রূপ! তো দেখি ততো দেখতে সাধ যায়। কবে এমন ভাগ্যি হবে তাঁকে দেখতে দেখতেই প্রাণটা যাবে।

সুচারু গত কয়েক দিনের ঘটনা ও অনুভূতি কাব্যে ধরে' রাখেনি কোনো কিছুতে ধ'রে রাখা দরকার। তা নইলে শিল্পীপ্রাণ শান্তি মানে না। জীবন যেন প্রজাপতি, আর্ট যেন ফাঁদ, আর্টিষ্ট যেন অকর্ম্ম ছেলে।

সুচারু প্রবীরকে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লো। দিনের বেলা ঘুমিয়েছে বলে ঘুমও আস্‌ছিলো না।

কখন এক সময় জানালা দিয়ে এক টুক্‌রা কাগজ উড়ে' এসে তার গায়ে লাগ্‌লো। তাতে হলুদের ছাপ, হাঁড়ির কালির দাগ। সেখানা বাজার-হিসাবের খাতা ছিঁড়ে লেখা, পেন্সিল দিয়ে।

অনামিকা লিখেছে,

মা'র মন বড়ো ছোটো। এর থেকে যা অনুমান কর্‌তে পারো। বেশী মিশ্‌তে পার্‌বো না।

এর পরে কয়েক লাইন লিখে কেটে দিয়েছে। যেন কয়েক ফোঁটা জল পড়ে' হরফগুলো মুছে গেছ্‌লো। সেইজন্য যত্ন করে কেটে দিয়েছে।

প্রবীরের চিঠি তুলে রেখে সুচারু রাত জেগে চিঠি লিখ্‌লে সুরুচিকে।

সু, তোমার নামের সঙ্গে আমার নামের তফাৎ শুধু ই-কারের সঙ্গে আ-কারের। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের অমিলও বোধ করি ততটুকুই। তবে কেন আমরা পরস্পরকে ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছিনে, অবিশ্বাস কর্‌ছি?

কন তুমি আমাকে তোমার প্রচ্ছন্ন বেদনাটুকু ভোগ করতে দেবে না,
দু ?

একটি কবিতা লিখিতে ইচ্ছা করছে। লিখি।

যে ছিলো আমার চিত্তে
ধ্যানময়ী কমল-আসনা
যারে আমন্ত্রিবো বিশ্বে
ছিলো মোর অন্তর-বাসনা,
সে বুঝি আসিলো নামি
মুদ্রা হতে সদ্য জাগরিতা,
সম্মুখে দাঁড়ালো আসি'
দীপ্তিময়ী প্রজ্ঞাপারমিতা ॥

ভাবমুক্ত এত দিনে !
চিত্তে তাই নিগূঢ় আরাম।
মূর্ত্তিতে দিয়েছো ধরা
পূরেছে সকল মনস্কাম।
আমি তব কবি-বন্ধু
তুমি মোর সচল কবিতা,
শিল্পীর প্রণাম লহো
হে সস্মিতা প্রজ্ঞাপারমিতা ॥

ামার কাছে তোমার যে আবির্ভাব তার সত্যটুকু এর মধ্যে রইলো। আমার কথা আমি সত্য করে বল্লুম। এবার তোমার বলবে না ?

য কথা, অমি কেবল কবি নাই,—Knight ; সেই গৌরবময়

অতীত যুগকে আমরা ফিরিয়ে আন্‌তে চাই—যে যুগে কবিরা ছিলো বীর, বীরেরা ছিলো কবি। আমাদের যুগের সৌখীন কবিদের সঙ্গে আমাদের দলের পার্থক্য ঐখানে। আমরা ক্ষত্রিয়। নারীকে আমরা শ্রদ্ধা করি। প্রেম দেওয়া সোজা, আমরা দিই প্রেমের সঙ্গে প্রাণের অনুপান।

পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পারো। ইতি।—স্থ

পরদিন বেলা ক'রে ঘুম ভাঙ্‌লো। প্রথমেই মনে পড়্‌ল কবিতাটাকে একটু মাজ্‌তে ঘষতে হবে। কিন্তু টেবিলের উপর থেকে চিঠিখানি অন্তর্হিত হয়েছে। যাক্‌, যথাস্থানে পৌঁছেছে নিশ্চয়। সুচারু বিছানায় ফিরে গিয়ে আর এক কিস্তি ঘুমিয়ে নিলে। আবার যখন তার ঘুম ভাঙ্‌লো তখন দেখ্‌লে তার রাইটিং প্যাডখানি তার কোলের উপর রয়েছে। সুচারু খুলে দেখলে তাড়াতাড়িতে লেখা হিজিবিজি।

৮

ক'টা দিনের জন্যে কেন এলে ? এলে যদি তিন মাস আগে এলে না
েন ? তোমাকে আমি সেই দিনটি থেকে চিনি যেদিন তোমার প্রথম
খা কাগজে বেরিয়েছে। কতবার ভেবেছি চিঠি লিখে প্রশস্তি
নাবো, কিন্তু সাহসে কুলায় নি, পাছে অবজ্ঞা পাই। কে জান্‌তো
কদিন উল্টো তোমারি প্রশস্তি পাবো! কিন্তু পাওয়া ত সব কথা
য়। পাওয়ার যোগ্যতা যার নেই তার পাওয়া ভুল পাওয়া। তাই
তামার দান কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছি। ক্ষমা কোরো।

৯

সুচারুকে সঙ্গে নিয়ে বিনয়বাবুকে ফিরতে দেখে উমা ও ভোলা নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো। কী খবর?—এত আহ্লাদ কিসের?

জানো, দাদা? শুনেছো, ছোটোমামা? আজ কে এসেছে?

কে এসেছে?

বড়ো মামা।

তোদের বাবা আসেনি?

এসেছে বৈ কি। বাবা তো প্রত্যেক রবিবার আসে। বড়ো মামা কি সহজে আস্‌তে চায়?

বড়ো মামা কে জানো চারু? সুহৃতের বন্ধু জিতেন দাশগুপ্ত। রেলের ইঞ্জিনিয়ার। ভারি মিশুক মানুষ, ছোটো ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পেলে আর কিছু করতে চায় না।

সুচারু অবিলম্বে তার প্রমাণ পেলে। উমা ও ভোলা বড়ো মামার দুই কাঁধে উঠে তাঁর গোঁফে তা দিতে সুরু করলে। জার্ম্মান কাইজার মার্কা গোঁফ। মাথার চুলগুলো জার্ম্মানদের মতো খাটো। অল্পক্ষণের আলাপে সুচারু জানতে পেলে ভদ্রলোক জার্ম্মানী-ফেরৎ।

সুহৃৎ বল্লেন, চারুকে আমি কোন্ যুগ থেকে দেখিনি। তখন তুমি ইস্কুলে পড়তে, না হে চারু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজ্ঞে বলছো কেন? বলো, হ্যাঁ সুহৃৎদা'। মনে পড়ে তোমাকে মোটর সাইক্লে ক'রে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলুম? দু'জনে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙেছিলুম? অবশ্য কিছু না—তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো, জিতেন, আমাদের হাত-পা এখনো আস্ত আছে।

সুচারুর মনে পড়ে বটে, জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতির প্রতি তার দেবতার মতো
ক্ত ছিলো, সেও ঠিক করেছিলো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মোটর সাইক্লে কিন্‌বে।
ন সুহৃৎদা'কে গুরু ক'রে সে কিছুদিন জিম্‌ন্যাষ্টিকে করেছিলো,
্বেল্ ভেঁজেছিলো। তারপরে দীর্ঘ আট বছর কেটে গেছে, সে
ন কবি এবং সাঁতারু। এই আট বছরে তার আশীবার গুরু বদল
তে হয়েছে। দিন কয়েকের অতিথি ভগ্নীপতিকে সে মনে করে
থাকি। তার যে বয়স, তাতে বাবাকে ও দিদিদেরকে মনে থাকে না।
লের বেশী মনে থাকে মানসীকে। এবং মানসীর সঙ্গে যার আদল
ছ তেমন কোনো মানবীকে।

জিতেন বাবু বল্লেন, আমাদের সঙ্গে শীকার করতে যাবেন? চিল্‌কা
দেদার পাখী। একটা না একটা মরবেই—নেহাৎ আনাড়ির মতো
া ছুঁড়লেও মরবে।

সুচারু জিভ কেটে বল্লে, পাখী মারা আমাকে দিয়ে হবে না।
ানি যদি মারেন আমি অনুষ্টপ্‌ ছন্দে অভিশাপ দিয়ে বল্‌বো, মা নিষাদ
তিষ্ঠাং ত্বমগম ইত্যাদি।

ওঃ বাল্মীকির সেই অমর দুটি লাইন্! কবে মুখস্থ করেছিলুম, ভুলে
ি। তা আপনি কবিতা লেখেন নাকি?

লিখি।

বেশ, বেশ। একটা accomplishment থাকা ভালো। কিন্তু
কি কাব্য লেখবার দিন আছে! ঘর যখন পুড়ে যাচ্ছে তখন চাই
া, চাই কলসী, চাই সিঁড়ি, চাই সাহস। Poetry can wait,
বাবু।

But the poet cannot. আমার কথা আমি এই ক'টি লাইনে শেষ
ার-মতো বলেছি—

হাতে মোর একটি ফাগুন
তাহে যদি লাগাই আগুন
নিবিবে কি প্রলয়ের চিতা ?
সৃষ্টি শুধু হবে সহমৃতা।

ওর মানে বুঝলুম না, চারুবাবু। কিন্তু লেখবার হাত আছে আপনার, আমার মতো নীরস ইঞ্জিনিয়ারেরও কানে বেশ লাগলো। আমি বলি আপনি দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা কাব্যের ভিতর দিয়ে দেশকে শোনান্, জার্মান-কবি শিলার যেমন জাগিয়েছিলেন তেমনি করে জাগান্।

আমি কারো নকল করতে পারবো না, জিতেনবাবু। ও কাজ খুব বড়ো কাজ, কিন্তু ওর জন্যে অন্য কবি চাই।

ততদিন ঘর পুড়তে থাক্ ?

সুচারু হেসে বল্লে, আপনার মতো *প্র্যাক্‌টিকাল* মানুষ যখন সেন্টিমেণ্টাল হয় তখন আমাদের মতো বাজে লোকদেরকেও হার মানায়। ত্রিশ কোটী মানুষের ঘর পুড়ছে বহুশতাব্দী ধরে। তবু ত্রিশ জন শিলার জন্মালো না। আমি জন্মেছি সুচারু বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার জন্ম উল্টে দিয়ে আমাকে শিলার বানাতে চান্!

প্রসঙ্গটার ঐ খানেই ইতি হলো। সমুদ্র-স্নানের প্রস্তাব এলো। রবিবার। তাই ভোলাও আব্দার ধরলে, সমুদ্রে স্নান করবে। উমা তো রোজ যায়। ও বাড়ীর ইলা লীলাদের সঙ্গে ওর বন্দোবস্ত আছে যে, রোজ ঘণ্টা দুয়েক ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে বালুর উপর গড়াগড়ি দিতে হবে। তাতেও চেহারা যথেষ্ট পরিমাণে হনুমানের মতো হয় না, স্নানের পরে কিছুকাল পরস্পরের গায় বালু ছুঁড়ে মারতে হবে।

সুচারু পর পর উমাকে ও ভোলাকে পিঠে বসিয়ে অনেকদূর সাঁতার
ালে। ঐখানে বড়োমামার উপরে ছোটোমামার জিৎ। উমা ও
ভালার চোখে সুচারুর প্রতিপত্তি বেড়ে গেলো। কিন্তু সুচারুকে ওরা
মাগত খাটিয়ে ক্লান্ত করে দিলে।

তার উপর গত রাত্রের অত্যাচার। সুচারু সেদিন সন্ধ্যাবেলা
বানিদ্রা থেকে বেশ একটু জ্বরভাব নিয়ে উঠলো। তখন বাড়ীতে
কউ নেই। এক বড়দিদি এখনো কতকটা দুর্ব্বল বলে নিজের
র ব'সে বালিশের ওয়াড় সেলাই করছেন। সুচারু গিয়ে তাঁর
াছে বস্‌লো।

চারু, তোর পুরী কেমন লাগছে?

ভালোই।

এখানে তোর সঙ্গী কেউ নেই। ওঁদের সঙ্গে কিছুদিন চিল্‌কা বেড়িয়ে
ৃতে পারিস্‌। খুরদা রোডে ওঁদের কুঠী আছে, সাহেবী ধরণে থাকেন
বন্ধু।

তুমি ওখানে থাক্‌লে না কেন, বড়দি

কেমন করে থাকি? শাশুড়ীর জগবন্ধু, শ্বশুরের শঙ্করাচার্য্য, ভোলার
।...তুই আজ বেড়াতে যাস্‌নি?

আমার একটু জ্বরভাব।

এ্যা! জ্বর! দেখি তোর হাত?

জ্বর নয়, জ্বরভাব।

জ্বরে দাঁড়াতে পারে। যা, মোটা চাদর কিম্বা কোট গায় দিয়ে
। ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিলে হয়, রাত্রে কি খাবি বলে
বেন।

তুমি বড্ড ডাক্তার-ভক্ত বড়দি।

পাণ্ডুর হাসি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো উদয় হলো। সে আবার চোখ বুজলো। তখন তার মুদিত চক্ষুর উপরেও হাসির জ্যোৎস্না জাগলো।

বহুক্ষণ নীরবে কাটলে সুরুচি বল্লে, আমি খুব খুশী হয়েছি তোমার অসুখ করেছে বলে'।

তোমার মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ আমিই খুশী হয়েছি আমার অসুখ করেছে বলে'।

করবে না অসুখ? রাত জেগে কাব্যি করা। মা গো!

ওজন্যে অসুখ করেনি। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসেছিলো। তোমারি দোষ।

শুধু কি ঠাণ্ডা হাওয়া এসেছিলো? একখানা চিঠিও।

সেইজন্যে জানালা খুলে দিয়েছিলে?

শুধু সেইজন্যে নয়।

আরো কারণ ছিলো? বলো না।

তোমার বেশী কথা বলা বারণ।

তুমি না বলা পর্য্যন্ত বক্ বক্ করতে থাক্‌বো।

কী ছেলে-মানুষ! বুঝিয়ে না বল্লে কি কিছু বোঝো না? বন্ধ ঘরে তোমার সঙ্গে একলা থাক্‌তে পারি?

তাই বলো।

আবার অনেকক্ষণ নীরবে কাট্‌লো। ইতিমধ্যে সুরুচি একবার উঠে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। সুচারু বল্লে, কাল একটা দিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে পাইনি, মনে হচ্ছে একটা বছর কিম্বা যুগ।

বাড়িয়ে বলাই তো কবিদের পেশা।

আমরা pre-Tagorite; আমরা যা অনুভব করি তার বেশীও বলিনে, কমও না।

'প্রজ্ঞাপারমিতা' পড়ে ওকথা বিশ্বাস হয় না।

সেজন্য আমার দুঃখ নেই। প্রজ্ঞাপারমিতাকে কাছে পেয়েই খুশী।

সত্যি ?

সত্যি। আমার মাথা ব্যথা কখন্ সেরে গেছে। পাছে তুমি স'রে যাও তাই ওকথা বলিনি।

এই তো প্রমাণ হলো তুমি কেমন সত্যবাদী।—এই সত্ত্বেও সুরু সুচারুর মাথা টিপতে লাগ্‌লো।

সুচারু বল্লে, তার চেয়ে এইখানটা টিপে দাও। এই ব'লে সুরুচির একটি হাত নিয়ে সুচারু নিজের বুকের উপর রাখলে।

সুরুচি হাত ছিনিয়ে নিয়ে বল্লে, ছি-ছি, কেউ দেখতে পেলে কি বলবে!

কিছু বলে তুমি বোলো ওর বুকে বেদনা, তাই হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

আবার মিথ্যে বল্লে ?

অশ্বত্থামা হতো ইতি গজঃ। 'ইতি গজঃ'টুকু চেপে গেলে মিথ্যা বলা হয় না। তেমনি, বুকে বেদনা, 'ইতি ভালোবাসার'।

যা-তা বোকো না। তোমার কথা বলা বারণ—ডাক্তার গেলো শোনোনি ?

তুমি কি ভাবছো এমন শুভদিন আবার আস্‌বে ? এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আবার পাবো ?

অসুখ করাটা ভারি ভালো কথা কি-না।

অসুখ করেছে ব'লেই তো তোমাকে পেলুম।

তুমি আমাকে কি করে পেয়েছো, চারুদা ?—সুরুচি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লে। তার কান্না বাগ মানে না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁ

অসমাপিকা

পাণ্ডুর ... কাঁদে। সুচারু তো হতভম্ব। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকি
বুজে ..., বাধা দিতে হাত ওঠে না, মুখ ফোটে না।

সুরুচি প্রকৃতিস্থ হলে পরে সুচারু বল্লে, আমি কি তোমার কা
অ কোনো অপরাধ করেছি, রুচি?

কেমন করে বোঝাবো? যে চোখ থাক্‌তে কানা তার মতো কা
হয়ো ার নেই।

রুচি, আমি কালই চলে যাবো। আমার সব অপরাধ ভুলে যেয়ো
হলে যেয়ো এবং ক্ষমা কোরো।—এই বলে সুচারু সুরুচির দিকে মিনা
মাখা চোখে চেয়ে রইলো। তারও চোখ দুটি অভিমানে ছল-ছল ক
উঠলো।

সুরুচি তুবড়ির মতো উঠে বল্লে, তোমার গরম দুধ আন্‌তে ভু
গেছি। আমি কি নির্ব্বোধ।—কিছুক্ষণ পরে এক বাটী গরম দু
এনে বল্লে, লক্ষীছেলের মতো এর সবটা একচুমুকে শেষ করে ফ্যালো।

সুচারু বল্লে, খাবো, কিন্তু একটা সর্ত্তে। তুমি আজ আমা
কাছে প্রাণ খুলবে।

ক।
তোমার সঙ্গে
তাই ন

আচ্ছা, কিন্তু এখন নয়। স্নানাহারের পরে।

ঘণ্টা কয়েক পরে সুরুচি এসে সুচারুর পায়ের কাছটিতে বস্‌লো। ল্লে, নিশ্চয়ই তোমার পা ঝিম্ ঝিম্ করছে। 'না' বল্লে আমি বিশ্বাস রবো না।

আমার কোন্ কথাটাই-বা তুমি বিশ্বাস করো ?

যার গোঁফ নেই তাকে বিশ্বাস করতে নেই।

ওকথা কোন্ শাস্ত্রে লেখে ?

আমি কতো লোকের মুখে শুনেছি।

তা হলে গোঁফ রাখতে হলো দেখ্‌ছি।

রাখ্‌লে তোমাকে মানাবে না।

তাতে তোমার কি আসে যায় ?

সব আসে যায়। কিন্তু থাক্ ওকথা। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। তোমার বয়স কতো ?

বিশ থেকে একুশ। তোমার ?

সতেরো থেকে আঠারো।

বেশী মনে হয়।

তার কারণ, আমি মেয়েমানুষ। ইচড়ে না পেকে আমরা পারিনে। াই মিলে জোর করে পাকায়।

হায়, হায় !

যাক্, একুশ বছর যার বয়স সে নেহাৎ খোকা নয়। তাই তোমাকে কটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

করো জিজ্ঞাসা।

আমি বিবাহিতা। আমার স্বামীর কাছে আমার সতীত্বের দ
আছে। তা জানো?

জানি, কিন্তু মানিনে।

আশ্চর্য্য! মানো না?

মানিনে।

কেন মানো না?

কারণ, স্ত্রীর কাছে স্বামীর একনিষ্ঠতার দায় নেই।

না থাকলেও থাকা উচিত। দুটো অন্যায়ে একটা ন্যায় হয় না।

অন্যায় একটাও নয়। যাবৎ প্রেম তাবৎ একনিষ্ঠতা। কি
*প্রেম চিরস্থায়ী নয়! ভালোবাসার উপর কারো ইচ্ছা অনি
খাটে না।*

তবে মানুষে ও পশুতে তফাৎ থাকে না।

গভীরতম প্রকৃতিতে মানুষ ও পশু এক। ভালোবাসা গভীরতম
প্রকৃতি।

তবু মানুষের ও পশুর ভালোবাসা এক নয়।

তা যদি বলো রামবাবুর ও শ্যামবাবুর ভালোবাসাও এক নয়।
আমার বক্তব্য এই যে, যতো রকম ভালোবাসা আছে, সব ভালোবাসা
অচিরস্থায়ী, কি পশুর কি মানুষের, কি রামের কি শ্যামের। অতএব
সতীত্বও অচিরস্থায়ী হওয়া উচিত। কি পুরুষের, কি নারীর।

আচ্ছা আপাতত ও-তর্ক থাক্। প্রেমের কোনো সংজ্ঞা হয় না।
পশুস্বভাব লোক ওর সুযোগ নিয়ে বীভৎস পাপের দ্বারা সমাজকে
রসাতলে পাঠাবে।

তা হলে পশুদের সমাজও এতদিনে রসাতলে ডুবে থাকতো। গোরুকে
তাহলে গোমাতা বলতে না এবং সিংহকে শ্রদ্ধা করতে না।

ও-তর্ক থাক্, চারুদা।—এই বলে সে সুচারুর একটা [illegible] ছি। [illegible]র উপর টেনে নিলে—আগে বলো তোমার শরীরটা কেমন লাগ্‌ছে [illegible] এখ[illegible]

শরীরকে তুমি 'টা' বোলো না, রুচি। আমি শিল্পী, আমি ভা[illegible]চিত্ত শরীর দিয়ে থাকি। ভাব সুন্দর, কিন্তু শরীর সুন্দরতর।

আচ্ছা গো আচ্ছা। তোমার শ্রীঅঙ্গের উত্তাপ অনেক কমে গেছে। এখন কেমন লাগছে তাই বলো।

বল্লে তো বিশ্বাস করবে না। নইলে বলতুম স্বর্গের মতো।

কথা বলতে তো পয়সা লাগে না। বাক্যের বাদ্‌শাহ্‌!

শাস্ত্রে বলে, 'শব্দ ব্রহ্ম'। বাইবেলে বলে, 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the *Word was God.*'

কতো বিদ্যাই জানো!

ঠাট্টা করছো?

না গো, সত্যি বলছি।—

দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো প্রীতিতে এবং শ্রদ্ধায়। তারপরে সুরুচি বল্লে, কাল না তুমি চলে যাচ্ছো?

যদি অসুখ সেরে যায় তবে চলে যাবো। কিন্তু সারবে না।

অমন কথা বলতে নেই।

অসুখ করেছে ব'লেই তো তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ পাচ্ছি। নইলে সবই তো ঐ স্বামীটির পাওনা।

আমার স্বামীকে তুমি বিদ্রূপ কোরো না।

না, জোড় হাতে নমস্কার করছি!

অমন করলে আমি আর এক দফা কাঁদবো বলে রাখ্‌ছি।

পাং আমি ...ছি, কান্নার অপচয় করতে আছে ? তুলে রাখো, ভবিষ্যতে ...তি আসবে, কতবার কাঁদতে গিয়ে দেখবে সবটা জল ফুরিয়ে আছে আছো।

তুমি কখনো কাঁদো না ?

না।

কোনো দিন যদি কাউকে ভালোবাসো আর সে মারা যায়, তা হলে কাঁদবে না ?

তা হলে মহাকাব্য লিখে সবাইকে কাঁদাবো। শিল্পীর নিজে কাঁদতে নেই।

কিছুক্ষণ পরে স্বচারু বল্লে, স্ব !

কি ?

তোমার গল্প বলো।

আমার গল্প তো জানা গল্প। হাজারে ন'শো জনের জীবনী।

তা হোক্। আমি একজনও মেয়েকে চিনিনে। এমন কি দিদিদের সঙ্গেও আমার গভীর আলাপ নেই।

এতো মাসিকপত্র পড়ো, এতো বড়ো বড়ো লিখিয়ের চেয়ে কি গুছিয়ে বলতে পারবো ঐ একই কথা একই ব্যথা ?

তবু তুমি বলো।

এক যে ছিলো স্বরুচি। তার ছিলো এক বাবা, এক মা, এক দাদা। কেমন এই রকম আরম্ভ চলবে তো ? না, একদা স্বরুচি নামে এক বালিকা ছিলো—

ইয়ার্কি রাখো, রুচি। I am earnest. আমার তর সইছে না।

বেশ বাবু! গল্প চাই, কিন্তু আরম্ভটা শোন্‌বার ধৈর্য্য নেই! মাঝখানটা বলি। আমার স্বামীকে আমি কোনো দিন চাইনি। মনে মনে

আমি চেয়েছিলুম একজন কবিকে, তার কথা তোমাকে লিখেছি। ...আর স্বামীও আমাকে চান্‌নি। তাঁর ছিলো এক প্রেমিকা। তিনি এখ... আছেন। দূর-সম্পর্কে বিধবা আত্মীয়া। তাঁকে বিয়ে করাই তাঁর উচিত ছিলো, কিন্তু একে গোঁড়া হিন্দু, তার উপর দেবীচৌধুরাণীর ব্রজেশ্বরের মতো কেবল পিতৃ-আজ্ঞাবহ নন, মাতৃ আজ্ঞাবহ। অতএব একটি অবুঝ বালিকার সর্ব্বনাশ করলেন।

সুরুচি একটু থেমে বল্লে, তা আমি যদি সেকালের মতো ন'দশ বছর বয়সে বিয়ে করে থাক্‌তুম তবে আইন অমান্য করবার কথা মনেও আন্‌তুম না। আমার বয়স সতেরো, আমি মাসিকপত্র নিয়মিত পড়ে থাকি এবং আমি গান্ধী-যুগের মেয়ে। তার ফলে আমার মনের শান্তি গেছে, অথচ বলও নেই যে বিদ্রোহ করি। তোমার মতো তো নই যে, ধরার জরার সাথে বিদ্রোহ করে বেশী ক'রে এক পেয়ালা চা খাবো কিম্বা চুরুট ফুঁক্‌বো।—এই বলে সে অট্টহাসি হাস্‌তে গিয়ে মুহূর্ত্তে সতর্ক হয়ে নিলে, যেন মোটরে স্পীড দিয়ে ব্রেক্ কষলে।

সুচারু কিছুক্ষণ চিন্তিত থেকে বল্লে, শোনো।

...লো।

ক...আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যেদিন তুমি আমার কাছে শরণ নিতে আসবে ...ন আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো না।

সুরুচি সুচারুর একটা পা নামিয়ে রেখে আর-একটা পা তুলে নিয়ে বল্লে, এ কেমনতর প্রতিজ্ঞা ?

বিয়ের মন্ত্রের চেয়ে জোরালো। কেন-না এর ভাষা মৃত সংস্কৃত নয়, তাজা বাংলা।

সুরুচি কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো থেকে তার পরে বল্লে, বাঃ রে!

তামাসা নয়, রুচি। অন্তত বিয়ের মতো তামাসা নয়। মাড়োয়ারীর মতো বরের দরদস্তর করা নেই, উল্লুকের মতো মেয়ে দেখার ছেলেখেলা নেই। আতসবাজী, রোশনাই, গায়ে গহনার দোকান বসানো, অর্থহীন যজ্ঞ, সংস্কৃত মন্ত্রের তোতামি, বরযাত্রীর গুণ্ডামী, বাসর-ঘরের ভাঁড়ামি ইত্যাদি তামাসা একদিকে, আমার প্রতিজ্ঞা আর এক দিকে। কোন্‌টাকে তুমি সত্য মনে করো—তিন মাস আগের ওটাকে, না, আজকের এটাকে ?···বলো, বলো, চোখ মুছে নিজেকে ভুলিয়ো না। লোকে যাকে সত্য বলে তাই সত্য নাও হতে পারে। একদিকে জরাগ্রস্ত মুমূর্ষু সমাজ, মেষপাল ; আর এক দিকে জবরদস্ত আমি, মেষপরক। ভাবী যুগের মানুষ। নতুন সমাজ আমারই ভিতর থেকে ... তোমারো ভিতর থেকে। বলো, বলো, আমাকে অকা... সেদি... করিয়ো না।

...দা।

সুরুচি শুধু বল্লে, চারুদা, তোমার জ্বর উঠছে, গায়ের গর... এক

আমি কেয়ার করিনে। নতুন যুগ আস্‌ছে। কোনো রকম ... চক্ষুলজ্জা, মনকে চোখ-ঠারা, spade-কে spade না-বলা—... কালের কোনো আবর্জ্জনাকে এ যুগ সহ্য করবে না। যাদের বিশ্বাস ... সংশয় বেশী, সাহস নেই, শঙ্কা আছে, তারা মরুক। তবেই পৃথি...

টরিণ কী !—বাঘ-সিংহ। পার

বয়সের

ঘ-সিংহ ! সাবাস্ বলতে হবে।

চির-

তাড়া করে আসেনি তো ?

আসেনি আবার ! যেই এসেছে অমনি আমি কটোমটো করে তাদের চোখে তাকালুম আর মনে মনে রামচণ্ডীকে ডাক্লুম। রামচণ্ডী হলেন জগন্নাথের চেয়েও জাগ্রত দেবতা। বাঘ-সিংহ তো তাঁর বাহন। ল্যাজ তুলে এমন দৌড় দিলে যে, আমিই তাদের তাড়া করে গেলুম !

ভোলার গা ছম্-ছম্ করছিলো। ছোটোমামার আরো কাছ ঘেঁসে বস্লে।

সুচারু বল্লে, ভোলা তোমাকে বলেছে কি-না জানিনে, বিনায়ক, আমাদের এই পাড়ায় রোজ সন্ধ্যেবেলা একটা বাঘ আসা-যাওয়া কর্‌ছে, সেদিন একটি ছেলেকে নিয়ে গেছে। তা তোমার ভয় কী ! একলা বাড়ী যেতে পারবে নিশ্চয়।

বিনায়ক ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো, তার জিভ জড়িয়ে গেলো, কী বলতে গিয়ে তোৎলাতে লাগ্‌লো। এমন সময়, সুরুচি আলো হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে বল্লে, একটা ছোটো ছেলেকে ভয় দেখাতে লজ্জা করে না তোমার ?

সুচারু জবাব দিতে পার্‌লে না, কিন্তু নিজেকে আহত বোধ কর্‌লে।

সুরুচি কতকটা আপন মনে বল্লে, যে মিথ্যে বলে তাকে আমি একটুও ভালো বাসিনে।—ছেলেটিকে বল্লে, তোমার কোনো ভয় নেই, ভাই। তোমার সঙ্গে লোক দিচ্ছি, তোমায় বাড়ী রেখে আস্‌বে।—এই বলে সে 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' করতে কর্‌তে ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

রাত্রে যখন সুরুচি দুধ খাওয়াতে এলো তখন সুচারু ঘুমের ভাণ করে উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। সুরুচি তার পিঠে হাত রেখে বল্লে, খোকাবাবু, দুধু খাবে না? ওঠো।

সুচারু ঘুম-ভাঙার ভাণ করে একবার চোখ মেলে আবার চোখ বুজলো। বল্লে, কি বল্‌ছো? সাবু আমি খাবো না।

সাবু নয় গো, দুধ। রঙ্গ দেখে হাসি পায়, হাস্‌লে আবার বকুনি খেতে হয়। লক্ষ্মীটি, ওঠো।—এই বলে সে সুচারুর গায় সুড়্‌সুড়ি দিলে।

সুচারু বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে বল্লে, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না, সুরুচি। আমার উপর তোমার কিসের অধিকার?

সুরুচি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বল্লে, ভালোবাসার।

আমি মিথ্যাবাদী, আমাকে তুমি একটুও ভালোবসো না।

ছেলেমানুষ!

ভালোবাসো তো দু'টো চুমো সইতে পার্‌লে না?

না! কারণ, দেহ আমার আর এক জনের সম্পত্তি, আমার নিজের নয়।

তবে আমার গায়ে হাত দাও কেন?

কারণ, তোমার দেহ এখনো আর এক জনের হয় নি।

তোমাকে একটা কথা শেষবারের মতো বলি, রুচি। দেহ ও মনের মাঝখানে তফাৎ আমি মানিনে, ও-দু'টো জিনিষ একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ্। দেহ দিলে মন দিতে হয়, মন দিলে দেহ দিতে হয়। আধখানা

আমি দিতেও পারবো না, নিতেও পারবো না। হয় তুমি পুরো আমার হও, দেহে ও মনে। নয় তুমি পুরো আমাকে ছাড়ো, দেহে ও মনে।

তার মানে ?

তার মানে কাল-পরশু আমি একা কল্‌কাতায় ফির্‌বো। অথবা দিন কয়েক অপেক্ষা করে তোমাকে নিয়ে কোথাও চলে যাব।—এই বলে সে দুধের গ্লাসে চুমুক দিলে।

সুরুচি প্রজ্ঞাপারমিতার মতোই পাথর হয়ে গেলো।

সুচারু দুধটা শেষ করে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লে, আচ্ছা, তোমাকে সাতদিন সময় দিলুম, ভেবে আমাকে যা হয় একটা উত্তর দিয়ো।

বড়দিদি ঘরে ঢুকে বল্লেন, কি রে, কেমন আছিস্ এ বেলা ?

ভাল আছি বড়দি।

সুরুচি তোর খুব সেবা করছে, না ?

খুব। ওকে এইবার খেতে যেতে বলো।

এবেলা আমাদের রান্না বন্ধ। আজ মন্দির থেকে মহাপ্রসাদ আস্‌বে উমা আর ভোলা ঘুমিয়ে না পড়লে হয়।

বড়দিদি ভোলার সন্ধানে গেলে সুরুচি উঠে দাঁড়ালো। বল্লে, সারাদিন প্রলাপ বকেছো। এখন একটু ঘুমোও। কাল সকালে যখ সেরে উঠবে তখন আজকের কথা মনে পড়্‌লে হাসি পাবে।

আজকের একটা কথা মনে পড়লে হাসি পাবে বটে। সেটা বিনায়ক ছেলেটির বাঘকে তাড়া করে যাওয়া।

সুরুচি হাস্‌লে।

সুচারু বল্লে, এবং আর একটা কথা মনে পড়্‌লেও হাসি পাবে বটে।

সেটা কী !

সেটা এই যে, তুমি নিজেকে পরের সম্পত্তি মনে করো।

নিজের মনকে নয়, নিজের দেহকে।

দেহ ও মন অভিন্ন।

তোমার ওকথা বিশ্বাস করিনে, করলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতুম।

কেন, বলো তো?

আমার দেহ পরের হলেও আমার মন আমার নিজের, এই আত্ম-সম্মানটুকু নিয়েই বেঁচে আছি। দুই-ই পরের হলে মরে বাঁচতুম।

তোমার দেহও তোমার, রুচি, যদি বিবাহ নামক কুসংস্কারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারো।

কিন্তু পরের দেহটাকে তো দেহ থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারিনে, চিরকালের মতো নাড়ীতে টান।

তোমার স্বামীর উপরে তোমার এত টান্, সুরুচি!

সুরুচি হাল ছেড়ে দিয়ে খাটের উপর ঝুড়ুম করে ব'সে পড়লো। খানিক চুপ করে থেকে বল্লে, এইবার যা বলবো ত সইতে পারবে?

বলো।

আমি—আমি অন্তঃসত্ত্বা।

সুচারুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সে যেন মাথায় একটা চোট খেয়ে অন্ধকার দেখতে লাগলো।

সুরুচি নিষ্ঠুর স্বরে বল্লে তোমাকেও সাতদিন সময় দিলুম। ভাবো বসে।—এই বলে আবার উঠে দাঁড়ালো। বল্লে, বাবার গলা শুনতে পাচ্ছি আজকের মতো বিদায়।

সুচারু বিমূঢ়ের মতো তার দিকে তাকালে। তারপরে বিছানার উপর ভেঙে পড়ে বুক-ফাটা স্বরে বল্লে, হা ভগবান! তার দুই কপোল বেয়ে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হতে লাগলো।

তখন সুরুচি তার চুলের ভিতর আঙুল বুলিয়ে দিলে। মিষ্টি ক'রে
ল্লে, ওগো শুনছো? তুমি না কখনো কাঁদো না?

সুচারু এর উত্তরে আরো আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো। সুরুচি তার
াঠে হাত বুলুতে থাক্‌লো।

সস্ত্রীক বিনয়বাবু ঘরে প্রবেশ করে বল্লেন, কি হে কেমন আছো,
ারু? এ কি!

ভয়ানক ব্যামো, বাবা। অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে।

তবে তো রাত্রে একজনকে কাছে থাকতে হয় দেখছি। আমিই
াক্‌বো। কি বলো গো?

না, না। তুমিও জ্বরে পড়বে—এ হতে পারে না। বৌমা আর
ামি পালা করে জাগবো। রুচি বিশ্রাম করুক। কী আপদ। পরের
হলে! জগবন্ধু

সুহৃৎ তাঁর একমাত্র শ্যালককে বহুকাল আদর-আপ্যায়ন করেন নি, একরকম ভুলেই রয়েছিলেন। প্রায়শ্চিত্তের অভিপ্রায়ে লিখ্‌লেন—
চারু, তোমার জ্বর ছেড়ে গেলে এখানে চলে এসো। প্রচুর খেলা-ধূলা Jolly. good company, আমরা শীঘ্রই বাঘ-শীকারে যাচ্ছি। Do come along, old boy.

চিঠি পেয়ে সুচারু ভাবলে, দু'বেলা মেয়েমানুষের সঙ্গে থেকে মিইয়ে গেছি। পুরুষমানুষের সঙ্গ এখন টনিকের কাজ করবে। বড়দিদিকে বল্লে, কিছুদিনের জন্য সুহৃৎদার কাছে চল্লুম, বড়দি। ওরা বাঘ-শীকারে যাচ্ছে।

তোর শরীর এখনো দুর্ব্বল, আবার জ্বর আস্‌তে পারে। দু'চার দিন দেরি করে গেলে চল্‌বে না?

ততদিন ওরা শীকার শিকায় তুলে রাখবে না। বাঘটারও রসবোধ আছে, সে কিছু ফাঁসির আসামী নয় যে, বসে বসে দিন গুণ্‌তে থাক্‌বে। কিম্বা গুলিখোর নয় যে, গুলি খাবার জন্যে হাঁ করে বসে থাক্‌বে। কি বলিস্ উমা?

ছোটমামা, তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাও না! আমি জঙ্গলের বাঘ দেখিনি। ওরা কেমন হালুম হালুম করে বেড়ায়, দুষ্ট ছেলেদের ধরে ধরে খায়।

দুষ্ট মেয়েদেরও।

ইস্, বাঘ কখনো মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে পারে? ও যে ভদ্রলোক।

তুই থাম্, উমা। চারু তোবে বাঘের মুখে দিয়ে এলে আমার হাড় জুড়োয়। তা তুই যেতে চাস্ তো ডাক্তারকে একবার খবর দিই, চারু। কেমন ?

তোমার খুশী। আমি কিন্তু আজ রাত্রের এক্সপ্রেসে খুরদা রোড্ যাবোই, তা বলে রাখ্লুম, বড়দি।

আমিও বলে রাখলুম মা।

সুচারু কি কি জিনিষ সঙ্গে নেবে, তার একটা তালিকা করতে নিজের ঘরে গেলো। কোথাও ছুটে পালাতে পারলে সে বাঁচে।

সুরুচি উত্তরোত্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। যে ছিল বোনের মত সে হয়েছে স্ত্রীর মতো। আগে বল্তো চারুদা; এখন বলে শুধু 'ওগো'। কিম্বা 'এই'। বলে, আজকে যে বড় আন্‌মনা দেখি? এক প্রশ্নের আর এক উত্তর দাও। কি এত ভাবো? কবিতা?

উহুঁ !

তবে কি ! তোমাকে গম্ভীর দেখ্লে এমন হাসি পায়! যেন একটি তরুণ বুদ্ধদেব তপস্যা করছেন !

আর তুমি বুঝি সুজাতা ?

তা যদি হতে পারতুম তো দুঃখ কী ছিল আমার! তোমার নামের সঙ্গে আমারও নাম ইতিহাসে উঠ্তো, ভবিষ্যতের ছেলেরা নামতার মতো মুখস্থ করতো আমার জন্মদিন ও মৃত্যুদিন।

হুঁ !

আবার হুঁ ! ওগো, বুদ্ধদেবের যশোধারাও ছিলো, শুধু সুজাতাই ছিলো না। তোমার যশোধারা কবে আস্‌বেন ?

আমি বুদ্ধদেবের নকলনবীশ নই।—আমি সুচারুদেব।

অমন কথা শুনলে লোকে ভাববে অহংকারী।

আমি যা—আমি তাই। লোকে যদি আমাকে ভাবে ইলিশ মাছ কিম্বা জিরাফ কিম্বা মসুরির ডাল তবে লোকের মাথা খারাপ।

যাক্‌, যশোধারার বিয়েতে সুজাতাকে খবর দিয়ো। ভাগ্যবতীর পায়ের ধূলো নিলে যদি পরজন্মে সদ্‌গতি হয়!

পরজন্মে কেন? এই জন্মেই হয়—যদি নি[illegible]য় দাঁড়াও। ভাগ তো মানুষের ইচ্ছাদাস।

সে তোমার মতো পুরুষমানুষের। আমাদের পা জন্ম থেকে ছোটো দাঁড়াতে গেলে ভর্‌ সয় না, তাই প[illegible]র আশ্রয় থেকে পরের আশ্রয়ে যেতে হয়।

তুমি আমার সাম্‌নে থেকে যাও, সুরুচি। আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরুকে আমি চু'চক্ষে দেখতে পারিনে। পর্‌গাছা!

কথাটা একটু কড়া হয়ে গেছলো বলে সুচারুর পরে অনুতাপ হলো সুরুচির সঙ্গে আবার যখন দেখা তখন সুচারু বল্লে, তোমাকে গালাগাল দিয়েছি বলে লজ্জিত। আমায়—

কবে গালাগাল দিলে গো?

সেই যে বল্লুম পর্‌গাছা।

পর্‌গাছাই তো। যে যা তাকে তাই বল্লে দোষ হয় না।

তা হলে তোমাকে আরও কঠিন কথা বলবো, রুচি। যে মানুষ নিজেকে দুর্ব্বল বলে জানে অথচ দুর্ব্বলতার প্রতিকার করে না, সে মানুষ হেয়তম। তাকে লাথি মারলেও তার প্রতি দয়া করা হয়। হয়তো তার ফলে সে শোধ তুলবার চেষ্টা করবে এবং সেই সূত্রে বলবান হবে।

পাগল! মেয়েমানুষ লাথি খেয়ে শোধ তুলবে? না, সেই চরণ দু'খানি বুকে টেনে নিয়ে তাদের উপর হাত বুলিয়ে দেবে—বল্‌বে, 'আহা, ষাট, লাগেনি তো?'

রুচি, আমার শব্দসম্পদ অল্প। 'হেয়তমের' চেয়েও যদি কোনো কড়া কথা জানো তো নিজের সম্বন্ধে প্রয়োগ কোরো।

শুধু নিজের সম্বন্ধে? দেশের সমস্ত নারীজাতির সম্বন্ধে না?

না। অন্য সকলে নির্বোধ—তারা জানে না তারা কী। তুমি জানো; অথচ জেনেও প্রতিকার করো না। তুমি সকল নারীর অধম।

সুরুচি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, তুমি পুরুষমানুষ, আর ছেলেমানুষ!

কিন্তু তুমি অমানুষ!

না গো। যতোটা ভাবছো ততোটা নই। বিয়ের আগে আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলুম। বিয়ের পরেও একদিন আফিং খেতে যাচ্ছিলুম, কেন যাইনি সে জন্য আজো অনুতাপ হয়।

আত্মহত্যা পরম ভীরুর কাজ, একেবারে অমানুষ না হলে করে না।

অমন অবস্থায় না করাটাই ভীরুর কাজ গো। করিনি বলে তিল তিল করে মরছি, রাবণের চিতায়।—সুরুচির চোখে মেঘ ডেকে এলো, যেন আর একটু হাওয়া লাগলেই টপ্-টপ্ করে অনর্গল ঝরবে, দিক-দেশ ভাসিয়ে একাকার করবে।

সুচারু তাকে টেনে আরো কাছে নিয়ে এলো। এনে বুকের উপরে তার মাথাটি রাখলে, সুরুচি বাধা দিলে না। শুধু বল্লে, দেখে আসি বাড়ীতে কেউ আছে কি-না।

কেউ ছিল না। তবু সুরুচি ফিরে এসে ঠিক বুকের উপরটিতে মাথা রাখলে না। একটা পাশ-বালিশের উপর হেলান দিলে।

সুচারু বল্লে, বলো।

কি বলবো?

মরতে যাচ্ছিলে কেন?

ওকথা বলবার নয়।

আমাকেও না ?

কাউকে না! শুধু ভগবানকে জানাবার। তিনি যদি থাকেন তো তিনি জানেন।

তিনি যে সব মানুষের ভিতরে আছেন, রুচি। আমার ভগবানকে তোমার লজ্জা কিসের!

বড়ো লজ্জা।

কানে কানে বলো। হয় তো প্রতিকার করতে পারি।

প্রতিকার নেই।

এমন দুঃখ নেই যার প্রতিকার নেই।

না গো। আমি জানি প্রতিকার নেই।

যাক্, তুমি যখন বল্‌বেই না, তখন তোমার সঙ্গে আড়ি।

লক্ষীটি, রাগ করে আমার দুঃখ বাড়িয়ো না।

আমাকে তুমি পর ভাবো, তাই মনের কথার ভাগ দিলে না। আমি মূঢ়ের মতো তোমার জন্যে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি।

ওগো, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি ফিরিয়ে নাও। আমার জন্যে তোমাকে কিছুই করতে দেবো না।

পর ব'লে?

পরকীয় বলে।

তার মানে কী, সুরুচি?

তার মানে একদিন না একদিন তুমি বিয়ে করবে, সংসারী হবে, তখন আমাকে তুমি দায় ভাববে। এবং আমি তো একা নই।

ও হো হো।—সুচারুর গায় যেন কে ছেঁকা দিলে। সে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে, কেন ওকথা স্মরণ করিয়ে দিলে, সুরুচি?

প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নেবে বলে।

কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নেয় কাপুরুষ।

ওগো, অমন কথা দিতে বলেছিলো কে? আমি হতভাগী ঘুণাক্ষরে বলিনি।

আমি নিজে থেকে দিয়েছি। এবং একবার যা দিয়েছি তা ফিরিয়ে নেবো না; সব কষ্ট সইবো।

তুমি বীর, তুমি মহান্। কিন্তু আমি তোমার শরণ নেবার অযোগ্য।

আত্ম-নিন্দককে আমি আত্মঘাতীর মতো ঘৃণা করি। তুমি আমার কাছ থেকে যাও, সুরুচি।

সুচারু মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সুচারু যখন তল্পীতল্পা বেঁধে ষ্টেশনে যাবার জন্যে তৈরী হলো তখন সুরুচি একান্তে তার সঙ্গে দেখা করে বল্লে, এই খামটার উপর তোমার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যাও।

কেন রুচি? ইংরেজী তো তুমি যথেষ্ট জানো।

কই আর জানলুম। এবছর প্রাইভেট্ ম্যাট্রিক দিতে যাচ্ছিলুম, আশা ছিল কলেজে পড়বো। সব ঘুচে গেল। যাক।—সে উদাস স্বরে বল্লে।

সুচারু সুহৃত্তের নাম-ঠিকানা লিখে উপরে নিজের নাম লিখলে। তার গাড়ী একটু দূরে অপেক্ষা করছিলো। তাড়াতাড়ি রুচিকে একটা নমস্কার করে সে বড়দিদির পায়ের ধূলো নিতে চলে গেল।

বড়দিদি বল্লেন, শরীর কেমন থাকে লিখতে ভুলিস্‌নে। আর ভালো কথা, ওঁদের জন্যে ঐ যে চিঠিখানা দিলুম ওখানা হারিয়ে ফেলিস্‌নে।

সুচারু ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে দেখে উমা ও ভোলা দুটি ছোট ছোট পুঁটলি নিয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আছে। সুচারু ফিস্ ফস্ করে বল্লে, ছোটমামা, শীগ্‌গির উঠে এসো। মা এসে পড়লে ভারি মুশ্‌কিল হবে।

ছোটমামা তাদের দুজনের দুটি পুঁটলি বিনা বাক্যব্যয়ে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বল্লে, হাঁকাও। তখন উমা ও ভোলা চেঁচিয়ে উঠে বল্লে, ও কী! ছোটমামা-আ! ড্রাইভা—আর, একটু থামাও।

ট্যাক্সি একটু থামতেই উমা ও ভোলা পেছনে-পড়ে-থাকা পুঁটলি দুটির

জন্যে যেই ছুটে গেছে অমনি সুচারু বল্লে, চালাও। ড্রাইভার দ্বিধাসূচক দৃষ্টিতে তাকালে; সুচারু চোখ টিপে ইসারা করতেই জোরে চালিয়ে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজের নিষ্ঠুরতায় সুচারু পুলকিত হয়ে উঠছিলো—সুরুচির প্রতি নিষ্ঠুর অবহেলা, উমা-ভোলার সঙ্গে নিষ্ঠুর ছলনা। যে মানুষ বাঘ-শীকারে বেরিয়েছে তার হৃদয়ে মায়া মমতা কিসের?

খুর্‌দা রোডে সুহৃৎ ও জিতেন তাকে নিতে এসেছিলেন। মোটরে করে তাঁদের কুঠিতে নিয়ে গেলেন।—তার পরে চারু, পুরীতে কিছু পেটে পড়েছে, না এখানে পড়বে?

খেয়ে এসেছি সুহৃৎদা। শুধু এক গ্লাস জল দাও তো খাই।

বলেন কি, চারুবাবু!—

জিতেনবাবু বল্লেন—বলেন কি! জল খেয়ে দুনিয়াতে যত লোক মরে ততো আর কিছুতেই মরে না। এক গ্লাস জলে কোটি জীবাণু কিলবিল করছে! কোন্ জীবাণু নেই?—কলেরা, ম্যালেরিয়া, থাইসিস্, রিউমাটিজ্‌ম্—

থাক্ জিতেন, থাক্! জিতেনটা একটা crank, চারু। ওর কথা শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে হয় কেমন করে এ পৃথিবীতে একদণ্ড কেউ থাকতে পারে। এই খিদ্‌মদ্‌গার, এক গ্লাস পানি লে আও।

হাসির কথা নয়, চারুবাবু। ভেবে দেখুন একটা মাছিতে ছ মিলিয়ন—তার মানে, ষাট লাখ—জীবাণুর বাসা। আমি সেই ভয়ে জল খাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছি, এই বারো বছর আমি জল স্পর্শ করিনি।

তবে কি আপনি সোডা লেমনেড খান?

সোডা লেমনেড? কবেকার পুরোনো তার ঠিক আছে? ওর

ভিতরে বাতাস ঢুকছে, বাতাসের সঙ্গে জীবাণু ঢুকছে। সোডা লেমনেড যদি খান তবে one of the first symptoms will be instantaneous death.

তবে আপনার তেষ্টা যায় কী খেয়ে?

কেন? বীয়ার। ম্যুন্‌সেনের বীয়ার, পিল্‌ৎসেনের বীয়ার, বেক্‌স্ বীয়ার, কতো ভাল বীয়ার আছে। ষ্টাউট্ খেতে পারেন, জিন্ খেতে পারেন। আমি অবশ্য বীয়ারই পছন্দ করি। সুহৃৎ পছন্দ করে—

এই চুপ্!

আপনাকে আমি বীয়ার রেকমেণ্ড্ করি, চারুবাবু। আপনার জীবন মূল্যবান। জল খেয়ে ভারতবর্ষের লোকের আয়ু কমে যাচ্ছে, গড়ে তেইশ বছর তাদের পরমায়ু। আপনার বয়স কতো?

একুশ।

তবে আর দুটি বছর আপনাকে আমরা পাচ্ছি। ভেবে দেখুন, বীয়ার খেয়ে গ্যেটের মতো পঁচাত্তর বছর বাঁচবেন, না, জল খেয়ে তেইশ বছর বয়সে মারা যাবেন।

সুহৃৎ চারুর কানে কানে বল্লেন, ওর আজ একটু ওভার ডোজ্ হয়ে গেছে, চারু।

সুচারু বল্লে, আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে, জিতেনবাবু, আমি একটু সকাল সকাল শুতে যাই, বহুদিনের অভ্যাস।

অতি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, চারুবাবু। আমিও বেশী দেরি করিনে। খিদ্‌মদ্‌গার, আউর এক গ্লাস বীয়ার লে আনা। আচ্ছা, আপনার শোবার ঘর দেখিয়ে দিতে বলি। বেয়ারা—

১৬

পরদিন সারাদিন সুচারু সুহৃৎ ও জিতেনের সঙ্গে বেড়ালো। কিন্তু আসল কাজটাই বাকী থাকলো। মার পারিনে।

চায়ের টেবলে সুচারু জিজ্ঞাসা করলে, জিতেনদা, তে ঘরে পাঠিয়ে শীকারের কী হলো? া। •আমার

বাঘের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ ব... কেউ বলছে সে পালিয়েছে। আমরা তো তৈরিই আছি হচ্ছে যেন moment খবর আসতে পারে যে, war declared, mobilise! মি মরে

সুচারু পুলকে রোমাঞ্চ হলো। আহা সে যদি সৈনিক হয়ে তং থাকতো! কে জানে হয়তো নেপোলিয়ান কিম্বা গারিবল্‌ডি কিম্বা *কেমাল পাশাকে ছাড়িয়ে উঠতো। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করতো, শান্তির সময় কাব্য লিখতো।*

জিতেন বল্লেন, তোমার ঐ ঢিলেঢালা পাঞ্জাবী আর ধুতি ছাড়তে হবে, সুচারু। ধরতে হবে ব্রীচেস্ আর বুট্‌স্ আর খাটো কোট। জার্মানরা যা প'রে খাটে। দেশটার চেহারা বদ্‌লে দিতে পারি যদি আমার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তা হলে তুমি কী করো জিতেনদা?

প্রথমে তোমাদের মতো কবিগুলোকে ধরে ধরে দু'বেলা ড্রিল করাই, ডন বৈঠক ডাম্বেল জিম্‌ন্যাষ্টিকে গায়ে জোর হয় বটে, কিন্তু একজোট হয়ে কাজ করবার শিক্ষা হয় না। সে জন্যে চাই রেজিমেণ্টাল ড্রিল। ভারতের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে।—এই বলে তিনি সুচারুকে টেনে নিয়ে গেলেন

ভিতরে বা॰ পা মিলিয়ে হাঁটতে শেখাতে।—লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্। যদি খান্র লোক যতো দিন না হাঁটতে শিখছে ততোদিন স্বরাজ নৈব aneous।

তবে অ আগে ও পরে টেনিস্ ও বিলিয়ার্ড খেলা। সুচারু কোনটাই কেন? র সময় কেটেছে কোল্‌কাতার চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে বেক্‌স্ বীয়া ঠে খেলা দেখে। অতএব খেলাধূলায় জিতেন ও সুহৃৎ তাকে জিন্ খেতে পা' করালেন। সুচারু যেন নেশা ধরলে—পরদিন আবার পছন্দ করে—ও বিলিয়ার্ড খেলবে, কেমন করে টেনিসের ষ্ট্রোক দেবে, এই চুপ গুলো কোন্ অবস্থায় পেয়ে কোন্ জায়গায় মারলে ক্যানন্ আ কেট্ হবেই, ইন্-অফ হবেই, এইসব ভাবতে বতে ও স্বপ্ন জীব ত দেখতে রাত ভোর ক'রে দিলে।

সুরুচিকে সে একরকম ভুলেই গেছলো, প্রাতঃকালে সুরুচির চিঠি এলো। সুহৃৎ জিজ্ঞাসা করলেন, কা ঠি হে? পুরী থেকে কে লিখলে?

সুচারু আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে, কে জানে কে লিখেছে!—সে চিঠি-খানা খুললে না, দীর্ঘকাল ধরে চা খাবার ছল করে খাবার ঘরে বসে থাকলো। সুহৃৎ তাঁর স্ত্রীর চিঠি পেয়েছিলেন, সুচারুকে পীড়াপীড়ি করলেন না, বৈঠকখানা ঘরে কার সঙ্গে দেখা করতে উঠে গেলেন।

জিতেন তখনো তাঁর প্রাতঃকালীন অশ্বারোহণ থেকে ফেরেননি।

সুরুচি লিখেছে—

প্রিয়তমেষু,

যে-কথা মুখে বলা যায় না সে-কথা চিঠিতে বলতে বসেছি। জানি তোমার মতো সুন্দর করে বলতে পারবো না। তুমি অসামান্য, আমি

সামান্যা। তুমি জ্যোতিষ্ক, আমি জ্যোতিরিঙ্গণ। তুমি আমাকে আত্মনিন্দক বলে ঘৃণা করতে পারো, কিন্তু আমি ভালো করেই জানি যে, তোমার চেয়ে আমি সব বিষয়েই ছোটো। তোমার সঙ্গে পরিচয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য—না, একমাত্র সৌভাগ্য।

এই চিঠিখানা বার বার লিখে বার বার ছিঁড়েছি। আর পারিনে। ঠিক করেছি এইবার যাই লিখি না কেন, খামে ভরে ডাকঘরে পাঠিয়ে দেবো। লক্ষীটি, ভুল ধরো না। পড়েই পুড়িয়ে ফেলো। আমার মাথার দিব্যি, পুড়িয়ে ফেলো। দোষ ধরো না।

তুমি নেই বড়ো কান্না পাচ্ছে। তুমি কাল গেছো, মনে হচ্ছে যেন কত কাল গেছো। তুমি যখন কোলকাতা চলে যাবে তখন আমি মরে যাবো না তো? গেলেই বা। কার কী আসবে যাবে? এই বৃহৎ জগৎ এমনি চলবে, বাবা-মা একটু বেশী করে পুণ্য করবেন, স্বামী কর্বেন আর একবার বিয়ে, আর তুমি? আমি জোর করে বলতে পারি, বুদ্ধদেব তাঁর গৌরবের দিনে সামান্যা সুজাতাকে স্মরণ করেননি।

আমি অনেক আশা নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলুম। ইস্কুলে ও বাড়ীতে ম্যাট্রিকের বই পড়েছিলুম, অভিলাষ ছিলো পরীক্ষাটা দিয়ে পাস যদি করি তো কলেজে পড়বো। কিন্তু মা চেপে ধরলেন বিয়ে করতেই হবে, মেয়েমানুষের কলেজে পড়া তিনি ভালো মনে করেন না। বাবা বল্লেন, তোর বিয়েটা হয়ে গেলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ধর্ম্মে মন দিই, নতুবা ধর্ম্মে মন বসে না। দাদা বৌদি হাঁ-ও বলেন না, না-ও বলেন না। অতএব হলো বিয়ে। আমি মরতে গেছলুম, কিন্তু সাহসে কুলোলো না। মন বল্লে, দেখাই যাক না স্বামীটি দরদী মানুষ কি-না।

বে-দরদী! বে-দরদী! তিনি শিক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু স্বাধীনতার যম। পুরীতে পাখীর মতো উড়ে বেড়াই, খোলা বাতাস গায়ে লাগে।

কলকাতায় পর্দা। কিন্তু সেও সয়, যদি মনে আনন্দ থাকে। আমার শাশুড়ী বৌকে মেরে মেয়েকে শেখান। আমি যে একটু বেশী বয়সে তাঁর ঘরে গেছি, এবং কিছু লেখাপড়া সঙ্গে নিয়ে গেছি, এ তাঁর চক্ষুশূল। আমার স্বামী যদি আমাকে ভালবাসতেন তবে নিশ্চয়ই এর একটা প্রতিকার করতেন। কিন্তু তাঁর ভালবাসা অন্যত্র ন্যস্ত। সেজন্যে তাঁকে আমি দোষ দিইনে। তাঁর যা-খুশী তিনি করুন, আমাকে আমার লেখাপড়ার ও চলাফেরার স্বাধীনতাটুকু দিলেই আমি সন্তুষ্ট।

কিন্তু তা তো তিনি দিলেনই না, উপরন্তু আমি তাঁর কাছে যে পরম স্বাধীনতাটিকে প্রত্যাশা করেছিলুম—কুমারী থাকবার প্রত্যাশা—সেটিকে তিনি একদিন হরণ করলেন। আমি অবলা, তিনি প্রবল। আমি পারি একমাত্র মরে' প্রতিবাদ করতে। চাকরকে দিয়ে আফিং আনালুম। কিন্তু এমন পোড়া কপাল আমার, আফিংখোর শ্বশুর কেমন করে সে আফিং চুরি করলেন। আমারও ভয় করতে লাগলো পাছে আর একটা জীবন আমার জীবনের সঙ্গে নষ্ট হয়।

আর একটি জীবনের সম্ভাবনা দেখে ওরা আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। সে আজ একমাস আগেকার কথা। আমার দুঃখ নিয়ে আমি একলাই ছিলুম। আমার বাল্য সখীদের বিয়ে হয়ে গেছে, তারা মা হয়েছে, তাদের সুখের সংসার, তারা আমার ব্যথা বুঝবে না। কতো বার ভেবেছি বৌদিকে বলি, কিন্তু বৌদি আমার চেয়ে বয়সে এতো বড় যে সাহস পাইনে। আজ তোমাকে বল্লুম, বন্ধু; বুকের বোঝাটা অর্দ্ধেক হাল্‌কা হয়ে গেলো।

তুমি আমার প্রিয়তম, আমার মন তোমাকেই প্রথম কামনা করেছিলো, তোমারই উপরে তার স্বাভাবিক নির্ভরতা। কিন্তু তুমি আমার কী করতে পারো? অন্যায় যা, তা তো হয়েই গেছে। এখন

আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা স্বামীর কাছ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে লেখাপড়া করবার। আমি তাঁর কাছে ফিরে যেতে চাইনে। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব জানিনে। তাঁর সন্তানের উপর তাঁর দাবী আছে, সন্তানকে নিলে তার মা'কেও নিতে হয়। আমি সময়ে সময়ে ভাবি, ছেলের উপর কি আমার মমতা জন্মাবে? সে তো আমার দিক থেকে অবাঞ্ছিত।

আমার মধ্যে মূর্ত্তিমান অশুচিতা বাস করছে, বাড়ছে। সে যখন ভূমিষ্ঠ হবে তখন আমার শুচিতা ফিরবে বটে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য তো ফেরবার নয়। তার সঙ্গে আমার হাজার শিরা-প্রশিরার হাজারো সম্বন্ধ। আমি তাকে না চাইলেও আমার দেহের অণু-পরমাণু তাকে চাইবে। তখন আমি কী করবো, প্রিয়তম? স্বামীর স্বামীত্ব অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি আমাকে তাঁর হয়ে দখল করেছে। আমার দেহের উপব থেকে আমার অধিকার গেছে। তাই ইচ্ছা থাক্‌লেও তোমাকে আমার দেহ দিতে পারিনে। তুমিই বলো। পারি কি?

স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হবে সেই ভয়ে আমি প্রতিমুহূর্ত্ত পুড়ছি। এ জ্বালা নিবতে পারতো একমাত্র চিতার আগুনের সঙ্গে। আর কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই! যদি ছেলে না আসতো আমি তোমার শরণাপন্ন হতুম; হয় তো একটা চাকরী কিম্বা আশ্রম জোগাড় করে দিতে তুমি। খাটতে যে আমি খুবই পারি সে তো তুমি দেখেছো। যার খাই তার জন্যে প্রাণপণ খাটি—তবু তুমি বলো পরগাছা। শ্বশুর-বাড়ীতেও এই পরগাছাকে কেউ অমনি খেতে দেয়নি।

একটি আশা আছে, ছেলে বড়ো হয়ে গেলে যদি মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু ততোদিনে যদি আর একটি এসে থাকে তবে আমার মরণও গেল জীবনও গেলো। পূর্ব্বজন্মে কী মহাপাপ করেছিলুম, ইহজন্মে সীতার চেয়েও দুঃখিনী হলুম।

আমি জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। তুমি মহান্। তুমি দিন দিন মহত্তর হতে থাকো, সিদ্ধার্থ হও, তোমার যশ দেশকাল অতিক্রম করুক। আমি সূর্য্যমুখীর মতো দূর থেকে তোমার দিকে মুখ তুলে রইলুম। সেই আমার আনন্দ।

আমাকে ভুলে যেয়ো। ইতি। তোমার স্থ

জিতেনবাবু যখন ফির্‌লেন তখন সুচারু ঘরে খিল দিয়ে সুরুচির চিঠি ছে। জিতেনবাবু বাইরে থেকে হাঁক দিয়ে বল্লেন, কি হে চারু, না একসারসাইজ্ কর্‌ছো না কি ?

এক্‌সারসাইজ্ তো আমি করিনে, জিতেনদা ?

সে কি হে ? আমাদের দেশের মস্ত এক্‌সারসাইজ হলো পড়ে' পড়ে' দেওয়া। আমি ভাবলুম তুমি ন্যাশনাল এক্‌সারসাইজ কর্‌ছো।

সুচারু বল্‌তে পারলে না যে চিঠি পড়ছিলো। অপ্রতিভ হয়ে দ্বার খুলে ল। চিঠিখানাকে বালিশ চাপা দিয়ে বল্লে, কাপড় ছাড়ছিলুম, তনদা।

বেশ বেশ। এখন এসো রেল লাইন দেখতে যাওয়া যাক্। বিকালে টেনিস্ খেল্‌ছো, কেমন ?

নিশ্চয়। টেনিসের জন্যে মিনিট গুণ্‌ছি, ধৈর্য্য ধরে থাকতে ছিনে।

সুলক্ষণ। তোমাকে এই ক'দিনে আমরা স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান বানিয়ে ড় দেবো। কাল থেকে ঘোড়ায় চড়বে ? চাও তো বন্দোবস্ত ত পারি।

পোষাক আমার নেই, জিতেনদা।

ঃ! ঠিক্, ঠিক্। আচ্ছা, এখনকার মতো বাদ দাও। তার বরঞ্চ মোটর ড্রাইভিংটা শিখে নিতে পারো।

রোদিন কাজ দেখার পরে যখন টেনিস্ খেলার সময় এলো তখন

সুচারু আনন্দে অধীর। কিন্তু সে গুড়ে বালি। জিতেন হুকুম দিলেন—মোবিলাইজ! খবর এসেছে বাঘটা রাস্তার ধারের জঙ্গলে ওৎ পেতে আছে।

সুচারুর হরিষে বিষাদ। বেটা বাঘ মরবার আর সময় পেলে না, তার সঙ্গে টেনিস্ খেলাটাও মারা গেল। সে মোটরে গিয়ে বস্‌লো। জিতেনের হাতে দো-নলা বন্দুক। সুচারু পুলকে ও আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠছিলো। বাঘটা যদি মরবার আগে মরীয়া হয়ে মোটরের উপর লাফ দেয়! ওর গায় যদি একটাও গুলি না লাগে! বন্দুকের আওয়াজ শুনে সুচারু নিজে হার্টফেল্ করবে না তো! সে সাহসী ছেলে, কতো বার সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছে। কিন্তু তার কাঁধ ঘেঁষে বন্দুক দাগা হবে, বিকট আওয়াজে গুলি ছুট্‌বে, ধোঁয়ার কুয়াশায় চোখ বুঁজে আস্‌বে, সেই ফাঁকে বাঘটা কতো কাছে লাফ দেবে কে জানে? তার বিদ্‌ঘুটে গর্জ্জন ও বিশ্রী গন্ধ কল্পনা করতেই সুচারুর দম আট্‌কে এলো। ইতিমধ্যে মোটরের বেগ মন্থর হয়েছে। খবর দিতে যে লোকটা এসেছিল সে বল্লে, এইখানেই একটা গরুকে মেরেছে কাল।

জিতেন বল্লেন, এইখানেই আছে তার প্রমাণ কী!

আজ্ঞে, একদিনে খেয়ে শেষ করতে পারে না। তাছাড়া তার গর্জ্জন শোনা গেছে আজ দু'পুরে। শুঁকে দেখুন, গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

একটা আঁশ্‌টে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো বটে। জিতেনবাবু বন্দুকটাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন। ঠিক কোন্ অবস্থান থেকে তাক করা যায়।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাঘটা রাস্তার কোন্ ধারের জঙ্গলে? ডান ধারে, না, বাঁ-ধারে?

লোকটা বল্লে, আজ্ঞে, ডান ধার থেকে গন্ধ আস্‌ছে।

তখন জিতেনবাবু সুচারুর সঙ্গে জায়গা বদল করলেন। বন্দুকটা সুচারুর ত্রিসীমানায় রইলো না। সুহৃৎ মোটর চালাচ্ছিলেন। তিনি মোটর থামিয়ে বল্লেন, তোমার সুবিধে না হয় তো আমাকে দিয়ো।

জিতেন বল্লেন, তোমরা সবাই মিলে শেয়াল ডাকো। তাহলে যদি বাঘটা গর্জ্জন করে কিম্বা বেরিয়ে আসে।

সবাই মিলে খানিকক্ষণ হুকাহুয়া করলে। কিন্তু বাঘ সাড়া দেয় না। তখন সেই লোকটা বল্লে, হুজুর, আধ ঘণ্টা সবুর করুন। গো-ঘাতক বাঘকে সাজা না দিয়ে যাবেন না।

সুহৃৎ বল্লেন, দাও, একটা ফাঁকা আওয়াজ করি, যদি রাগ করে তেড়ে আসে।

উল্টো, ভয় পেয়ে জঙ্গলের আরো ভিতরে পালাবে।—জিতেন বল্লেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আর একবার হুকাহুয়া করা গেল। তারপরে একে একে ছাগল-ডাক, গো-ডাক, কুকুর-ডাক ডাকা গেল। তথাপি বাঘ শোনে না। বাঘটা কি কালা? হাল ছেড়ে দিয়ে জিতেন বল্লেন, আজকের মতো ফেরা যাক্। বাপধন যাবেন কোথায়? একদিন মোলাকাৎ হবেই।

সেই লোকটা ক্ষুণ্ণ মনে বল্লে, হুজুর, এ বাঘটা গুলি খেতে খেতে ঘাগী হয়ে গেছে। একে মারতে হলে মাচা বেঁধে ভেড়া ছাগল ঘুষ দিয়ে একেবারে বন্দুকের কাছে আনতে হয়। মানুষের গলা ওর ভালো করেই চেনা আছে।

কুঠিতে ফিরে এসে ডিনার খাবার সময় সুচারু বল্লে জিতেনদা, কাল সকালের ট্রেনে আমি পুরী যাচ্ছি।

দু'জনেই একসঙ্গে বল্লেন, সে কি হে!

আমার এক বিশেষ বন্ধু পুরী এসেছে, আজ তার চিঠি পেয়েছি। দু'তিন দিন থেকে চলে যাবে, তার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

সুহৃৎ বল্লেন, বেশ তো, ত'র সঙ্গে এই ষ্টেশনেই দেখা কোরো, অনেকক্ষণ গাড়ী থামে।

তা কি হয়! তাকে পুরী দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে, তার সঙ্গে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে হবে।

জিতেন বল্লেন, বাঘটার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে গেলে না! উমা ভোলাই বা কী ভাব্‌বে! বড়োমামার ক্ষমতার উপর যে তাদের অগাধ বিশ্বাস।

সুহৃৎ বল্লেন, তুমি এসেছিলে তাই বাংলোটা জম্‌জমাট হয়ে ছিলো। এখন বড্ড ড্রিয়ারী বোধ হবে। আবার কবে আস্‌ছো?

দেখা যাক্।

এবার এলে খণ্ডগিরি দেখ্‌তে নিয়ে যাবো। ভুবনেশ্বরও তোমার পছন্দ হবে, প্রাচীন শিল্পের বিপুল আয়োজন। কম করে এক্‌শোটা মন্দির আছে—কোনো কোনোটা সাতশো বছর আগে শৈবরাজাদের তৈরী। পুরীর মন্দির তো সেদিনকার বৈষ্ণবরাজাদের কীর্ত্তি।

কুকীর্ত্তি বলুন। কেন-না অমন বিশ্রী মন্দির খুব কমই আছে—যেমন তার বাহির তেমনি তার ভিতর।

সুহৃৎ হাঁ হাঁ করে উঠ্‌লেন। অমন কথা বলো না। ওর সঙ্গে মহাপ্রভুর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। ভুবনেশ্বর তো একটা কিউরিও; পুরী কোটি কোটি মানুষের ধর্ম্মপিপাসা এখনো মেটাচ্ছে। যাক্। কাছা-ক্ছি অনেক মহা-কীর্ত্তি তুমি দেখ্‌বে চারু। সৌররাজাদের কণারক যায়। র থেকেও প্রাচীন। খণ্ডগিরি তো অশোকের যুগের। তাতে তিনি জিজ্ঞৈন মন্দির আছে। কটকের কাছে মহাবিনায়ক পাহাড়, ডান ধারে, না,পত্যদের পীঠ।

তুমি শুনে দুঃখিত হবে, সুহৃৎদা। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার একটুও আগ্রহ নেই। ধর্ম্মের নামে মানুষ যতো পাপ করেছে ও কর্‌ছে এতো পাপ চোর ডাকাতেও করে না। আমি ভগবান মানি, আর্ট্‌ মানি, প্রেম মানি। মান্‌তে পারিনে ধর্ম্ম, নীতিশিক্ষা, বিবাহ। সংযম মানি, বন্ধন মানিনে।

জিতেন হো হো করে হেসে উঠে বল্লেন, আমিও একদিন ঐ সব কথা ভাব্‌তুম, চারু। প্রত্যেক ইয়ং ম্যান ভেবে থাকে। বয়স হলে সব আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ ধোঁয়া হয়ে যায়, সব বিদ্রোহী বিদ্রোহের নামে জিভ্‌ কাটে, কুড়িতে এক্‌স্‌ট্রিমিষ্ট্‌, দু'কুড়িতে মডারেট্‌, তিন কুড়িতে রিয়্যাক্‌শনারী।

এবং চার কুড়িতে dead and gone! কেউ তাদের নাম মনে রাখে না, মনে রাখে চির-তরুণদের নাম—সোক্রেটিস্‌ থেকে শেলী।

সুহৃৎ বল্লেন, মাথা ঠাণ্ডা করো চারু। একটা ছোটা পেগ্‌ দিক্‌ তোমাকে। কেমন?

সুচারু ঘাড় নেড়ে বল্লে, না। জল।

সুহৃৎ চোখে চোখে জিতেনের মত নিয়ে বল্লেন, খিদ্‌মদ্‌গার, দুঠো বড়া পেগ্‌। একগ্লাস্‌ পানি।

সুচারু সে রাতের মতো বিদায় নিয়ে যখন্‌ বিছানায় গেল তখন তার মাথার বালিশের নীচে থেকে সুরুচির চিঠিখানাকে সযত্নে তুলে বুকের উপর রাখ্‌লে। মনে মনে বল্লে, প্রিয়তমাসু, আমি তোমাকে সুখী কর্‌বো। বাঘের সঙ্গে লড়্‌তে গিয়েছিলুম, সমাজের সঙ্গে লড়্‌তে পার্‌বো।

বড়দিদি বল্লেন, কি রে, চলে এলি যে।

প্রবীর আস্‌ছে কি না। তাই। প্রবীরকে চেনো না? আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

কবে আস্‌ছে সে? তার জন্যে একটা ঘর খালি কর্‌তে হবে, না, অন্য কোথাও উঠ্‌বে?

আমার ঘরেই আর একটা তক্তপোষ দিয়ো। কিম্বা আমার তক্তপোষটা বার করে নিয়ো; আমরা দরকার হলে মেজেতে শুতে জানি।

সুরুচির সঙ্গে নিভৃতে দেখা হলে সে বল্লে, আমার চিঠি পেয়েছিলে?

পেয়েছি বলেই তো চলে এসেছি।

এই যে বল্লে প্রবীর আস্‌ছে বলে এলে!

সুচারু তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে, এইমাত্র প্রবীরকে টেলিগ্রাম করে আস্‌ছি। তাকে আমাদের অত্যন্ত দরকার, সুচি।

সুচি কবে হলুম গা?

শুধু কি সুচি? মনে মনে তোমাকে অষ্টোত্তর শত নামে ডেকেছি। রুচি, সুচি, সু, সুরু, রু, রু রু, রুচিরা—

সুরুচি উল্লাস গোপন করে বল্লে, থামো। কিন্তু সকলের সাম্‌নে ডেকো না।

সু, তোমার সঙ্গে এক লাখ কথা আছে, কখন তোমার সময় হবে?

বিকেলে। এখনি বলো না তোমার লাখ কথার এক কথাটি কী?

উমা সুচারুর সুটকেস্ খুলে বল্লে, কই, বাঘের মাথাটা কই? বড়োমামা পাঠায়নি?

বাঘটা মরেনি রে উমা।

ওমা মরেনি! বড়োমামার গুলিতেও মরেনি! তবে তুমি চলে এলে কেন? আমাকে নিয়ে যেতে?

তুই বক্ বক্ করিস্‌নে, উমা। আমার কবিতার ভাব ঘুলিয়ে যাচ্ছে, মিল জুটছে না।

উমা বল্লে, কী ওটা লেখা হচ্ছে? 'শিশুশিক্ষা', না 'সাহিত্য-সোপান'? —এই বলে সর্দ্দারী করে সুচারুর খাতার উপর ঝুঁকে পড়লো। সুচারু তার গালে একটি হাল্‌কা চড় দিয়ে বল্লে, ভাগ্!

উমা মুখ ভার করে বল্লে, ভাগ্‌বো না।

তবে যীশু খ্রীষ্টের মতো আর একটা গাল বাড়িয়ে দে।—আর একটি চড় খেয়ে উমা অট্টকান্না কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মা'র ঘরে চলে গেলো। আদুরে মেয়ে। লেখাপড়ার ধার ধারে না, তার প্রধান কাজ পাড়া বেড়ানো, জ্যাঠামি করা, সমুদ্রের জলে চিংড়ি মাছের মতো লাফানো।

সুচারু কবিতাটি শেষ কর্‌লে—

তবে তুমি এসো, বন্ধু, ঝঞ্ঝা হয়ে এসো বিশ্বে মোর
তোমারে করিনু নিমন্ত্রণ।
এ প্রাণ তোমারে লয়ে দুই হাতে অমানিশি-ভোর
কঠিন সুন্দর সন্তরণ॥

উমা এক গাল হাসি নিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির।—ছোটো-মামা, পিসীমা তোমার তার খুলেছে, ওকে দুই চড় দিয়ো তে।

দেখি, দেখি।—সুচারু টেলিগ্রামটার উপর চোখ বুলিয়ে দেখ্বার আগেই উমা বল্লে, প্রবীরকে আমি কী বলে ডাক্বো, ছোটোমামা ?

কেন, তুই ডাক্বি প্রবীর বলে। আর সে তোকে ডাক্বে জ্যেঠাইমা বলে।

ইস্! সে তোমার চেয়ে ছোটো, না, বড়ো, ছোটোমামা ?

ছোটো। তা বলে তোর মতো ছোটো নয়।

ইস্! আমি ছোটো! আমার বয়স হলো গিয়ে এগারো!

তাই নাকি ? প্রবীরের সঙ্গে মোটে আট বছরের তফাৎ।

তবে আমি তাকে প্রবীরদা বলে ডাক্বো ?

তা হলেও সে তোকে জ্যেঠাইমা বলে ডাক্বে।

ইস্!—বলে উমা অন্তর্হিত হলো।

প্রবীর কালকের এক্সপ্রেসে আস্ছে। সুচারু তাকে কত কাল দেখেনি। যেন দিন পনেরো নয়, বছর পনেরো। ইতিমধ্যে সুচারুর মনের বয়স অনেক বেড়ে গেছে। সুচারু প্রবীরের চেয়ে অনেক, অনেক বড়ো! সুচারুর ভারি হাসি পেতে লাগ্লো। প্রবীরের তুলনায় সে প্রবীণ।

সুরুচি চা হাতে করে প্রবেশ কর্লে।—এতো হাসি কিসের ?

তোমাকে দেখে!

হঠাৎ আমার মধ্যে হাসির কী পেলে ? নাও, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তুমি আমার তার খুলেছিলে কেন ?

আমার অধিকার আছে।

এখন থেকেই ?—সুচারু হাস্তে হাস্তে বল্লে।

যতোদিন না প্রকৃত অধিকারিণী আসেন।—এই বলে সুরুচি সুচারুর কবিতাটা বিনা বাক্যব্যয়ে তুলে নিলে। পড়া হয়ে গেলে বল্লে, ভালো কথা, প্রবীর ঠাকুরপো ক'দিন থাক্বেন ?

কেন, তোমার হেঁসেলের ভার বাড়্বে না-কি ?

না, এম্‌নি বল্‌ছি।

দু'তিন দিন থাক্‌তে পারে। পরের বাড়ীতে বন্ধুকে বেশীদিন রাখতে পারিনে।

পরের বাড়ী ?

তা'ছাড়া কী ? বড়দি'র শ্বশুরবাড়ী আমারও শ্বশুরবাড়ী হতে পার্‌তো, যদি—

সুরুচি রাঙা হয়ে সুচারুর মুখে হাত দিয়ে বল্লে, আস্তে। বৌদি শুন্‌তে পাবেন।

সুচারু নীচু গলায় বল্লে, আচ্ছা, তিনমাস আগে যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতো তা হলে উমা আমাকে কী বলে ডাকতো বলো তো ?

দুষ্টু !

আর সুহৃৎদাকে আমাদের ছেলে কী বলে ডাকতো ?

সুরুচি মুখে কাপড় গুঁজে চম্পট্ দিলে।

সুচারু ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে হাঁক ছাড়্‌লে, কে কে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে ? বড়দি, উমা, সুরুচি, ভোলা···

বড়দিদি বল্লেন, আমি তোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পার্‌বো না, চারু।

উমা বল্লে, আমি এখন ইলার ছেলে-বৌমার জন্যে বাড়ী তৈরি করতে যাচ্ছি।

ভোলাকে পাওয়া গেল না। সুচারু যা আশা করেছিলো তাই হলো—সুরুচি একাই তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে এগিয়ে এলো।

সুচারু বল্লে, সু, দু'মাস আগে তুমি ও আমি একই শহরে ছিলুম, হয় তো একই সিনেমায় একই ছবি দেখতে গেছি, প্রথম বসন্তের হাওয়া

একই দিনে তোমার চুল ও আমার খাতা উড়িয়ে নিয়েছে। খুব আশ্চর্য্য, না?

আমি তো ভেবেছিলুম তুমি আমাকে দেখতে আসবে। বৌদি বলেছিলেন তোমাকে লিখবেন।

লিখেও ছিলো বড়দি। কিন্তু কৌতূহল হয় নি। জানো তো আমি লৌকিকতার ধার ধারিনে। বাবাকে মাসে একখানা চিঠি লিখি, মাস-হারার প্রাপ্তিস্বীকার করে'। মেজদির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়, কিন্তু বড়দি ব'লে যে আমার এক দিদি আছে সে কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলে থাকি।

অদ্ভুত তো!

কেন অদ্ভুত? এই তো স্বাভাবিক। শৈশবে মা-বাবা সব চেয়ে নিকট, শোরে ভাই-বোন। যৌবনে স্ত্রী সব চেয়ে নিকট, বার্দ্ধক্যে পুত্র-কন্যা। দেখোমার জীবনে বড়দির মেজদির যুগ যখন ছিলো তখন ওদের ছাড়া আমার অন্য ধ্যান ছিলো না, তা জানো?

সুরুচি দুষ্টুমি ক'রে বল্লে, তারপরে আর কারো যুগ আসেনি?

এই তো এসেছে—তোমার যুগ।

যাও! আর কারো কথা বলছি।

সুচারু একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে, তোমার কাছে লুকোবো না। এসে-ছিলো কিন্তু এমন প্রবলভাবে নয়।—সুরুচি মৌনতার দ্বারা জানবার আগ্রহ সূচনা করলে। তাই দেখে সুচারু বল্লে, দূর থেকে একবার এক জনকে ভালবেসেছিলাম! তিনি বয়সে বড়ো, তখন এম্-এ ক্লাসের ছাত্রী।

সুরুচির হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হলো। সে একহাতে বুক চেপে ধরে আর একহাতে ইঙ্গিত করে বল্লে, এইখানে বসো। দুজনে বালুর উপর বসলো।

সুচারু বল্লে, এখন মনে হচ্ছে কেমন ক'রে এত সহজে তোমাকে ভালোবাস্লুম, সু। তোমার মুখে তাঁর মুখের আদল নেই বটে, কিন্তু তাঁরই মতো তোমারও মুখে প্রজ্ঞাব্যঞ্জক আভা। তুমিও যদি এম্-এ অবধি পড়তে সুরু!

আর ও কথা ভেবে কী হবে?

কেন? এখনো তোমার বয়স আছে, সুযোগ আছে। ক্ষমতা তো তোমার আছেই।

কিচ্ছু নেই, আছে শুধু অস্তিত্ব। কিন্তু থাক্ ওকথা। কথা বলো।

বেশী নেই বল্বার। তাঁর ভাবময় রূপ আমার সঙ্গে হলো। এমন বন্ধু কেউ ছিলো না যে, কারো কাছে তাঁর ক— লো, কিন্তু পাবো—যেমন তোমার কথা বলবার জন্যে প্রবীর আছে।

প্রবীরকে আমার কথা বলবে নাকি? ছিঃ। তাহলে তা—লো। উমা প্রবীরকে মুখ দেখাতে পার্বো না

না পারলে ঘোম্টা দিয়ো। আর সে-ই বা কেন তোমার মুখ —ড়াতেও চাইবে। লক্ষ্মণের মতো সে তোমার চরণ বন্দনা করবে।

দূর!

তোমার পা কিন্তু সুন্দর নয়, সু। বুড়ো আঙুলগুলো ছোটো, কড়ে আঙুল বড়ো।

কিচ্ছু তোমার চোখ এড়ায় না গো! ধন্য তোমার চোখ!…কিন্তু বলো তোমার গল্প।

তারপর, কী বলছিলুম ! আমার তখন বন্ধু কেউ ছিলো না। অর্থাৎ ছিলো, কিন্তু প্রবীরের মতো নয়। তাদের বল্লে তারা হয় তো হাস্তো এবং রটাতো। কথাটা শেষে একদিন তাঁর কানে উঠতো। তাহলে লজ্জায় আমি মরে যেতুম।

তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিলো ?

মোটেই না। তিনি কোনোদিন আমাকে দেখেছেন কি-না সন্দেহ। দেখলে কি আমাকে চিনতে পারতেন ? ক'জন পারে ? ভাবতেন সকলের মতো আমিও একটি ছাত্র, লেখাপড়া করি, খেলাধূলায় যোগ দিই, পরীক্ষায় ভালো করলে আই-সি-এস্ কি বি-সি-এস্ হবো। এ ছাড়া আমাদের শিক্ষিতা মেয়েরা শিক্ষিত ছেলেদের সম্বন্ধে আর কী ভাবে ? তাদের সকলে
মার মতো মাসিকপত্র পড়ে দীন হীন কবিকে মন সঁপে না।—
কেন অদ্ভু
রু সুরুচির দিকে মিষ্টি করে চাইলে। সুরুচি চোখ নুইয়ে
শোরে ভা

দেোমার জী
বল্লে, তারপরে আমার তিনি মেয়ে কলেজের ফসার হয়ে
আমার অন
লে গেলেন ! আমি কতো কাঁদলুম—
সুরুচি
না বীরপুরুষ, কোনোদিন কাঁদতে:জানো না ?
এই
ন ছিলুম না। তখন থেকে হয়েছি।...তারপর তাঁকে একখানা
যাং
লখেছিলুম।

কী লিখলেন তিনি ?

লিখলেন ? আমাদের শিক্ষিতা মেয়েদের মতো ভীরু কি পৃথিবীতে আছে ; চিঠিখানা পেলেন কি-না তাই লিখলেন না।

শুক্লপক্ষের কচি জ্যোৎস্নায় সুরুচির একখানি হাত চেপে ধরে সুচারু বল্লে, তুমি কাউকে ভালোবাস্তে না ?

সুরুচি লজ্জায় আরক্ত ও সঙ্কোচে নীরব।

সুচারু সুরুচির হাতের শাঁখাটিকে চাকার মতো ঘুর-ঘুর করে ঘোরাতে লাগলো। দু-তিন বার থেমে থেমে বল্লে, বলো? সুরুচি কিছুতেই মাথা তোলে না, মুখ খোলে না। সুচারু বিরক্ত হয়ে বল্লে, তবে ওঠো ওঠো, বাড়ী ফেরা যাক্।—সুরুচি ছল্ ছল্ চোখে বিনা কথায় ক্ষমা চাইলে। কিন্তু সুচারু ক্ষমার ভাব দেখালে না। সবটা পথ নিঃশব্দে অতিবাহিত হলো। বাড়ীতে পৌছে যখন ছাড়াছাড়ির সময় এলো তখন সুরুচি শুধু বল্লে, নিষ্ঠুর!

সুচারু মনে মনে বল্লে, নেকী!

পরদিন ষ্টেশনে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই এক্সপ্রেস এসে পড়লো। প্রবীরকে বার করা কঠিন হলো না। প্রবীর বল্লে, চারুদা, এই পুরী!

এই পুরী।

বাঃ। তুমি তো বেশ মোটা হয়ে গেছো?

মিছে কথা। কই তোর সঙ্গে কী এনেছিস্? এই কুলী—

সুচারুর মতো প্রবীরেরও মনে অনেক কথা জমেছিলো, কিন্তু ট্যাক্সিতে বসে দুটো কথা বলবার আগেই ট্যাক্সি চক্রতীর্থে দাঁড়ালো। উমা ও ভোলা সদলবলে আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো, প্রবীরকে নামতে দেখে লজ্জার অভিনয় করে পলায়ন করলে। অবশ্য বাড়ীতেও খবর দেবার ত্বরা ছিলো।

বড়দিদিকে প্রণাম করতেই তিনি বল্লেন, ওঃ এই প্রবীর! এ তো বাচ্চা, এর সঙ্গে আমাদের উমার ঠিক করলে হয়।

উমা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। সুচারু বল্লে, সেটা মন্দ আইডিয়া নয়, বড়দি। অসবর্ণ বিবাহ তোমাদের দেশও চায়।

সুরুচি বল্লে, আমাদের দেশ, তোমাদের না?

আমরা কবি, আমাদের বসুধৈব কুটুম্বকম্! দু'দিন পরে আমাদের ইংরেজী অনুবাদ সুইডেনের লোকও পড়বে—কি বলিস্‌রে প্রবীর!

প্রবীর ততক্ষণে ভোলার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করছে। ভোলা ভাব্‌ছে, তাই তো, আমার সঙ্গে যেচে আলাপ কর্‌তে চায়, আমি তবে নেহাৎ ছেলেমানুষ নই!

সকলের সঙ্গে প্রবীরের সাক্ষাৎ-পরিচয় হলো, এক উমা ছাড়া। সে যে কোথায় পালিয়েছে কেউ খোঁজ খবর পেলে না, কিন্তু ছিলো সে কাছেই—একটা কপাটের আড়ালে।

খাওয়াদাওয়ার পরে দুই বন্ধুতে ঘরে খিল দিলে। সুচারু প্রবীরকে একে একে সমস্ত কথা বল্লে। প্রবীর খুসী হলো এই ভেবে যে, এই মরা দেশে একটা মৌলিক প্রেম সম্ভব হয়েছে, কিন্তু যে সব পরামর্শ দিতে লাগলো সে সব নভেলেই শোভা পায়। বল্লে, তোমরা দার্জ্জিলিং গিয়ে সেখান থেকে তিব্বতে সরে পড়ো, তিব্বতে এক স্ত্রী দুই স্বামী খুব চলে। কিন্তু পাস্‌পোর্ট? টাকা? ভাষাশিক্ষা? বন্ধুবান্ধব? তবে বর্ম্মায় চলে যাও, শরৎবাবুর অভয়া ও রোহিণীদা'র মতো, চাক্‌রী একটা জুটবেই, বাঙালীও আছে সেখানে। কিন্তু আইন? কলঙ্ক? প্রাথমিক খরচা? এমনি করে একটার পর একটা পরামর্শ যখন ফেঁসে গেলো তখন সুচারু বল্লে, শোন্ প্রবীর। তোর চেয়ে আমি ঢের বেশী প্র্যাক্‌টিক্যাল্ আইডিয়ালিষ্ট।

সুচারু বল্লে, কল্‌কাতায় তোদের বাড়ী সুরুচি উঠুক, তোর বাবা ব্রাহ্মসমাজের স্বনামধন্য নেতা, তোর মা বিদুষী।

তুমি জানো না, চারুদা। তাঁরা এ সব বিষয়ে বিষম গোঁড়া।

সুরুচি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় চাইবে।

চাইলেও পাবে না, চারুদা। কতো স্বামীত্যাগিনী মেয়ে চেয়েছে, পায়নি। স্বামীত্বের প্রেষ্টিজ্ ব্রাহ্মসমাজেও কম না।

তবে বল্‌তে হবে ব্রাহ্মসমাজ দেশের moral leadership হারিয়েছে?

বিলক্ষণ। সেই জন্যেই তো আমি নিজেকে হিন্দু বলে থাকি।

তবে কোলকাতাতেই আমরা একটা বাড়ী ভাড়া করবো, প্রবীর। আপাতত কেউ যেন না জানতে পায়। পরে আমাদের দল বাড়লে আমরা সমাজকে প্রকাশ্যে অমান্য করবো। আমরা আইন-সভায় গিয়ে নতুন আইন পাস্ করাবো, কংগ্রেসেও আমাদের লোক থাকবে। যতদুর দেখছি, কাব্য কিছু দিনের জন্যে বন্ধ রাখতে হবে, কাগজে প্রোপাগাণ্ডা করে লোকমতকে আমাদের অনুকূল করা চাই।

প্রবীর সায় দিলে। টাকার কথা উঠলে সুচারু বল্লে, বাবার কাছ থেকে মেসের ঠিকানায় যে টাকাটা পাই সেটা মেসের ঠিকানাতেই আসবে। তারপর আমি একটা লাইফ ইনশিওর‍্যান্সের এজেন্সী নেবো কিম্বা টিউশনী করবো। তাতেও যদি না কুলোয় তবে তোর কাছে কিছু প্রত্যাশা করলে অন্যায় হবে কি?

কিছুমাত্র না। তুমি আমি ভিন্ন না-কি? কমিউনিজম যদি কোনো দিন এ দেশে চলে তবে তোমার আমার নকল করে, চারুদা।—

২০

দরজার বাইরে থেকে সুরুচির গলা এলো।—কতোক্ষণ ঘুমোবেন আপনারা? চা এনেছি।

সুচারু খিল খুলে দিয়ে বল্লে, সু, তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে। রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্স। কিন্তু এ ঘরে নয়। ঝাউবন অবধি হাঁটতে পারবে?

কতোবার পেরেছি।

তবে আর দেরি না। তৈরি হয়ে এসো।

ঝাউয়ের বাগান অবধি হেঁটে তিন জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, বালুর উপর বসে পড়লো। সাম্‌নে সমুদ্র ও পিছনে ঝাউবন, চতুঃসীমানায় জনপ্রাণী ছিলো না। মানুষের অগোচরে সমুদ্রের ঢেউ তেমনি সশব্দে ভেঙে পড়ছে, তেমনি নীরবে ফিরে যাচ্ছে, রঙীন ঝিনুকে বেলাভূমি আকীর্ণ। সৌন্দর্য্য তেমনি কিম্বা ততোধিক, সাক্ষী নেই।

সুচারু বল্লে, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা—সেও শিল্পী, আমরাও। কিন্তু তারই জয় চিরন্তন। আমরা চির-পরাজিতের দলে।

প্রবীর বল্লে, আমি সবে অস্কার ওয়াইল্ডের "ইন্‌টেন্‌শন্স" পড়েছি। আমি তোমার উল্টো কথাই বলবো চারুদা। তুমি কি বলো বৌদি?

সুরুচি ঐ সম্বোধনটার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। চমকের আনন্দ চাপা দিয়ে বল্লে, আমি কী বল্‌বো, ভাই! উনি যা বলেন আমিও তাই বলি।

সুচারু বল্লে, তুই ওঁর ওকথা শুনিস্‌নে, প্রবীর। আমার সঙ্গে উনি হামেশা তর্ক করেন।

প্রবীর বল্লে, এখন তো আমি এসেছি, আমার সঙ্গে তর্ক কল্লে সঙ্গে না, বৌদি? ভাবছো কী নিয়ে তর্ক করা যায়? বাঙালীকেও তের তর্কের বিষয়বস্তু খুঁজতে হয়? শোনোনি কেশবচন্দ্র সেন একবার বিলেতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'Nothing' সম্বন্ধে?

সুরুচি নিরুত্তর হয়ে প্রবীরকে অধ্যয়ন করছিলো। সরল, নম্র, বন্ধু-বৎসল, নিরহংকার ছেলেটি। দেখতে সুচারুর মতো সুদর্শন নয়, কিন্তু ভারি চটপটে, স্মার্ট। মাল কোঁচ্চা মারা, মাদ্রাজী স্যাণ্ডাল্ পায়, খাটো টেনিসের কোর্ত্তা গায়, সদা হাস্য মুখ, ব্যাক-ব্রাশ করা, চমৎকার ছেলেটি।

প্রবীর বল্লে, বৌদি ভাই, স্তব্ধতা আমার বরদাস্ত হয় না। Say something—কিছু একটা বলো। অন্তত একটা গান শোনাও।

সুরুচি বল্লে, গান জানিনে, ভাই।

মিথ্যে ওজর। গাইতেই হবে তোমাকে—কিছু না হক্ 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'তো জানোই।

লক্ষ্মীটি মাফ করো। আমি একটিও গান শিখিনি। তবে তোমাকে একটি আবৃত্তি শোনাতে পারি।

উত্তম।

সুরুচি মুখস্থ বলে যেতে লাগলো—

আমার মনের একটি কথা
শুধু আমার জনের তরে
শুধু পরমক্ষণের তরে।
সে কথাটি কী কথা যে
আজো আমার অগোচরে।

যাহার কাছে যখনি যাই
মনকে বলি এই কি সে জন ;
এই কি তারে বলারই ক্ষণ ?
কথা আমি যতোই বলি
সেই কথাটি বলে না মন।

তাই তো ভাবি নীরব হবো
গ্রীষ্ম শেষের নীরদ যথা
সঞ্চিবো মোর মৌন-ব্যথা।
বিদ্যুতেরি ক্ষণিক দেখা'য়
বজ্র দিয়ে কইবো কথা।

প্রবীর বল্লে, বৌদি, চারুদার কবিতা তোমার মুখে [illegible] এক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে—তুমি স্রষ্টা।

সুরুচি নীরব রইলো দেখে প্রবীরের মনে [illegible] বাধলো। সুরুচি যেন প্রবীরকেই উদ্দেশ করে বল্লে যে, তার মন প্রবীরকে সাড়া দেবে না, দেবে সুচারুকে, যদি উপযুক্ত ক্ষণ আসে। সুচারুও কথা বলছে না, চুপ করে বালুর উপরকার পদচিহ্নগুলি বাঘের, না, হরিণের, তাই পরীক্ষা করছে। প্রবীরের মনে হলো তৃতীয় মানুষের উপস্থিতি এই দুটি মানুষকে পরস্পরের কাছে মন খুলতে দিচ্ছে না। ওরা প্রবীরকে লজ্জা করছে।

কিন্তু যেমন করে হোক কাজের কথা পাড়তেই হবে আজ। প্রবীর বল্লে, বৌদি, চারুদা ও আমি ভেবে ঠিক করলুম তোমাকে কোলকাতা নিয়ে যাবো।

সুরুচি চোখ তুলে বিস্ময় জ্ঞাপন করলে।

প্রবীর বল্লে, নানা কারণে কোলকাতার বাইরে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারিনে। আর আমি যদি সঙ্গে না থাকি তোমরা হাতের কাছে সহায় পাবে না।···বৌদি, চিরকাল কি তুমি এই লঙ্কাপুরীতে পড়ে থাকবে? উদ্ধার তোমাকে আমরা করবো না?···কোলকাতার অনেক ছোকরা ব্যারিষ্টারকে অমি চিনি, নিজেই আমি একদিন ব্যারিষ্টার হবো, আমার বাবার কছে একজন জুনিয়ার আছেন, তিনি আমার বন্ধু। আমরা তোমাকে *decree nisi* পাইয়ে দেবো; তারপরে তুমি স্বাধীন। তুমি কলেজে পড়বে, আমাদের আড্ডায় যোগ দেবে, ইউরোপে যাবে। তোমারও একটা ভবিষ্যৎ আছে—তুমি কেবল রান্নাঘর থেকে আঁতুড়-ঘর ও আঁতুড়ঘর থেকে রান্নাঘর করবার জন্যে জন্মাওনি, বড়ো জোর, মাসিকপত্রের কাঁদুনি কবিতা ও বিয়ের বাজারের উপদেশপূর্ণ উপন্যাস লিখে তোমার জন্ম সার্থক হবে না। এসো, নতুন দৃষ্টান্ত দেখাও, কেমন করে বাঁচতে হয়, দেশের মেয়েরা শিখুক।

সুরুচি মৃদু হেসে বল্লে, 'Nothing' সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র সেন এর বেশী কী বলেছিলেন?

প্রবীর তার একটানা বক্তৃতার পরে হাঁপ নিচ্ছিলো। সুচারু তার হয়ে বল্লে, প্রবীর যা বল্লে তা আমারও কথা, সুরুচি।

সুরুচি বল্লে, তোমরা একটা নতুন কিছু করতে চাও, তা আমার উপর দিয়ে কেন? দেশে কি আর মেয়ে নেই? ভাঙবার মতো হাঁড়ি কি হাটে একটি?

সুচারু বল্লে, প্রবীর ব্যাপারটাকে দেশের তরুণ-তরুণীদের দিক থেকে দেখছে বলে ওকথা বল্লে। হাইকোর্টে তোমার মামলা যেন একটা test case—তার মানে যাদের বিয়ে দুঃখের হয়েছে তাদের সকলের প্রতিনিধি তুমি, মুখপাত্র তুমি।

তোমাকে কে বল্লে আমার বিয়ে দুঃখের হয়েছে? হাজার হাজার মেয়ের চেয়ে আমি ভাগ্যবতী। আমার অন্নবস্ত্রের সং আছে। স্বামী অত্যন্ত ভদ্র, গায়ে হাত তোলেন না, কটুকথা এ যাবৎ বলেন নি। শাশুড়ী গায়ে ছেঁকা দেন না, চিল্‌কুঠুরিতে বন্ধ করে রাখেন না। খবরের কাগজে নির্যাতিতা নারীর যতোগুলো লক্ষণ দেখেছো কোনটাই আমার নেই।

প্রবীর অপ্রস্তুত হয়ে সুচারুর মুখে তাকালো। সুচারু অপ্রস্তুত হয়ে প্রবীরের মুখে। সুরুচি তাদের অবস্থা দেখে মুচকি হেসে বল্লে, কি গো Don Quixote, কি গো Sancho Panza, চুপ করে কেন? নির্যাতিতা নারীদের নাম ঠিকানা চাও তো একরাশ দিতে পারি। বেশী দূর যেতে হবে না, আমার বৌদি ও তাঁর বোন—

সুচারু বাধা দিয়ে বল্লে, ইয়ার্কি রাখো। বড়দি ও মেজদিকে আমি বেশ জানি।

জানো তো বলো—কেন তোমার বড়দি স্বামীর সঙ্গে থাকেন না?

সুহৃৎদা সাহেবী ষ্টাইলে থাকেন বলে।

সাহেবী ষ্টাইলে দুনিয়ায় একা তিনিই থাকেন! তোমার মেজদির স্বামীও তো মহা সাহেব, মেজদি কেন স্বামীটিকে দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছেন?

সুচারু লজ্জিত হয়ে বল্লে, আমি সমাজের কিছু জানিনে, রুচি।

তবু সমাজকে আঘাত করবার স্পর্দ্ধা রাখো! পাষাণকে লাথি মারলে পা ভেঙে যাবে না?

সুচারু অনেকক্ষণ নীরব থেকে বল্লে, প্রবীর সমাজের কথা তুলে সব গোলমাল করে দিয়েছে। আসল কথাটা ব্যক্তিগত। তোমাকে আমি চাই।

সুরুচির হৃদয়ে দোলা লাগলো।

সুচারু বল্লে, দু'দিনের জন্যে তোমার কাছ থেকে পালিয়েছিলুম। দেখলুম থাকা যায় না। এবার পণ করেছি তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে নড়বো না।

সুরুচি লজ্জায় প্রবীরের দিকে কুণ্ঠিত দৃষ্টিপাত করলে। তার রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছিলো।

সুচারু বল্লে, কোলকাতায় বাসা নিয়ে আমরা কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করবো, তার পরে প্রকাশ্যে সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ্ ঘোষণা করবো, মরি আর বাঁচি। ট্রয়-এর যুদ্ধে প্যারিস মরেছিলো। হেলেনকে তার স্বামী পুনরায় দখল করেছিলো। আমাদের বেলা দেখা যাক কী হয়!

প্রবীর বল্লে, বড়ো আফশোষের কথা, সে যুগ আর নেই। নইলে মাঝখান থেকে আমি একখানা মহাকাব্য লিখে অমর হয়ে যেতুম। যদিও কবি নই আমি, সমালোচক।

সুচারু বল্লে, সমাজ যদি বাড়াবাড়ি করে তো চলে যাবো জাপানে, কি রাশিয়ায়—a question of money বই তো নয়। অবশ্য একটা ছেলে আসছে। কিন্তু সে ছেলে তো তোমার আকাঙ্ক্ষিত নয়। তার প্রতি মমতা জন্মানো অস্বাভাবিক। তাকে তার বাবার কাছে কিম্বা কোনো আশ্রমে দিতে তোমার একটুও মন কেমন করবার কথা নয়। কি বলিস্ রে প্রবীর?

আমিও তাই বলি, চারুদা।

সুরুচি শুনছিলো কি শুনছিলো না, তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিলো না। সহসা সে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, তোমরা আমার নীচ সংশয় ক্ষমা কোরো। তোমরা যদি আমাকে পথে বসিয়ে বিদায় হও তবে আমার কী দশা হবে?—এই বলে সে দু'জনের দুই হাত ধরে তুললে। বল্লে, এসো, ফেরা যাক। সূর্য্যাস্ত দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

প্রবীর ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে পেছিয়ে পড়লো। তখন সুরুচির মুখ ফুটলো। বল্লে, তুমি আমাকে প্রজ্ঞা না বলে প্রাজ্ঞ বলতে পারতে। মানুষ দেখে প্রাজ্ঞ হয়, ঠেকে প্রাজ্ঞ হয়। আমি দেখেছি এবং ঠেকেছি।

ঠেকলে কবে বলো তো?

বছর তিনেক আগে একটি ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুতা হয়, তোমারি মতো সেও বি-এ পড়ছিলো, এমনি আদর্শবাদী। সে বল্লে, তোমাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, রুচি।

সুচারু ঈর্ষ্যা গোপন করে বল্লে, সেও তোমাকে রুচি বলে ডাকতো?

শুধু কি রুচি বলে? রাণী বলে, মণি বলে, সংস্কৃত কাব্য উজাড় করে পত্রলেখা, বাসবদত্তা, মদালসা, বসন্তসেনা বলে। তারই কাছে তো আমি সংস্কৃত শিখি—এবং তারই জন্যে।

সুচারু নার্ভাস্ হাসি হেসে বল্লে, হে হে হে! বেশ মজার কথা যাহোক!

সুরুচি কড়া সুরে বল্লে, মজার কথা?

না না না না! হে হে, হে হে! মানে, আনন্দের কথা।

আনন্দেই ছিলুম বটে—এই ভেবে যে, আমার জন্যে একটা মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলুম তাকে একটু বাধা দিয়ে পরখ করে নেবো. তাই তাকে বলেছিলুম, বি-এ পাস্‌টা অবধি সবুর করো।

পাবো না!—এই বলে তো সে দারুণ পরিশ্রম করে বি-এ'টা প
করলে, কিন্তু সে সোনার পদক পেয়েছে শুনে তার বাবার সোন
উপর লোভ বেড়ে গেলো। ছেলেটি ধনীপরিবারে বিবাহ ক
বিলেতে চলে যাবার দিন আমাকে একখানা মহাভারত লিখেছিলে
তারপরে পাছে সেখানা আমি তার বৌকে পাঠিয়ে দিই এই ভে
বিলেত থেকে চিঠি লিখে ফেরত নিলে, আমার চিঠিগুলি ফেরৎ দিয়ে।

কী ইতর! কী হেয়!

ওই বা এমন কী করেছে? ওর চেয়ে বড়ো বড়ো মহাত্ম
নিকট-সম্পর্কে আসিনি বটে, কিন্তু দূর-সম্পর্কে এসেছি। একজ
একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়ে তাকে নিয়ে
দেশে চলে গেলেন। তারপর তাকে একটি সন্তান উপহার দিয়ে লুকি
বাড়ী এসে আর একজনকে বিয়ে করে ফেল্লেন।

ওঃ এসব জানোয়ারকেও লোকে মেয়ে দেয়! আর সেই মে
বা কি করে রাজি হয় তারই মতো আর একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ দেখে?

রাজি না হয়ে কী করতে পারে সে? চিরটা কাল বাপের অন্নধ
করতে থাকবে? অত খুঁৎ খুঁৎ করলে বর জোটে না। আর এ
কাহিনী বলি। সেটি আরো চমৎকার। বাপের কন্যাদায়। মেয়ে
যার হাতে দিলেন তার আর এক স্ত্রী বর্ত্তমান, কিন্তু সে স্ত্রীকে ি
পাগল বলে বনবাসে পাঠিয়েছেন। নতুন স্ত্রীটিকে কিছুদিন
রেখেই তিনি ওয়াপস্ করলেন, বল্লেন, এ স্ত্রী অসতী। তারপর
যখন ছেলে হলো তখন বল্লেন, ও আমার ছেলে নয়, আমার মা
ছেলে।

রাস্কেল্‌টাকে গুলি করলে না কেউ? খড়্গ বাহাদুরকে খবর দিে
কেন?

তা হলে খড়্গাবাহাদুর পরশুরাম হয়ে উঠতেন, এবং বাংলা দেশ নিষ্পুরুষ হয়ে যেতো। ঘরে ঘরে নারীর অভিশাপ, ছেলেগুলো অভিশপ্ত হয়ে জন্মাচ্ছে, ঐ সব ছেলেকে নিয়ে জাতি। ..রসাতল থেকে কে এ জাতিকে টেনে তুলবে ?

প্রবীর ছুটতে ছুটতে এসে তাদের সঙ্গ নিলে। বল্লে, দেখেছো বৌদি ? দেখেছো চারুদা, what an exquisite collection ! কাল্‌কাতা নিয়ে যাবো।

সুরুচি বল্লে, উমার কাছে লাখখানেক ঝিনুক আছে, ভাই। তুমি চাইলে সে সবটা দিয়ে ফেলতে পারে, জানো ?

তাই নাকি ?

কোন্‌টা 'তাই নাকি' ? ঝিনুক থাকাটা, না, দিয়ে ফেলাটা ?

ওঃ !

ওটা কি একটা জবাব হলো ?

কোন্‌টা ?

সুরুচি হতাশার ভঙ্গী করে বল্লে, ইচ্ছে করে যদি অন্যমনস্ক হও বে তোমার সঙ্গে পেরে উঠবো না।

প্রবীর জয়ীর মতো সগর্ব্বে বল্লে, পারবে না তো ? মিথ্যে কেন গ্যাপাতে গেছলে ?

এইবার ধরা পড়েছো। ঠাকুর ঘরে কে রে ? না, আমি তো কলা খাইনি।

প্রবীর হার মেনে ছুটে এগিয়ে গেলো।

তখন সুরুচি সুচারুকে বল্লে, সব তো শুনলে এবার, বলো তোমার কী হুকুম।

স্থ, এমন সমাজে একদিনও থাকতে প্রবৃত্তি হয় না—এর হৃদয় নেই,

বিবেক নেই, দূরদৃষ্টি নেই। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অকারণে শক্তিক্ষয় করবো না আমরা। এসো আমরা এর বাইরে চলে যাই। মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টান হই।

ও কথা ভাবতে আমার গা শিউরে ওঠে।

তবে কেমন করে হবে ?

কী কেমন করে হবে ?

আমাদের বিয়ে !

সুরুচি নিজের বুকের স্পন্দন নিজের কানে শুনতে পেলে। তার মুখে কথা জুয়ালো না।

সুচারু বল্লে, তোমার যখন শুধু প্রতিজ্ঞায় আস্থা হয় না তখন প্রতিজ্ঞা ছাড়া উপায় কি ? আমি তোমাকে চাই।

সুরুচি ফস্ করে বল্লে, কেন চাও ?

সুচারু এর জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। বল্লে, ভালোবাসি বলে

কেন ভালোবাসো ? কী আছে আমার, যা অন্য কারো নেই ? সুন্দরী ও শিক্ষিতা সুপাত্রীর জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দাও। বলো তে আমিও খোঁজ করি।

এতো বড়ো জগতে অসংখ্য সুপাত্রী থাকতে পারে, কিন্তু আর এক তুমি নেই। তুমি যতোই অসুন্দর যতোই অশিক্ষিত হও না কেন তু আমার জন। অপরে অন্যের।

ওগো এখনো তার পরীক্ষা হয় নি। তোমার জন্যে আমি তপ করিনি, আমার জন্যে তোমারও তপস্যা বাকী। হঠাৎ ভালো এক কথা, বহু কষ্টে নিজের করা আর এক কথা।

তবে তুমি আমাকে বাজিয়ে নাও, সু। হার্কিউলিস-এর ম দুঃসাধ্য ব্রত দাও। বিনা পরীক্ষায় বাতিল কোরো না, সু।

প্রবীর এক জায়গায় বসে অপেক্ষা করছিলো। এক পাশ থেকে লাফ দিয়ে এসে সুচারু ও সুরুচিকে চমকে দিলে।

সুরুচি বল্লে, উমা সেদিন বাঘ শীকারে যাবে বলছিলো। ভুল করে কোন দিন ঠাকুরপোকে শীকার না করে বসে!··

কেন তুমি বার বার উমার নাম করছো, বৌদি? সে বেচারি শুনলে কী ভাববে!

এখন থেকেই এতো দরদ! 'বেচারি!

দরদ, না, ছাই! একটা সদ্যোজাত শিশু, তার প্রতি আবার দরদ!

ওমা, উমা যে দশ পেরিয়ে এগারোয় পা দেবে! ও বয়সে তুমি

সুরু৷৹ ত শিশু ছিলে না কি, ঠাকুরপো?

চাইলে 'হার মানতেই হলো তোমার কাছে। বৃথা আমার নাম প্রবীর।

তাই নাকি 'খন মানলে তখন একটি কথা আমার রাখবে?

কোন্‌টা 'খবো।

না শুনেই বল্লে রাখবো? যদি বলি উমাকে বিয়ে করো, করবে?

আমি জানি তুমি অন্যায্য কথা বলবে না, বৌদি।

এতো বিশ্বাস?

এতো বিশ্বাস।

বে তবে শোনো। সকলের সামনে তুমি আমাকে বৌদি বলে ডেকো

তুমি বড়ো, না, ছোটো?

ম্যা আমার বয়স উনিশ।

'তবে বড়ো। তবু দিদি বলে ডেকো, আমাকে দিদি বলে ডাকবার কেউ নেই।

তা হলে আমি সব সময় দিদি বলেই ডাকবো। নইলে ওলট পালট

াবে

সু,

সুচারু, সুরুচি ও প্রবীর বাড়ী ফিরে এলো। রাত্রে রান্না ঘরে প্রবীরকে ডাক পড়লো। প্রবীর গিয়ে দেখে উমা সুরুচির হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না বলে কাঁদবার উপক্রম করছে। সুরুচি তাদের পরিচয় করিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো দু'জনায় দু'শো বছরের আলাপ। উমা বলছে, এসো না প্রবীর, তোমাকে অনেক ঝিনুক দেবো।

প্রবীর বলছে, তোমার জন্যে কোলকাতা থেকে কী পাঠাতে হবে বলো তো? Pekinese কুকুর ভালোবাসো? চীনদেশের কুকুর, ক্ষুদে ক্ষুদে।

কুকুর? কুকুর আমি আর পুষবো না, প্রিতিজ্ঞে করেছি! ঠাকুমার ঠাকুরঘরে ঢোকে, ঠাকুমা রাগ করে লুকিয়ে বিলিয়ে দেয়। একটা হরিণ পেলে পুষি। কী সুন্দর তার শিং! আ-হা!

হরিণ সম্বন্ধে প্রবীর চট্ করে কথা দিতে পারলে না। উমার সঙ্গে তার ঝিনুকের মিউজিয়াম দেখতে গেলো।

পরদিন দু'পুর বেলা প্রবীর ও সুচারু শুয়ে শুয়ে সাহিত্যিক বচসা করছে এমন সময় দরজায় কাঁকন বেজে উঠলো। সুরুচি বল্লে, আস্‌তে পারি?

প্রবীর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

সুরুচি ধপ্ করে মেজেতে বসে পড়ে বল্লে, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। আমার শাশুড়ী আজ চিঠি লিখেছেন আমার স্বামী মাসখানেকের মধ্যে আমাকে নিতে আসছেন।

সুচারু বিস্মিত হয়ে বল্লে, হঠাৎ?

হঠাৎ নয়। কিছু দিন থেকে কথা চলছিলো। আমাদের আশা ছিলো আমি মাস দশেক এইখানেই থাকবার অনুমতি পাবো। কিন্তু শাশুড়ী লিখছেন, তাঁর প্রথম নাতি, কোলকাতার মতো ডাক্তার ধাত্রী খানে পাওয়া যাবে না। কোলকাতায় যেতেই যদি হয় দেরি না ক ভালো, দরি করলে রেলে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

এখন তোমরা কী ব্যবস্থা করতে চাও, করো। সতীনের সঙ্গে ঘর করতে আমি পারবো না।

হুঁঃ!

সুচারুর ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করে, সতীন বলছো কাকে? স্বামীকে খন পর ভাবো তখন তাঁর প্রেমিকা তো সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়া। কে না —তার উপর রাগ কিসের? তবে কি স্বামীকে স্বামী ও সেই য়েটিকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবো? তাই যদি হয় তবে আমাদের কাছে সছো কেন?

সুরুচি বল্লে, কী ভাবছো ? প্রথম ধাক্কাতেই পেছপাও ? এই করেই তোমরা আমায় উদ্ধার করবে ?

আমরা তো তৈরিই আছি, সু। তুমি যেদিন বলবে সেই দিন তোমাকে নিয়ে যাবো।

শুধু নিয়ে গেলে তো চলবে না ? কোথায় নিয়ে যাবে, কেমন করে পুষবে, কতো কাল পুষবে, যিনি আসছেন তাঁর জন্যে কী বন্দোবস্ত করবে, তারপর তোমার প্রতিজ্ঞা যদি ভুলে যাও তবে আমার—বা আমাদের—কী উপায় হবে, এক এক করে বলো দেখি আমাকে।

পথ আমাদের পথ দেখাবে। আগে থেকে কেমন করে দেখবো ?

ওসব কাব্যি করা ছাড়ো। এতো দিন ধরে মন্ত্র দিয়ে এসেছো, এখন মন্ত্রের সাধন বা শরীরের পাতন। আমার দায় যদি না নিতে পারো তবে আমাকে ভজালে কেন, মজালে কেন ?

সু, তুমি বড়ো ইতরের মতো কথা বলছো।

আস্তে। ঘরে মানুষ আছে। আমার আজ মাথা ঘুরছে, কটু কথা বলে বসি তো ক্ষমা কোরো। প্রবীর, তোমার দিদির বিপদে তুমি কী করতে পারো, সত্যি বলো।

আমি দু'টি কাজ করতে পারি, দিদি। এক, গতর খাটানো। আর টাকা জোগানো।

দীর্ঘজীবী হও। এবার তুমি বলো, তুমি কী করতে পারো এবং কী করতে পারো না।

আমি সর্ব্বস্ব পণ করতে পারি, সু।

আবার কাব্যি ? প্রবীরের মতো হিসাব করে বলো।

সুচারু একটু সময় নিয়ে বল্লে, আমি তোমার জন্যে একটা বা-

ভাড়া করতে পারি, নিজের জন্যে একটা এজেন্সি জোগাড় করতে পারি, তোমার শিশুর জন্যে ডাক্তার ও ধাত্রী ডাকতে পারি।

বেশ। অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে একটা জীবিকা শিখিয়ে দিতে পারো, যাতে চিরদিন তোমার গলগ্রহ না হতে হয়?

সুচারু অভিমান করে বল্লে, এতো যদি অবিশ্বাস তবে কোনো কালেই গলগ্রহ হোয়ো না।

ওগো, অভিমানের সময় এ নয়। তোমার বিপদ আছে আপদ আছে, অসুখ আছে বিসুখ আছে, নিজের পা'য় দাঁড়ানোর কথা তুমিই সেদিন বলছিলে। পরগাঁছাকে ঘৃণা করো না তুমি?

বলেছিলুম বটে ও কথা। কিন্তু তুমি আমি অভিন্ন। একজন উপার্জ্জন করলেই দু'জনের উপার্জ্জন করা হয়। আমি খেটে আসবো, তুমি আমার গায়ের ঘাম মুছে দেবে—এই তো সুন্দর।

ওগো আমার মিনতি শোনো। কাব্য আজ নয়। আর এক [illegible]ন। আজ আমরা তিন জন পাকা ব্যবসাদার, ওজন করে কথা বলবো [illegible]ং কথায় যা বলবো কাজে তাই করবো।

আচ্ছা তুমি দর্জ্জি কিম্বা দপ্তরী হবে। আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীও [illegible]তে পার একদিন।

সুরুচি বল্লে, বাঁচালে। প্রবীর, তুমি দু'মিনিটের জন্যে একবার [illegible]াইরে যাবে কি, ভাই? মাফ কোরো, করবে তো তোমার দিদিকে?

প্রবীর বাইরে গেলে সুরুচি সুচারুর কানে কানে বল্লে, একটা কঠিন [illegible]পথ করবে?

কী শপথ?

যতো দিন না আমাকে আইন অনুসারে বিয়ে করছো ততোদিন [illegible]ামাকে শয্যায় ডাকবে না।

এই ? তা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারো।

তুমি মহান্, তুমি দেবতা। ··· প্রবীর, এসো।

প্রবীর এসে দেখলে স্থরুচির চোখে দুই বিন্দু জল। কিন্তু মু
হাসি।

স্থরুচি বল্লে, আজ সন্ধ্যায় আমি মন্দিরে যাচ্ছি। প্রত্যেক ঠাকুরে
তোমাদের মঙ্গলের জন্যে দুটি করে দীপ জ্বালাবো। তোম
আমাকে নরক এড়াবার উপায় করে দিলে।

বড়দিদির কাছে গিয়ে সুচারু বল্লে, বড়দি, কাল আমরা কোলকাতা যাচ্ছি।

কোলকাতা! এখন তো তোর ছুটি চলছে!

ছুটি তো সারা জীবন। বি-এ'র পরে আর নাও পড়তে পারি। আপাতত একটা চাকরির আশা দেখছি, দেরি করে খোয়াতে চাইনে।

তুই এম্-এ পাস্ করে হাইকোর্টের উকীল হবি, দুই বোনের এক ভাই, আমাদের কতো আশা ছিলো! চাকরি করতে চাস্ কোন্ দুঃখে?

আর ভালো লাগে না পড়তে। পরীক্ষা দিতে দিতে অর্দ্ধেক জীবন কাটলো, এবার জীবনের পরীক্ষায় কী হয় দেখা যাক।

কাল যাচ্ছিস্? আবার কবে আসবি?

তার কি ঠিক আছে, বড়দি?

বিনয়বাবু কথাটা শুনে দুঃখ করলেন।—ক'টা দিনের জন্যে এলে বাবাজী! শুধু যাওয়া শুধু আসা! কেন যে জীব দু'দিনের জন্যে বাঁধা পড়তে আসে, বেঁধে রেখে যায়!

চিরদিন থাকাও তো সুন্দর নয়, বিনয়বাবু! গতি আছে বলেই তো জগৎ আছে। নইলে এতো ঋতু থাকতো না, এতো ঢেউ উঠতো না, ন করে বাতাস ছুটতো না। সেই অসহ্য গুমোট, নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, ঋতু-ব্যহীন পৃথিবী স্বয়ং বিধাতাকেই কষ্ট দিতো।

সে কথাও ঠিক বটে, বাবা। তবু বেদান্ত যা বলে তাও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনে। শঙ্কর বলেছেন—

সুচারু তাঁর কাছ থেকে সরে পড়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলো। তিনি খবরটা শুনে অতিরিক্ত আক্ষেপ জানালেন।—আহা, ক'টা দিনের জন্যে এলে! সোনার চাঁদ ছেলে! যেমন সৎ চরিত্র তেমনি মধুর স্বভাব! ছেলে হয় তো এমনি ছেলে হয়! আবার কবে দেখবো, বাবা! বুড়ো মানুষ আজ মরি কি কাল মরি। আহা! রাজা হও, রাজকন্যে ঘরে আনো, চির-পরমায়ু হোক্।

সুচারু বেশ বুঝলে তিনি তাকে আটকাতে ততোটা ব্যগ্র নন্ যতোটা তাকে বিদায় দিতে। তবু তার নিজেরই শাশুড়ী তো! কেমন করে দোষ ধরে! বরঞ্চ তাঁর সকল দোষের জন্যে সেও এক হিসাবে দায়ী। সে তো সুরুচির থেকে ভিন্ন নয়। এক পরিবারের প্রত্যেকেই যে অপর সকলের দোষ-গুণের জন্যে দায়ী। সুরুচির দায়িত্ব সুচারুরও দায়িত্ব। সুরুচির মা তারও মা, সুরুচির বাবা তারও বাবা, সুরুচির দাদা তারও দাদা—এই আনন্দে সে এ পরিবারের সবাইকে পরম মমতার সহিত নিজের করে নিলে। এই নতুন সম্বন্ধের মধ্যে এতো রস আছে, একথা সে আগে কল্পনা করতে পারে নি। বিনয়বাবুকে এইমাত্র সে 'বিনয়বাবু' বলে এসেছে; 'বাবা' বল্লে কতো মধুর হতো! তার মা নেই, সুরুচির মা'কে সে 'মা গো' বলে কী পরিতৃপ্তি পেতো! নাই বা ওঁরা জানলেন কেন হঠাৎ এতো মমতা, সুচারুর নিজের প্রেম যে বিস্তৃতি পেতো প্রেমাস্পদের জগৎকে প্রেমিকের জগৎ করে। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের থেকে সুচারুর দিগ্বিজয় কম কিসে?

সুচারু সুরুচিকে খুঁজে নিলে। বল্লে, সু কাল থেকে বৃহত্তর জীবন; যেমন তার দায়িত্ব তেমনি তার আনন্দ। আমি এক সময় ভাবতুম

স্বপ্নেই সুখ, বাস্তবে নেই। ক্রমে ক্রমে দেখছি বাস্তবে সুখ, স্বপ্নে নেই। এই বেখাপ, বিশ্রী, বিপদসঙ্কুল জগৎ আমার কাছে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর ঠেকছে, সু। অপ্রিয় মানুষদের এতো আপনার মনে হচ্ছে, বিদ্রোহ আমি কার বিরুদ্ধে করবো? সমাজ তো আমি ও আমার।

সুরুচি বল্লে, আমি কিন্তু দু'চোখে অন্ধকার দেখছি। সবাই বলবে কুলত্যাগিনী, মা বাবা অপমানে মরে যাবে। তোমাকে ভেলা করে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলুম, তুমি ডুবরে কি ফস্কে যাবে ভগবান জানেন।

সু, সেই তো জীবন। কোটী কোটী নারী গোরুর মতো এক গোয়াল থেকে আর এক গোয়ালে যাচ্ছে, বছর বছর গো-পাল সৃষ্টি করছে, তাদের দেহে আলো-হাওয়া লাগলো না, মনে সাহস জাগলো না। অমন বাঁচাতে জীবন নেই, সু,—জীবন আছে বিরাট একটা শক্তিপরীক্ষায়।

আমি বড়ো দুর্ব্বল। আমার কী যে ভয় করছে কেমন করে তোমাকে বোঝাবো।—

সুরুচি সুচারুর বুকে অনেকক্ষণ মুখ লুকিয়ে কাঁদলে। সুচারু তার চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিতে থাকলো। ভগবানকে তার ঘন ঘন মনে পড়ছিলো।

কোলকাতায় সুচারু তাঁর এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মেসে অতিথি হলো। বল্লে, বিমলদা, একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারো ?

বিমলদা ভাবলেন এটা একটা রসিকতা। বড়লোকের ছেলে গরীব কেরানীকে বলে কি-না চাকরী জুটিয়ে দিতে পারো ? বিমলদা আপন মনে হাসলেন।

সত্যি বিমলদা, সিরিয়াসলী বলছি। আমার বড়ো দরকার। বেশী নয়, আশী টাকাতেই আমি রাজি।

বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ ?

নিশ্চয় না।

তাঁর উপর কোনো কারণে অভিমান জেগেছে ?

না, না, না! কিন্তু সব কথা এখনকার মতো নাই বা জানলে বিমলদা, এক দিন তো জানবে। চাকরীটি করে দাও।

বিমলদা হো হো করে হেসে উঠলেন।—খাসা মুরুব্বি পাকড়েছিস্ চারু। আমার যা অবস্থা! ঐ যে কী বলে, আপনি খেতে পায় না শঙ্করাকে ডাকে। [illegible]—তিনি কি বিনা তপস্থায় মেলেন! বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা।

বিমলদা তেলটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন, নে, মেখে নে। আগে স্নানটান করে সুস্থ হ', কাল সারারাত ট্রেণে কেটেছে।

স্নান করতে করতে বিমলদা বল্লেন, ঐ যে তেল মাখলি, ঐ জিনিষটি হলো চাকরীর মূলধন। তোর হাজার বিদ্যে থাক্, বুদ্ধি থাক্, যোগ্যতা থাক. ওসব কোনো কাজে লাগবে না। বুঝলি ? ঐ তেল মালিশ

করার আর্টটি জানা চাই। কতো গোরু প্রোফেসারী করে খাচ্ছে। কেন? কারণ, কেউ শ্বশুর নির্ব্বাচন করে নৃতত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে, কেউ দু'বেলা বাজার করে দিয়েছে, কেউ বিনা পয়সায় ছেলে পড়িয়েছে। সর্ব্বত্র এই ব্যাপার। কেউ ঢাক পিটিয়ে চেঁচায় অমুক বোস কী জয়। অতএব দাও ওকে কর্পোরেশনের একটা কিছু করে!

সুচারুর ক্রোধে বাগরোধ হয়েছিলো। দিনে দুপুরে ডাকাতি চলছে। বিমলদার মতো লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চবাচ্য করছে না। দিব্যি খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে ও বংশ বৃদ্ধি করছে। অম্লানবদনে তেলের গুণগান করছে।

বিমলদা খেতে খেতে তাকে অনেক খাঁটি কথা বল্লেন, বি-এ'টা পাসও করিস্নি, না জানিস্ শর্টহ্যাণ্ড, না জানিস্ টাইপরাইটিং। তোর চেয়ে কোয়ালিফায়েড তেরো জন ভদ্রলোকের ছেলে এই মেসে বেকার বসে রয়েছে ও বাকী সতেরো জনের সৌজন্যে চারটি খেয়ে বাঁচছে। চাকরী? চাকরী কি মুখের কথা? অমনি বল্লেই হলো? তোর জুতোর তলা ক্ষয়ে তোর পা মাটিতে ঠেকুক্, তেতালার স্বপ্নলোক থেকে বাস্তবের মাটীতে নেমে আয়, তবে জুটবে চাকরী, তবে জুটবে এই জলবত্তরল ডাল ও এই মাছের-গন্ধ-সর্ব্বস্ব মাছের ঝোল। ওহে ঠাকুর, এই বাবুর পাতে একখানা ভাজা মাছ দিতে পারো?

সুচারুর মুখে কিছু রুচ্ ছিলো না। সুরুচির রান্না যে খেয়েছে সে কখনো মেসের রান্না বরদাস্ত করতে পারে? সে বল্লে, থাক্। আমার ক্ষিদে নেই।

বিমলদা বল্লেন, হবে, হবে, ক্রমশ ক্ষিদে হবে। ক্ষিদের চোটে বেরালে লোহা খায় শুনেছি। তাই খেয়ে বিয়ে করতে হবে, সংসার করতে হবে, কুলধর্ম্ম রক্ষা করতে হবে, পিতৃপুরুষের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে। এসব যে না পারে সে অমানুষ, সে কাপুরুষ।

বিমলদার আপিসের বেলা হয়েছিলো, তিনি আর বিলম্ব করলেন না। সুচারু তাঁর সীটে কিছুক্ষণ ঘুমবার চেষ্টা করলো। কাল দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় নি। আজও হলো না। কাল তবু দুশ্চিন্তার সঙ্গে ছিলো এক প্রকার উত্তেজনা। সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, সঙ্গে প্রেয়সী নারী, প্রতাপ ও শৈবলিনীর মতো সাঁতার দেবে। আজ কিন্তু বিমলদার বক্তৃতা শুনে বিশেষ আশা ভরসা বাকী নেই। তৈল-প্রয়োগ তাকে দিয়ে হবে না। জীবনের রাজপথে সে খালি পায়ে হেঁটে যতদূর পারে চলবে, কিন্তু তৈলের বাষ্প দিয়ে মোটর হাঁকাতে পারবে না।

রেলিং-দেওয়া বারান্দায় বসে রাস্তার দৃশ্য দেখবার খেয়াল হলো তার।

সহস্র লোক আসা-যাওয়া করছে। ট্রামের ঠন্ ঠন্, মোটরের ভোঁ ভোঁ, রিকৃশ'র টিন্ টিন্, ফিরিওয়ালা'র ডাক। ছোট খুকী কুল্পি বরফ কিনছে। শনিবারের ছুটী, ছোট খোকারা একবার এদিক একবার ওদিক ঘেঁষে এঁকে বেঁকে চলেছে। বুড়ী ঝি। বুড়ো ভিখিরী। একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। লোকের ভিড়। পুলিশ ম্যান। আমার ব্রিগেড্ বোঁ করে এই পথ দিয়ে ছুটে গেলো বিপুল বৃংহিতের দল।—সবাই তাকে পথ ছেড়ে দিলে, পথ করে দিলে।

এই তো জীবন। এতে সহস্রের ভিড়, তবু মানুষের মতো মানুষ? সবাই পথ ছেড়ে দেয়, পথ করে দেয়। দুর্ভাবনা আমার নয়, দুর্ভাবনা তাদেরি—যারা আমার পথরোধ করতে উদ্যত হবে। ঐ যে পঙ্গু ভিক্ষুক ওরও নিস্তার নেই, আমার সম্মুখে দাঁড়ালে ওর মরণ ধ্রুব। ওই বুঝি আমাদের সমাজের প্রতীক?

সুচারুর সাহস ফিরে এলো। ঐ পঙ্গু, ওরও কত ভাবনা। ঐ সব

শ্রমক্লান্ত মুটে, ছাতু ও জল মেখে খাচ্ছে রাস্তার একধারে বসে। ওদেরও কত ভাবনা। বিমলদার মতো কেরানীরা। ওদের কারুর উপর ষষ্ঠীর কৃপা কম নয়। দু'একটি বিধবা বোন গলায় বাঁধা। বছরে দশ বার ফাইন, দু' বার সস্‌পেন্সন, একবার ডিস্‌মিস্ হওয়া বা রিট্রেঞ্চমেণ্টে কাটা পড়া। ওদের কত ভাবনা। তবু ওরা ছ'মাস বেকার বসে আবার চাকরী জোটায়, তেল খরচ করেই হোক বা নেহাৎ অদৃষ্টগুণেই হোক। বেঁচে থাকা চাই-ই। জীবনের দাবী সকলের বড় দাবী। তার জন্যে তৈল ব্যবহার তো খুব বেশী দোষের নয়। অবস্থা সঙীন হলে সিঁদকাটি ব্যবহার করাও সঙ্গত।

তেতালা থেকে নেমে গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। আমি তোমাদের কারুর থেকে বড়ো নই, ভাই। এতদিন দূরে দূরে থেকেছি বলে আমাকে দূর ভেবো না। এখন থেকে তোমাদের মতো আমারও একটি প্রিয়জন আছে। তোমরাও যেমন প্রিয়জনেরই জন্যে ধূলায় নেমেছো আমিও তেমনি নামলুম। সেই পঙ্গু, তারও কেউ আছে। নইলে সে বাঁচতে চাইতো না। শুধু নিজের জন্যে কে-ই বা কষ্ট চায়? মরণ তো সুখের। একলা মানুষের মৃত্যুভয় নেই। ওহে ঠ নেই বলেই জীবনে প্রেম নেই। একলা মানুষ রাস্তায় নামে সে গুহায় বসে তপস্যা করে। আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের কত দায়িত্ব, আমাদের স্ত্রীপুত্র আমাদের কষ্টের অন্ন ও স্নেহের চুমা না পেলে বাঁচে না। আমরা দায়ে ঠেকে দু'দশটা অন্যায় করি, দু'দশটা মিথ্যে বলি, দু'দশবাটি তেল ঢালি। আমাদের এ ভালোমন্দের সংসার, ভালোমন্দের সমাজ, কে এমন আছে যে সকলের প্রতি অবজ্ঞা-পরবশ হয়ে উদাসীন রইবে?

সুচারু ঘুমিয়ে পড়লো।

কখন থেকে প্রবীর তার ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষায় বসে আছে।—কি চারুদা, এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠলে? বেশ বেশ! যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। এমনি করেই তুমি চাকরী পাবে?

সুচারু আড়ামোড়া ভাঙছিলো। একটা হাই তুলে খানিক বাদে বল্লে, চাক্‌রী আমি যেমন করে হোক্ পাবোই, প্রবীর।

তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম দিচ্ছো? দিদির প্রতি এই তোমার দায়িত্ব?

আমার দায়িত্ব আমি ভুলে যাইনি, ভাই। কাল যখন তুই আরাম করে নাক ডাকাচ্ছিলি—

মিথ্যে কথা।

নাক ডাকাচ্ছিলি বল্লে ঠিক বর্ণনাটি হয় না। শাঁখ বাজাচ্ছিলি।

বাজে কথা।

তা হোক্, তুই যখন নিঃশব্দে নিদ্রা দিচ্ছিলি তখন আমি আমার দায়িত্বের কথা জপ করছিলুম। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ তুললে।—সুচারুর কথা ও চোখ জড়িয়ে যাচ্ছিলো।

প্রবীর বল্লে, আর ঘুম না। ওঠো। কী কী তোমার জিনিষ? বিছানাটা বাঁধো।

সুচারু বুঝতে পারছিলো না।

প্রবীর বল্লে, আজ থেকে আমাদের ওখানে থাকবে যতোদিন না দিদিকে আনছো। তোমার একটা টিউশনী জোগাড় করেছি।

আমাদেরি ওখানে। আমারি একটি বোন আসছে বারে ম্যাট্রিক দিচ্ছে। তোমাকে আগে থেকে warn করে দিচ্ছি ওর মাথায় পঞ্চ গব্যের একটা গব্য আছে। আমাকে পরে দোষ দিয়ো না যেন।

সুচারু হেসে বল্লে, আচ্ছা।

প্রবীর বল্লে, তাকে আমার পুরো দু' ঘণ্টা লাগ্‌লো convinced করতে যে তার একটি মাষ্টারের প্রয়োজন এবং মাষ্টার আমার হাতেই আছে। সে বলে, স্কলারশিপ তো আমার পাওনা, আমি পাবোই। মাঝখান থেকে মাষ্টার পাবে ক্রেডিট। আমি বল্লুম, থার্ড ডিভিজন তোমার কপালে আছে, কপালের লিখন কে খণ্ডাবে? মাঝখান থেকে মাষ্টার বেচারার হবে বদনাম। তবু তার টাকার দরকার সে বদনাম কিনতে রাজি আছে।

সুচারু বল্লে, তার পরে?

প্রবীর বল্লে, তারপরে তাকে মা'র কাছে ধরে নিয়ে গেলুম। মা তোমার নাম আগেই শুনেছেন। বল্লেন, তুমি আজকেই ওকে এবাড়ীতে নিয়ে এসো। ওর ইচ্ছা হয় টিউশনী করবে, না হয় না করবে। কিন্তু টাকার জন্যে তোমার বন্ধুকে ভাবনা করতে হবে না।

সুচারু বল্লে, এমন মা'র সঙ্গে এত দিন আমাকে আলাপ করিয়ে দিস্‌নি?

প্রবীর আফশোষ জানালে।

প্রবীরদের বাড়ী সুচারু একটি সাজানো ঘর পেলে। প্রবীর তাকে বাড়ীর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।

প্রবীরের মা বল্লেন, এসো বাবা এসো। তোমার নাম প্রবীরের মুখে এতো বার শুনেছি যে, তুমি আমার কাছে আমাদেরি একজন হয়ে রয়েছো। আমার আর একটি ছেলে। হাঁ বাবা, তোমার মা আছেন?

সুচারু বল্লে, না মা।

আহা, মা-মরা ছেলে। তাই এমন রুক্ষ চেহারা। মেসে কি কেউ আপনার লোক আছে যে রেঁধে খাওয়াবে? এ বাড়ীতে তোমার কোনো অসুবিধে হলে বোলো বাবা, লজ্জা কোরো না। বাড়ীর ছেলে তুমি।

মহিলাটি অতীব সরল এবং অমায়িক। এতো বড়ো ব্যারিষ্টারের স্ত্রী বলে মনে তাঁর অহঙ্কার নেই। একখানা সাধারণ শাড়ী পরে এক জোড়া চটি পায়ে দিয়ে যাবতীয় গৃহকর্ম্ম পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। চাকরকে এখানটা ঝাড়তে বলেন, ঝিকে ওখানটা মুছতে বলেন, বাবুর্চির কাজ কেড়ে নিয়ে নিজে রাঁধেন। একদিনের মধ্যেই জেনে নিলেন সুচারু কী কী খেতে ভালোবাসে। বড়ি খেতে ভালোবাসে? বেশ, বড়ি দিয়ে তার জন্যে রান্না হবে। বেগুনপোড়া ভালোবাসে? ও মা, আমার সুধীরাও যে বেগুনপোড়ার যম। বেশ, বেগুনপোড়ার আয়োজন হবে। কাসুন্দি ভালোবাসে? কাসুন্দি কোথায় পাই? মিসেস বোস্ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

প্রবীরের বাবা মিষ্টার বোস্ কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, আফিস-ঘরে বা পড়ার ঘরে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর খাবার পড়ার ঘরেই দেওয়া হয়, তবে কোনো কোনো দিন তিনি সকলের সঙ্গে খেতে বসেন। খেতে বসেন, কিন্তু কথাটি বলেন না, তাঁর চিন্তার ব্যাঘাত হবে বলে কেউ টুঁ শব্দটি করে না। সে এক শাস্তি।

মিষ্টার বোস্ তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো অতি ধীরে ধীরে বল্লেন, So you are সুচারু?

সুচারু সসম্ভ্রমে বল্লে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এরপর তিনি আর কিছু বলবেন ভেবে সবাই কান পেতে রইলো,

প্রবীরই জ্যেষ্ঠ। তার নীচে দুটি বোন একটি ভাই। সুধীরা, সুবীর, অমিতা। অমিতা পিতার প্রিয়পাত্রী। একমাত্র তারই সঙ্গে পিতা হেসে কথা কন্। একমাত্র সে-ই সাহসপূর্ব্বক পিতার ঘরে যেতে পারে। তাই তাকে দিয়েই সকলে আবেদন-নিবেদন পাঠায়। তাকে উত্ত্যক্ত করতে কেউ সাহস করে না, যদিও সুবীরের অন্য উচ্চাভিলাষ নেই।

সুবীর তার বছর দুইয়ের বড়ো। সুবীর ও অমিতাকে প্রবীর ও সুধীরা বলে সেকেণ্ড জেনারেশন। যেহেতু তাদের জন্মের ও এদের জন্মের মাঝখানে দশ বছর ব্যবধান।

সেকেণ্ড জেনারেশনের নেতা সুচারুর কানে চুপি চুপি বল্লে, ঘুড়ি ওড়াতে জানেন? আমার বারোটা ঘুড়ি আছে। ওকে বলবেন না, খবরদার। ও সঙ্গে যেতে চাইবে। ছেলেমানুষ, ছাত থেকে পড়ে চিৎপটাং হলে শেষকালে বকুনি খেতে হবে আমাদের।

দুজনে লুকিয়ে ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়ায়। কিন্তু সুচারু এবিষয়ে আনাড়ি। সুবীর অধৈর্য্য হয় বলে, গেলো, গেলো ঘুড়িটার মাথা ঘুরে। এইবার ঢুঁ মারতে মারতে অক্কা পাবে। দিন, দিন আমাকে লাটাইটা। সাবাস, আরো সুতো ছাড়ুন, আরো।

সুবীর সভয়ে দেখলে অমিতা কখন ছাতে উঠে গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে। সুচারু না থাকলে ছোড়দাকে কটাক্ষে শাসাতো। বোধ হয় চুপচাপ নেমে গিয়ে মাকে বলে দেবার মৎলব আঁটছে। সুবীর বিরক্তি পরিপাক করে বল্লে, আয় না ভাই অমিতা, এই সুতোগুলো জট পাকিয়ে গেছে, খুলে দে।

অমিতা খুসী হয়ে এগিয়ে এলো। কিন্তু শিবের অসাধ্য কাজ সে কি পারে? সুচারু বল্লে, কি ভাই, পারছো না? আমি হেল্প করবো?

অমিতা লজ্জায় ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

ফুট ফুটে সুন্দর মেয়েটি। [illegible]

কোঁকড়া চুল তার মাথায়। ছোট্ট একখানি ফ্রকে তার হাঁটু ঢাকে না। সে যখন চটি ফট্ ফট্ করতে করতে হাঁটে তখন মনে হয় সে যেন চটিকে ফুটবল করে খেলা করছে। তার বাবার মতো মৌনব্রতী। সুচারু চেষ্টা করে দেখলে তাকে কথা কওয়ানো শক্ত।

আর সুধীরা?

সুধীরা সুচারুকে একটি নমস্কার করে বল্লে, আপনার লেখা পড়েছি।

সুচারু ভদ্রতার খাতিরে বল্লে, আমার সৌভাগ্য।

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। তার আচরণে অনাবশ্যক লজ্জা সংকোচ গাম্ভীর্য্য বা আড়ষ্টতা নেই। এই সমাজের মেয়েদের কৃত্রিমতার সম্বন্ধে সুচারু যা শুনেছিলো সুধীরাকে দেখে তা অত্যুক্তি বলে মনে হলো। বেশ সপ্রতিভ, অথচ গায়ে পড়ে বাজে প্রশ্ন করে না, চোখে আঙুল দিয়ে নিজের গুণাবলী জাহির করে না। বরঞ্চ সুচারুরই প্রশংসায় বলে, আপনার অনেক কবিতা আমার মুখস্থ আছে।

সুচারু আশ্চর্য্য হয়ে বলে, সত্যি?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে সুধীরা বলে, একদিন শুনবেন।

শ্যামবর্ণা ষোড়শী। এলোচুলে পিঠ ছাওয়া। গালের অনুপাতে নাক উঁচু। চোখ স্বভাবত ঈষৎ নিমীলিত। ভুরুতে ও ঠোঁটে কী এক বৈশিষ্ট্য আছে যা থেকে মনে হয় এ মেয়ে কোন অতলে বাস করে, একে ধরবার ছোঁবার জো নেই। রোগা গড়ন। পরিচ্ছন্ন বেশ।

তার সঙ্গে গভীরভাবে আলাপ করবার ইচ্ছা সুচারুকে পেয়ে বসলো। তাকে বলতে হবে সুরুচির কথা, সুরুচির সমস্যা, সুচারুর দায়িত্ব, সুচারুর সংকল্প। দেখি সে কী মত দেয়। অনুকূল কি প্রতিকূল। সুচারু যে ভাবে সমাজকে আঘাত করতে যাচ্ছে সেটা সময় সময় তার নিজেরি অন্তরের সায় পাচ্ছে না। অন্যের কাছে যদি কিছু পরিমাণে moral support পায় তবে তার দ্বিধা দূর হয়।

দিন কয়েক পরে পড়াশুনার ফাঁকে আলাপ পরিচয় যখন সহজ হয়ে এলো তখন সুচারু বল্লে, আমাদের সমাজ সম্বন্ধে তোমাদের সমাজের মাথাব্যথা হয় তো নেই, তবু আমাদের সমাজের একটি দুঃখের কাহিনী তোমাকে বলি বলি করে বলা হয়ে উঠছে না।

সুধীরা বল্লে, অসঙ্কোচে বলুন।

সুচারু কেমন করে আরম্ভ করবে ভাবতে কিছু সময় নিলে। সুধীরা বল্লে, আমাদের সমাজ তো আপনাদের সমাজের থেকে স্বতন্ত্র নয়। Non-Conformist-রা যেমন খ্রীষ্টান, আমরাও তেমনি হিন্দু।

সুচারু বল্লে, আমি তোমাদের তুলনায় আরো non-conformist. তা বলে একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করবার দরকার দেখিনে। সম্প্রদায় গড়লেই বিবাহকে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হয়, তার ফলে প্রেম পায় না পরিসর, স্বাধীনতা হয় এটা কথার কথা। তারপরে পিতামাতার ধর্ম্মমত পুত্রকন্যার ঘাড়ে চাপাতে হয়। জোর করে না হোক, আদর করে।

সুধীরা বল্লে, কিন্তু ওকথা থাক সুচারুদা। ওর প্রায় সবটাই আমি মানি। এখন সেই কাহিনীটা বলুন।

সুচারু হেসে বল্লে, সাহস হচ্ছে না, ভাই সুধীরা।

সুধীরা হেসে বল্লে, আমার মতো ক্ষুদ্র প্রণীর কাছে এতো বড়ো সাহিত্যিকের সাহস হচ্ছে না শুনে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে সুচারুদা।

সুচারু এইবার গল্পটা সুরু করলে।

—একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালোবাসতো। সেই ছেলেটি ওকথা

মানুষী'র প্রশ্রয় না দিয়ে একটি সুপাত্রের সঙ্গে তা য়ে দিয়ে দিলেন। কেমন ? এমন ঘটনা তো তোমার অনেক জানা থা পারে ?

নিশ্চয়।

কিন্তু তার পরে যা ঘটলো সেটা অপ্রত্যাশিত াত্রটি অন্যাসক্ত। এ খবর মেয়েটি কেমন করে জানতে পারলে। তা দের প্রথম মিলন হলো মেয়েটির ইচ্ছাকে পশুর মতো উপেক্ষা করে।

সুধীরার মুখ লাল হয়ে গেছলো।

সুচারু বল্লে, পশুর মতো বলে পশু বেচারাদের ন করলুম। কিন্তু ওর চেয়ে ভদ্র ভাষায় বোঝানো যেতো না, সুধীর তার ফলে যা হবার তাই হলো। মেয়েটি ছুটি নিয়ে বাপের বাড়ী সেখানে সেই-যে ছেলেটির কথা আগে বলেছি সেই ছেলেটির তার হলো প্রথম দেখা।

সুধীরা বল্লে, একটু আগে যে বল্লেন ছেলেটিকে সে বাসতো ?

সুচারু হেসে বল্লে, দূর থেকে বাঁশী শুনে।

ওঃ! নভেলই অমন ঘটে ব'লে জানতুম।

জীবনেও ঘটে সে কি আমিও জানতুম ?

তবে আপনিই সেই ছেলে ?

বাঃ রে! তা কখন্ বল্লুম ?

আচ্ছা, আপনি নন্, আর কেউ। এখন বলুন বাকীটা।

বাকীটা ঘটনা নয়, ঘটিতব্য। মেয়েটি বল্লে, আমাকে উদ্ধার করো। ছেলেটি বল্লে, কথা দিলুম। কিন্তু এক নম্বর প্রব্লেম, সমাজ টের পেলে অনর্থ বাধবে। খবরের কাগজ থেকে আইন আদালত। দু'নম্বর প্রব্লেম, মেয়েটি একা নয়। তার সন্তানের উপর তার শ্বশুর-কুলের নৈতিক দাবী আছে।

প্রতীক্ষা করতে হয়। কিন্তু আবার যদি পাশবিক অত্যাচার হয় এবং তার ফলে আর একটি আসে তা হলে উদ্ধার তার ইহজন্মে হলো না।

কাহিনী শেষ করে সুচারু সুধীরার মুখে তাকালো। সুধীরা ধরা গলায় বল্লে, আমাকে এ কাহিনী শোনাবার অর্থ কী, সুচারুদা?

তোমার মতের আলোতে যদি পথ পাই, সুধীরা।

সুধীরা উঠে দাঁড়ালো ও গলাটা পরিষ্কার করে বল্লে, ওর এক বিন্দু আমি বিশ্বাস করিনে এবং এ ব্যাপারে লেশমাত্র সহানুভূতি আমার নেই। যা করতে চান লুকিয়ে চুরি করে করবেন না, জনমতের কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যভাবে করুন।—এই ব'লে সে যাবার জন্মে পা বাড়ালো।

সুচারু বল্লে, সহানুভূতি নাই পেলুম। কিন্তু বাধা পাবো না তো?

সুধীরা কান্নার সুরে বল্লে, কে না কে! আমার কিসের মাথাব্যথা যে আমি বাধা দিতে যাবো?—সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলো।

২৭

তার পরে বেশ কয়েক দিন পড়াশুনা চললো। কোনো পক্ষ থেকেই সেদিনকার প্রসঙ্গের পুনরাবতারণা হলো না। পরিশেষে একদিন স্থরুচির একখানি চিঠি পেয়ে স্থচারুর মনটা এমন মুষড়ে পড়লো যে তার আবার সহানুভূতির প্রয়োজন হলো।

সে কেমন করে কথাটা পাড়বে স্থির করতে না পেরে আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে, আজ আমার মনটা ভালো নেই।

স্থধীরা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলো, ফস্ করে বল্লে, তবে ঘরে খিল দিয়ে চিঠি লিখুন গে।

স্থচারু অত্যন্ত আঘাত পেলে। এই স্থধীরা! এরই কাছে সে তার কবিতার সুখ্যাতি ও আবৃত্তি শুনে এর রসবোধের সূক্ষ্মতা ও হৃদয়বৃত্তির গভীরতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে! মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে, স্থরুচির মত এ মেয়ে অশিক্ষিত পটু নয়, এ মেয়ে শিক্ষিত পটু। স্থরুচির সঙ্গে কাব্যাস্বাদ চলে, এর সঙ্গে চলে কাব্যচর্চ্চা। প্রবীর বলেছিলো এর মগজে কিছু নেই, সেটা প্রবীরের জ্যাঠামি।

স্থধীরার কথা স্থচারু ভয়ের সঙ্গে ভেবেছে। হঠাৎ এক একবার মনে হয়েছে স্থরুচির স্থান বুঝি বেদখল হয়। স্থরুচিকে সে ইতিমধ্যেই কতক পরিমাণে ভুলেছে, স্থরুচির মুখ তার স্পষ্ট মনে নেই, যখনি স্থরুচির মুখ মনে করতে যায় তখনই স্থধীরার মুখ মনে আসে। কতোবার স্থধীরাকে "স্থ" বলে ডাকতে সাধ গেছে। স্থরুচি যে তাকে আজ এমন নিদারুণ চিঠি লিখে দুঃখ দিলে এটা অকারণ নয়, তার চিঠিপত্রে হয় তো

ইনৃষ্টিংক্ট। একেবারে পশু পাখীর মতো ওরা গন্ধ শুঁকে বলতে প
কোন্ দিক থেকে কী বিপদ আসছে।

সুচারুকে নিজের ভাবনায় মশগুল দেখে সুধীরা বল্লে, সুচারু
আমাকে পড়াতে আপনার ভালো লাগে না। কেন গাধা-খাটু
খাটেন ?

সুচারু কঠিন হয়ে বল্লে, That's my business. তুমি শুধু বিচ
করবে আমার কাছে যে কাজ পাচ্ছো অন্যের কাছে তার বেশী পে
কি-না।

সুধীরাও কঠিন হয়ে বল্লে, কারুর কাছে কাজ পেতে আমি চাইনে

সুচারু বল্লে, হুঁ।...তারপর বল্লে, তা হলে মাকে সেই কথা বো
দয়া করে। আমি তো পারিনে!

আমিও পারিনে।

তোমার মাকে তুমি বলতে পারো না যে, তোমার মাষ্টারকে তু
চাও না ?

না। তার কারণ মা'র কল্পনায় আপনি আমার মাষ্টার নন।—এ
বলে সে নিজের কথা সংশোধন করে বল্লে, কিম্বা হয় তো মাষ্টারই, কি
অন্য অর্থে।

এতোক্ষণে সুচারুর চোখ ফুটলো। সে শুধু বল্লে, হায়, হায়!

সুধীরার চোখ জলে ভরে উঠলো। সে মোছবার চেষ্টাও করলে না
কান্নার সুরে বল্লে, সুচারুদা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এবাড়ী ছে
চলে যাও। মাকে মিথ্যে আশার অবসর দিয়ো না।

মাকে যদি বুঝিয়ে বলি যে, আমি বাগদত্ত ?

সুচারুর চোখ আরো ফুটলো। সুধীরা তাকে ভালোবাসে! বেচারি ধীরার জন্যে তার বিশেষ দুঃখ হলো। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করলে। ার পরে বল্লে, আচ্ছা, কথা রাখবো।

সেদিন যখন প্রবীরের সঙ্গে দেখা হলো সুচারু বল্লে, ভাই, ইস্কুল-াষ্টারকে চিরকাল গাল পেড়ে এলুম। মাষ্টারি করতে ভালো লাগে না। াল থেকে চাকরীর সন্ধানে বেরুবো।

প্রবীর বল্লে, আমি তো আগে থেকেই warn করে দিয়েছি, ওর াথায় গব্য পদার্থ আছে। মাষ্টারিও খুব ইণ্টারেষ্টিং হতে পারে যদি তমন তেমন ছাত্রী জোটে। আমি একটির চেষ্টায় আছি।

তোর সাফল্য কামনা করছি। কিন্তু আমার একটি কাজ করে দিতে হবে, প্রবীর। মাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে এ বাড়ীর কাজে ইস্তফা দিলে এ বাড়ীতে থাকতে আমার আত্মসম্মানে বাধবে।

প্রবীর চলে যাচ্ছিলো। সুচারু তাকে ডেকে বল্লে, আর একটি কথা, প্রবীর। মা'র কানে কানে বলিস, আমি অন্যত্র বাগদত্ত। শুধু এই-টুকু। আর কিছু না।

প্রবীর এর তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে হতবাক্ হলো। তার পরে ঠাৎ বল্লে, ওঃ। আচ্ছা। আমার suspect করা উচিত ছিলো।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুচারু একখানি চিঠি বার করে তৃতীয় কি তুর্থ বার পড়লে। চিঠিতে লিখেছে—

বন্ধু,

স্বপ্নে মানুষ রাজ্য বিলিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ঘুম ভাঙলে ওকথা স্মরণ করে হাসে। দুদিনের জন্যে পুরী এসে সমুদ্রের পাগলা হাওয়া গায়ে লাগার আনন্দে তমিও তোমার ভবিষ্যৎটি বিলিয়ে দিয়েছিলে।

আশা করি এত দিনে তোমার সংবিৎ ফিরেছে। যদি মনে করে থাকো আমি তোমাকে ধরে রাখছি তবে তার মতো ভুল আর নেই। আমি তোমাকে বাঁধিনি, তবু যদি আপনা হতে বাঁধা পড়ে থাকো তবে তোমাকে মুক্তি দিলুম।

তুমি গেছো আজ উনিশ দিন। এমন একটিও রাত্রি যায়নি যে রাত্রে আমি কাঁদতে কাঁদতে না ঘুমিয়ে পড়েছি। রোজ তোমার চিঠি পাবার আশায় ডাকপিয়নের পায়ের ধ্বনি গুণি। তুমি মোটে সাতখানা চিঠি লিখেছো। অবশ্য আমি লিখেছি আরো কম, কিন্তু লেখবার আমার কী আছে যে লিখবো? আর এগারো দিন পরে স্বামী আসবেন। যেতে হবে তাঁর সঙ্গে। সহস্র নারীর ভাগ্যে যা ঘটে আমারো ভাগ্যে তাই ঘটবে। ভাগ্যকে ভয় করিনে। মনে হচ্ছে বছর কয়েক পরে স্বামী-পুত্র নিয়ে বেশ আরামে ঘর-সংসার করতে পারবো। সতীন কার নেই? কারুর প্রকাশ্যে কারুর গোপনে, কারুর স্বামীর মনে। দু দিন বাদে তুমিই যে আমাকে সপত্নী-সুখ দেবে না তাই বা কী করে জানবো?

না, ভাই, আমার কাজ নেই তোমাকে জড়িয়ে। কোন্ ভাগ্যবতী তোমার জন্যে তপস্যা করেছে, আমি তার ধন অপহরণ করবো না। এ জন্মে তপস্যা করতে করতে মরবো, তবে যদি পরজন্মে তোমার স্ত্রী হয়ে জন্মাতে পারি।

প্রণাম নিয়ো। ইতি। তোমার বন্ধু।

সুচারু ভাবলে, সুরুচিকে এ চিঠি লেখবার কারণ আমিই আমার অজ্ঞাতসারে দিয়েছি। সুধীরার প্রতি যে আমার কিছুমাত্র আকর্ষণ জন্মায় নি এমন ভাবলে মনকে চোখঠারা হয়। কিন্তু সে যেন আমার আত্মার ভগিনী, তার প্রতি আমার গভীর স্নেহ। আর সুরুচি? সে

আমার আত্মার বধূ। তার প্রতি আমার প্রবল কামনা। এক সঙ্গে দুজনকে ভালোবাসা যায়। কিন্তু ওরা যে তেমন ভালোবাসা চায় না।

সুধীরাকে সে মনে মনে বল্লে, বোন, তোমার পতিভাগ্য সুন্দর হোক্। এই আশীর্ব্বাদ করে তোমার জীবন থেকে বিদায় নিলুম।

সুরুচিকে সে মনে মনে বল্লে, ওগো! রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজ্য প্রসন্ন মনে ত্যাগ করলুম। এই কি আমার প্রেমের প্রমাণ নয়? প্রেম তো বাঁধে ও বাঁধা পড়ে। তাকে মুক্তি দিলে নেবে কেন? ওগো—

সুচারু ও প্রবীর চলে যাবার পর বারম্বার সুরুচির সাহসের টেম্পারেচার নেমে যেতে লাগল। কতো মেয়ের ও জীবন সইছে, আমার সইবে না ? আমার নিজের মঙ্গল তুচ্ছ, আমার সন্তানের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। তখন রাগে তার সর্ব্ব শরীর কাঁপে। আমার সন্তান ! আমি কি তাকে চেয়েছিলুম ? এখনো আমার ভবিষ্যতের দ্বার খোলা। সুচারুর ডাক সেই ভবিষ্যতের হাতছানি। সুচারুর বাঁশি না শুনে এই অজাত শিশুটার ভবিষ্যৎ ভেবে নিজের ভবিষ্যৎ খোয়াবো ? সে যাঁর বংশধর, যাঁর কুলপ্রদীপ, তিনি তো তার খাতিরে কিছুই ত্যাগ করলেন না ? তাঁর সেই সঙ্গিনীটিকে নাকি তিনি ইতিমধ্যেই ডাকতে সুরু করেছেন—খোকার মা। খোকা নাকি তারই কাছে মানুষ হবে। শ্বশুরবাড়ীতে সুরুচির একটি বন্ধু ছিলো, তার ছোটো ননদ ঝুনু। সে-ই লিখেছে ও কথা।

সন্তানের স্বার্থই যে মা'র স্বার্থ, সুরুচি পঞ্চাশ বার নিজেকে এ তত্ত্ব বোঝায়। কিন্তু সন্তান কি আমার এই একটি ? সুচারুর কাছে যাদের পাবো তারা কি আমার কেউ নয় ? আমার ভবিষ্যৎ তো তাদেরি ভবিষ্যৎ। তাদেরি মঙ্গলে আমার মঙ্গল। তারা আমার প্রকৃত স্বামীর, সুতরাং আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য তাদেরি প্রতি।

যাক্ একমাস পরে যা হয় হবে, এখন ভেবে ফল নেই। সুচারুর বিরহ ভুলে থাকবার জন্যে সুরুচি প্রাণপণে গৃহকাজ করে। আসন্ন গৃহত্যাগ অথবা স্বামীর সঙ্গে গমন ভুলে থাকবার জন্যে মা'র সঙ্গে পুণ্য করে বেড়ায়। শুধু সুচারুর চিঠিখানির আশায় উতলা হয়।

সুচারু এই ঘরে ছিলো, এইখানে বসে খেতো, তার ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রো হাওয়ায় উড়ছে আজো। কিন্তু সাতটি দিন, না, সাতটি যুগ! সে যে সত্যি একদিন এসেছিলো ও অল্প কালের মধ্যে সুরুচির অন্তরঙ্গ হয়েছিলো কেই বা একথা মনে রেখেছে? উমা ও ভোলা ইতিমধ্যেই তাকে ভুলেছে।

কোল্‌কাতায় সুচারু মা পেয়েছে, ভাই-বোন নিয়ে সুখে আছে সুধীরা নামে তার যে ছাত্রীটি সেই ছাত্রীটির গুণবর্ণনায় চিঠিগুলো মুখর। সুচারুর অতি পুরাতন বিস্মৃত কবিতাও নাকি সেই মেয়েটির মুখস্থ। সমঝদারের মতো নাকি সে সমালোচনা করতে পারে তর্কের সময় নাকি কিছুটা মেনে নিতে জানে, কিছুটা মেনে নিতে না পারলে কথা কাটাকাটি করে না। সুরুচির অভিমানে ঘা লাগে। সুরুচির যেন এ সব গুণ নেই! সুধীরার একচেটে!

তবে তিনি সুধীরাকেই বিয়ে করেন না কেন? তাহলে তো যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা হয়। সুরুচিও প্রিয়তমের আনন্দে আনন্দিতা হয়ে নিজের নিরানন্দকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

কিন্তু সুচারুকেও কথা স্পষ্ট করে লিখতে ভরসা পায় না। সুচারু পাছে উল্টো বোঝে। পাছে ভাবে যে সুরুচিই আর সুচারুকে ভালোবাসে না। সুরুচিরই প্রেম ক্ষণিক, দুর্ব্বল ও ভীরু। সুরুচি শিউরে ওঠে। সে নিজের অপবাদ সইতে পারে, প্রেমের অপবাদ সইতে পারবে না।

সুচারু ও প্রবীর যাবার আগে বলে গেছ্‌লো যে, তাদের একজন এসে সুরুচিকে কোল্‌কাতা নিয়ে যাবে ঠিক সেই দিনের আগের দিন, যে দিন সুরুচির স্বামীর আসার কথা। তাদের একজন এসে ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে ও সেইখানে সুরুচি তার সঙ্গে মিলিত হবে।

যতোই দিন এগিয়ে এলো ততোই সুরুচির বুক টিপ টিপ করতে লাগলো। সম্ভবত সুচারু বা প্রবীর শেষ পর্য্যন্ত আসবে না। তা হলে তো বাঁচা যায়। কিন্তু যদি আসে তবে? সুরুচি তো নিরাশ করতে পারবে না। তার জন্যে একটা মানুষ রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্বের মায়া কাটালে, সে নিজের জীবনব্যাপী মিথ্যাচারের মোহ কাটাতে পারবে না? সে ধর্ম্মত যার স্ত্রী নয় তার সঙ্গেই ঘর করতে থাকবে?

মা-বাবার বুক ভেঙে যাবেই। সে ভাঙনকে ভয় করলে নিজের বুক ভেঙে যায়, বড়ো বড়ো অন্যায়গুলোর প্রতিবাদ বা প্রতীকার হয় না। ধর্ম্মযুদ্ধে কতো মা-বোনের কোল খালি হয়, কতো স্ত্রীর সর্ব্বস্ব যায়— উপায় কী! যাদের যায় তারাও চিরদিন থাকে না, মৃত্যু সকল শোকার্ত্তকে শান্তি দেয়। মা-বাবার শোক যতো নিদারুণ হোক সুরুচির প্রতি মুহূর্ত্তের অশান্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। গৃহ-ত্যাগের পরেও যে তার অশান্তি কমবে না, এতেই সুরুচিকে পিতা মাতার প্রতি নিষ্ঠুরতা জনিত অনুশোচনা থেকে মুক্তি দিলে। আমি তোমাদের কষ্ট দিলুম? চেয়ে দেখো আমার নিজের কষ্ট কতো বেশী!

সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো সুরুচির সংকল্প একবার এগিয়ে যায়, একবার পিছু হটে। এমন কেউ নেই যার পরামর্শ নিতে পারে। মাকে বাবাকে একথা বলা যায় না। বৌদির মনের সঙ্গে তার মনের দূরত্ব অনেক। তিনি গৃহের উপর কর্ত্তৃত্ব করবেন এই সর্ত্তে স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব পরিহার করেছেন। ফিরিঙ্গী বিবিদের সঙ্গে তাঁর স্বামীর হৃদ্যতা তাঁকে চটায় না। তাঁর বয়স হয়েছে—তিনি নিজেই মেনে নিয়েছেন তাঁর মধ্যে তাঁর স্বামীকে আকৃষ্ট করবার মতো মধু নেই। নির্ব্বোধের মতো মান-অভিমান পূর্ব্বক সন্তান সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কী! অসাধারণ প্র্যাকৃটিক্যাল মহিলা।

অবশেষে সুরুচিকে সংকল্পের দৃঢ়তা দিলে একটি খবর। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সেই সঙ্গিনীটিও তীর্থ করতে আসছেন ও সুরুচিদের বাড়ীতেই উঠবেন। সকলেই জানে তিনি কেমনতর আত্মীয়া, তবু কেউ আপত্তি করছে না। তিনি হলেন জামাই—তাঁকে বিরক্ত করে কার সাধ্য? বিরক্ত হয়ে যদি তিনি স্ত্রীর উপর শোধ তোলেন তবে যে সর্ব্বনাশ!

সুরুচি মা-বাবাকে একখানা ছোট্ট চিঠি লিখলে।—সমুদ্রে ডুব দিয়ে মরতে যাচ্ছি। শোক কোরো না। অমন স্বামীর স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকলেই বরঞ্চ শোক করতে।

গৃহত্যাগ করেছি জানলেও মা-বাবা কাঁদতেন, ডুবে মরেছি জানলেও মা-বাবা কাঁদবেন। ক্রন্দন থেকে তাঁদের অব্যাহতি নেই, তবে লজ্জা ও কলঙ্ক থেকে তাঁদের অব্যাহতি হয় যদি ডুবে মরার খবর রটে।

সুচারু লিখেছিলো, কাউকে কিছু জানাতে হবে না, সান্ধ্য ভ্রমণের সময় কাউকে সঙ্গে না নিয়ে ষ্টেশনের দিকে এসো। সহজ বেশে ও সহজ মনে বাড়ী ছেড়ো।

সুচারুর এই পরামর্শ সুরুচির মনঃপূত হলো না। সে জীবনের মতো যাচ্ছে, একটু ঘটা করেই যাবে। দু দিন পরে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি, আজ থেকে প্রণাম করে রাখি, এই অছিলায় সে মাকে বাবাকে বৌদিদিকে প্রণাম করে রাখলে। এবং উমাকে ভোলাকে চুমু খেলে। তার পর বিধবার মতো নিজেকে নিরাভরণ করলে, দু হাতে দু গাছি চুড়ি ও নোয়াটি বজায় রেখে।

চিঠিখানি টেবিলের উপর বইচাপা দিলে। টেবিলটা একটু গুছিয়ে দিলে। তার পর এক্সপ্রেসের সময় যেই হলো সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে বুকের ঢিপ ঢিপানি শুনতে শুনতে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষ বারের মতো পা বাড়িয়ে দিলে। সুচারু যে তার জন্যে কতোক্ষণ থেকে

অপেক্ষা করছে এই চিন্তা তাকে চুম্বকের মতো টানতে টানতে নিয়ে গেলো। একবার পিছন ফিরে দেখলে তার দেওয়া সন্ধ্যাদীপটি হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে নিবে যাবার মুখে। ঠাকুরকে উদ্দেশ করে ছোট্ট একটি প্রণাম করলে। তার পরে ঘোমটাটা বেশী করে টেনে নিয়ে ষ্টেশনের পথ ধরলে।

ষ্টেশনের পথে যাত্রীদের যাওয়া-আসা চলেছে। সুরুচির গা ছম ছম করে। হয় তো কোনো চেনা মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাবে। একজন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা চক্রতীর্থে যাবার রাস্তা কি এইটেই? সুরুচি ভাবলে যেন তাকেই প্রশ্ন করেছে। উত্তর না দিয়ে সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে!

ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে সুরুচির প্রবল ইচ্ছা জাগলো বাড়ী ফিরে যেতে। এখনো তার চিঠি কারুর চোখে পড়েনি। কেউ উপহাস করবে না, কেউ তিরস্কার করবে না, কেউ সন্দেহ করবে না।

সুরুচি ঘুরে দাঁড়ালো। ফিরেই যাওয়া যাক্। ভদ্রলোকের মেয়েকে তার গুরুজনের অজ্ঞাতে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পরামর্শ দেয় যে পুরুষ সে বিশ্বাসের অযোগ্য, শ্রদ্ধার অযোগ্য। তার সাহস থাকে তো সকলের ব্যূহ ভেদ করে যুদ্ধ করতে করতে নিয়ে যাক্। স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে তো তার অনুগামিনী হবো, নইলে নয়।

সুরুচিকে তদবস্থ দেখে কে একজন বল্লে, কি মা? কিছু হারিয়ে গেছে?

সুরুচির মনে হলো, ইনিও একটি মার্জ্জার বৈষ্ণব। প্রশ্রয় পেলেই ইনি গায়ে হাত দেবেন।

সে বল্লে, না বাবা।

ভদ্রলোকটিকে অতিমাত্রায় হিতৈষী দেখা গেলো। তিনি আর একটু

কাছ ঘেঁষে আসতেই সুরুচি মুহূর্ত্তের মধ্য মনঃস্থির করে ফেল্লে। অন্ধকার রাত্রে ফিরে যাবার পথে ধর্ষিত হবার চেয়ে সোজা সুচারুর মহত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করা নিরাপদ।

সুরুচি আবার ঘুরে দাঁড়ালো। জোরে জোরে পা ফেলে ষ্টেশনের আলোয় এসে পড়তেই তার ভূতের ভয় কেটে গেলো। কিন্তু বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করে উঠলো। কই, সুচারুকে দেখছি নে তো?

ও দিকে হয়তো চিঠিখানা এতক্ষণে কারুর চোখে পড়েছে। পাড়ার লোক লণ্ঠন ও টর্চ হাতে করে সমুদ্রের কূলে জড়ো হয়েছে। কেউ গেছে পুলিসে খবর দিতে। কেউ হয় তো বুদ্ধি খাটিয়ে ষ্টেশনে আসছে। ধরা পড়বার বিলম্ব আর নেই। এইবার সত্য সত্যই সমুদ্রে ডুব দিয়ে লোকের কাছে নিজের মুখ রাখতে হবে।

এতোক্ষণে বোঝা গেলো সুচারু কেন সান্ধ্য ভ্রমণের নাম করে বাড়ী ছাড়তে বলেছিলো। দৈবাৎ কোনও কারণে যদি সুচারু অনুপস্থিত হয় তবে সুরুচি আর যাই হোক বাড়ীর লোকের কাছে অপদস্থ হবে না।

কী করা যায়, কী করা যায়, কী করা যায়, কী করা যায়! বৃশ্চিক দেখেনি, কিন্তু এক সঙ্গে বহু সংখ্যক পিপীলিকার দংশন তো কল্পনা করতে পারে।

গাড়ী তখন ছেড়ে দেবার মুখে। পিছন থেকে জনতার ঠেলা খেতে খেতে সে গেটের সামনে এসে পড়লো। টিকিট?

সুরুচির লজ্জা-নিবারণ কোথা থেকে বলে উঠলেন, Here are the tickets.

সুরুচিকে একখানা বাহু সস্নেহে ঘিরে গেট্ পার করে নিয়ে গেলো, পেষণ থেকে বাঁচিয়ে। সুরুচি আনন্দে দিশেহারা হয়ে পরিপূর্ণ আত্ম-

সমর্পণ করছিলো। মুখ না দেখেও চিনতে তার বাকী ছিলো না বাহু-
খানি কার।

তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিলো বাঁশ পাতার মতো। ফার্ষ্ট ক্লাসের বার্থে গা
এলিয়ে দিয়ে একান্ত একাগ্রতার সঙ্গে মনে মনে বল্লে, ভগবান, আমার
মতো দুঃখিনী আর নেই।

পরদিন ভোরে সুচারু উঠে দেখলে সুরুচি তার আগে উঠেছে। খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে সুরুচির দৃষ্টি দূর দিগ্বলয়ে উড়ে গেছে।

সু!

কী?

কেমন ঘুম হোলো?

হলো না।

ও!

সুচারু দেখলে অনাহারে অনিদ্রায় ও ক্রন্দনে সুরুচির চেহারা আর এক রকম হয়ে গেছে। এও সুন্দর! সুচারুর মধ্যে যে কবি ছিলো সে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো—মুগ্ধ। যে প্রেমিক ছিলো সে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হতে লাগলো। মরে যাই, ওর যাতনার শতাংশও আমার নয়, অর্দ্ধেক যদি আমার হতো! আমি যদি বাবরের মতো হুমায়ুনের যাতনা নিজের উপর টেনে নিতে পারতুম।

সু!

কী?

চা দিয়ে যাক্?

দিয়ে যাক্।

তুমি হাত মুখ ধোবে না? ঐ ঘরে।

যাই।

সুরুচি স্নান করে শুচি হয়ে এলো। সে যেন একটি ভৈরবী। এতো গম্ভীর সে কোনোদিন ছিলো না। সারারাত সে কেবল একটি কথা

ভেবেছে—মিথ্যা দিয়ে যে জীবনের সুরু হলো প্রতিদিনের লুকোচুরি দিয়ে সেই জীবনকে সে কতকাল বহন করবে? লোকচক্ষে সে মৃত। তার মৃত্যুসংবাদ এতোক্ষণ রটে গেছে। তার মা-বাবা শোকে মুহ্যমান। উমা ও ভোলার এই প্রথম শোক।

একটা অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়ে সে আর একটা অন্যায় করে বসেছে। কেন সে প্রকাশ্যে গৃহত্যাগ করলো না? সমাজের বিরুদ্ধে যদি নালিশ ছিলো তবে নালিশের তদ্বির করবার জন্যে সে সমাজের চোখে বেঁচে রইলো না কেন? এখন যে সমাজ খালাস পাবে! বড়ো জোর দু'একখানা কাগজ এর মধ্যে নারী নির্যাতনের গন্ধ পেয়ে বাগ্মিতা ফলাবে।

এখনো সময় আছে—ফিরে যাবার নয়, মিথ্যা ফিরিয়ে নেবার। আবার একখানা চিঠি লিখলে হয় না? কিন্তু ঠিকানা দেবার সাহস আপাতত নেই। সুচারুর বাবা মাসোহারা বন্ধ করে দেবেন, সুচারু চাকরী পাবে না, সুচারুর নামে মামলা হবে—হয় তো আইন অনুসারে সুরুচিকে স্বামীর কাছে যেতে হবে। শুধু বেঁচে আছি, এই খবরটুকু জানালেও পেছনে পুলিশ লাগবে, একদিন খুঁজে বার করবেই। না, *মিথ্যাকে ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই আপাতত। মিথ্যার ফাঁশে মিথ্যার গিঁট দিতে দিতে হয়তো গলায় দড়িই বানাতে হবে। যাক্।*

সুরুচি পট্ থেকে চা ঢেলে দিলে। সুচারু তাই খেতে খেতে বল্লে, সু, সাহেবদের এক কাগজে চাকরি পেয়েছি, মাইনে মন্দ নয় কিন্তু বিদ্রোহীর শোচনীয় পরিণাম, আমার দেশের লোককে মেজাজ দেখানোই আমার কাগজের পলিসী।

ছেড়ে দাও।

চট্ করে পারিনে। ইন্শিওর্যান্সের রাস্তায় দিব্যি ভিড়। ঘরে ঘরে গিয়ে একই কথা একশোবার বোঝোনোর উৎসাহও নেই আমার।

খবরের কাগজের কাজ ঢের ইন্টারেষ্টিং। আশা আছে এই ট্রেনিং নিয়ে ভবিষ্যতে নিজের কাগজ বার করবো।

তবে কচের মতো পরের বিদ্যা শেখো, গ্লানি নেই তাতে।

কিন্তু, সু, দিনরাত্তির ইংরেজি পোষাক পরে থাকতে হবে আমাকে ইংরেজ-মহলে মিশতেও হবে। তুমি কি ফিরিঙ্গীপাড়ায় ফিরিঙ্গী সেজে থাকতে পারবে?

সুরুচি ভেবে বল্লে, পোষাকটা পারবো না বলে তো মনে হয়।

ভেবে দেখো, সু। আমি সাহেবকে বলে একটা *nom de plume* লিখিয়ে নিয়েছি, সেই নাম সকলে জানবে। আমি যদি মিষ্টার বেনেট্ হই আমার মিসেসটিকে ফিরিঙ্গী সাজতে হয়।

এতো মিথ্যা! অশনে বসনে নামে বংশে আদর্শে!—সুরুচির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো।

কিন্তু 'সব ভালো যার শেষ ভালো'। একদিন আমরা নিজেদের কাগজ বার করবো, পরের চাকরী ছাড়বো, ময়ূরপুচ্ছ ঝেড়ে ফেলবো। তখন তুমি আবার এই শাড়ীখানি পরে সিঁথিতে এমনি সিঁদুর দিয়ো।

সিঁদুর মুছতে হবে! শাখা খুলতে হবে! সুরুচির সংস্কারে বাধলো। সুরুচি শিউরে উঠলো।

সু!

বলো।

জীবনকে বানিয়ে সুখ নেই, জীবনকে মেনেই সুখ। জীবন যখন যা দাবী করে তখন তা দ্বিধা না করে মিটিয়ো।

স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে বলো?

স্রোত যে কতো নতুন ঘাটে নিয়ে যাবে, কতো মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটাবে, স্রোতই তো স্বাস্থ্যকর।

মিথ্যাকে ভয় করি, ঘৃণা করি।

মিথ্যাকে এড়ানো যায় না—ও যে স্রোতের পাঁক। মিথ্যাকে সর্ব্বাঙ্গে মেখেই ভাসতে হয়, সাঁতার দিতে হয়।

ওর চেয়ে মরণ ভালো।

মরণের চেয়ে জীবন বড়ো। জীবন বলে, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। পাঁক যেমন গায়ে লেগে থাকে না, পাপও তেমনি জীবন থেকে ঝরে ঝরে পড়ে। জীবনকে বিশ্বাস করো, স্থ। সে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াবার আগেই গাড়ীর পাদানিতে প্রবীর উঠেছিলো। সেলাম ঠুকে বল্লে, মোটর তৈয়ার হ্যায় মেম্সাব্।—তার মুখে হাসির পূর্ণিমা।

তিনজনে মোটরে করে লোয়ার সার্কুলার রোডের কাছাকাছি একটা গলিতে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে উঠলো। প্রবীর বল্লে, অনেক ঘুরে এইটে পেয়েছি। মেমসাহেবের পছন্দ হলে হয়!

সুচারু ও সুরুচি দেখে শুনে পছন্দই-করলে। একখানা ছোট শোবার ঘর, একখানা একটু বড়ো বসবার ঘর, রান্না ভাঁড়ার স্নান ইত্যাদির জন্যে গোটা তিনেক পায়রার খোপ। ঐ ভাড়ায় ওর চেয়ে ভালো হয় না। এবার হচ্ছে আসবাবের ভাবনা। বাঙালীর মতো থাকলে খান কয়েক তক্তপোষ ও পিঁড়িতে চালানো যায়। কিন্তু বেনেট সাহেব যে! প্রবীর বল্লে, শোবার-ঘর যেমন খুসী সাজাও, কিন্তু বসবার ঘর দেখে যেন কোনো ভদ্র ফিরিঙ্গী shocked না হয়। খানকয়েক ভালো চেয়ার ও একটা ভালো টেবল—যেগুলো দিয়ে ডিনারের সময় ডিনার চলে, অথচ অন্য সময় লেখাপড়াও অচল নয়—সেইগুলো হচ্ছে প্রথম দরকার। একটা বুক্‌শেল্‌ফ, কোট ও হ্যাট রাখবার পেগ্, আরও কী কী দরকার বসে বসে তার একটা তালিকা করছি আমি, তোমরা ততোক্ষণ ঐ ক্যাটালগগুলো দেখে ঠিক করো ভদ্র ফিরিঙ্গী মহিলার জন্যে কেমন পোষাক কিনতে হবে।

সুচারু বল্লে, আমি ও সব বুঝিনে প্রবীর।

সুরুচি বল্লে, আমি ও সব পারবো না।

প্রবীর বল্লে, সে কী কথা মিসেস্ বেনেট! বাংলা দেশে বাঙালী হয়ে অনেক অসুবিধে। আমরা তো সেইজন্যে ইঙ্গ-বঙ্গ হয়েছি—আমার বাবা ইংরেজীতে শুধু যে মাকে ডাকেন Dear তাই নয়, উপাসনা করতে গিয়ে ভগবান্‌কেও ডাকেন Father! আচ্ছা চারুদা, তুমিই আসবাবের লিষ্টি করো। এসো তো দিদি, বলো তো কোন্ হ্যাটটা তোমার পছন্দ; সস্তার মধ্যে এই untrimmed straw মন্দ হবে না। তারপর তোমার ফ্রক—

প্রবীর সুরুচিকে পোষাকের মোটামুটি একটা আইডিয়া দিয়া বল্লে, ভয় কী, দিদি? এই দ্যাখো এতোগুলো নোট আমার পকেটে। এ-বেলা তোমাদের আমি ফারপো'তে লাঞ্চ্ খেতে নিমন্ত্রণ করলুম, তারপরে হোয়াইটওয়ে থেকে পোষাক ও নন্দীর দোকান থেকে আসবাব কিনতে নিয়ে যাবো। দু'এক দিনের মধ্যেই তোমরা settled হয়ে যাবে, দিদি। ভালো কথা, ইংরেজী রান্না কিছু জানো? ষ্টু, রোষ্ট, পুডিং? কোনোটাই জানো না? আমাদের বাবুর্চ্চিটার এক ভাই আছে—

মুসলমানের রান্না আমি খাবো না। অকল্যাণ হবে।

ফারপো'তে বুঝি বামুনে রাঁধে! তা হলে আমার নিমন্ত্রণ তুমি রাখবে না, দিদি?

লক্ষ্মী ভাইটি, তোমরা বাজার করে আনো। আমি নিজেই রেঁধে খাওয়াবো তোমাদের।

সে তো রোজ খাওয়াবে'খন। আজ তোমাদের নতুন জীবনের প্রথম দিন। এই দিনটিকে পার্ব্বণের মতো পালন করতে হয়।

প্রবীর জেদী ছেলে। সুরুচিকে জোর করে খাওয়াতে নিয়ে গেলো। শুধু যে ম্লেচ্ছের রান্না তাই নয়। বিদেশী রান্না, বিজাতীয় ধরণে ছুরী-

কাঁটা চালিয়ে খেতে হেলো। সুরুচি বহুকষ্টে তার বমন-প্রবৃত্তি দমন করলে। এদিকে প্রবীর ভাবছে, তাইতো, বাসনকোশনের তালিকা করা হয় নি। রাত্রে এরা রাঁধবে কিসে, খাবে কিসে?

মাকে বলে প্রবীর বাড়ীর মোটরখানা সমস্ত ...নের জন্যে চেয়ে নিয়েছিলো—ড্রাইভার সমেত। সুচারু ও সুর... সব রকম জিনিষ কিনে দিয়ে বাসায় পৌঁছে দিলে যখন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। বল্লে, দিদি, রমজানি'কে খবর দেবো কি না বলো। সে বেকার বসে বিড়ি পাকাচ্ছে, বাবুর্চ্চির কাজ পেলে বর্ত্তে যাবে।

সুরুচি বল্লে, তাকে রাখলে আমাকে বেকার বসতে হয়। আমার উপর দয়া করো, আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা খাটিয়ে নাও তোমরা, তবে যদি তোমাদের ঋণ শুধতে পারি।—এই বলে সে মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছলে। গতরাত্রের অনিদ্রা ও সমস্ত দিনের ক্লান্তি তাকে অভিভূত করেছিলো। নিজের পোষাকের দিকে চেয়ে তার কান্না পাচ্ছিলো। জীবনের দাবী মেটাতে হবে! অপ্রত্যাশিতকে বরণ করে নিতে হবে! মা গো!

সুরুচি বল্লে, বাংলাতে 'মা গো' বলবার অধিকারটুকুও গেছে নাকি, প্রবীর? কী বলবো—'O Mammy'?

সেটাও একটা ভাববার কথা বটে, চারুদা। দিদিকে কিছুদিন ইংরেজী বুকনি ও ইংরেজী এটিকেট্ শেখাতে হবে দেখছি। দিদি, তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সিনেমায় চলো—সাহেবিয়ানা শেখবার ওইটেই সবচেয়ে সোজা উপায়। চারুদার তো কাল থেকে চাকরিতে জয়েন করবার কথা। বড়ো বিশ্রী সময়ে খাটুনি, রোজই নাইট্ ডিউটি।

ওগো, তাই নাকি! আমাকে তুমি বলোনি?

কেন, মন্দ কী, সু? চব্বিশ ঘণ্টার থেকে ছ'টি ঘণ্টা চাকরি। তারপরে ছুটি। কজনের এমন সৌভাগ্য হয়? যদি বলো, রাত্রিবেলা যে! আমি বলবো সেই তো সুবিধে। শোবার ঘর আমাদের মোটে একটি—আমি যখন কাজে যাবো তখন তুমি ঘুমুবে, আমি যখন কাজ সেরে ঘণ্টা দুয়েক গঙ্গায় সাঁতার কেটে ফিরবো তখন তুমি আমাকে চা করে খাওয়াবে। তারপরে দুপুরে খেয়ে এমন ঘুম দেবো যে বিকেলের চা বাদ দিয়ে একেবারে উঠবো ডিনারের সময়।

অমন করলে শরীর ভেঙে পড়বে!

পাগল? আমার কি তেমনি শরীর? সাহেব নিজের হাতে আমার মাস্‌ল্‌ টিপেছে, পেটে ঘুঁষি মেরেছে, তবে এ কাজ দিয়েছে। নইলে আমারই বা যোগ্যতা কী! রংটাও তোমার মতো ফরসা নয়!

তবে অনেক ফিরিঙ্গীর চেয়ে ফরসা, চারুদা। ইস্‌, আমি যদি তোমার মতো ফরসা হতুম—

তা হলে কী করতিস সেটা আজ নাই বা বল্লি, প্রবীর। এবার তোর বাড়ী ফেরবার সময় হয়েছে, বাপু।

প্রবীরকে বিদায় দিয়ে সুচারু খাবারের চাঙাড়ি খুলে সুরুচিকে খাওয়াতে বসলো। আজ রাত্রে রান্নার বন্দোবস্ত নেই—কাল থেকে সুচারু ও সুরুচি দুজনেই বাজার করে আনবে, দুজনেই রান্না-ঘরের যাবতীয় কাজ করবে, তারপরে সুচারু ঘুমুলে সুরুচি একা রাত্রের রান্নার উদ্যোগ করবে এবং সময় পেলে প্রবীরের সঙ্গে মাঠে বেড়িয়ে আসবে কিম্বা বায়োস্কোপে সাহেবিয়ানা শিখবে। ক্রমে ক্রমে সাহেব মেমদের সঙ্গে আলাপও হবে, কিন্তু মিশনারীদের সঙ্গে কদাচ না। মিশনারীরা পেয়ে বসে ও হাঁড়ির খবর বার করে নেয়।

আজকের মতো বসবার ঘরটাই তাদের একজনের শোবার ঘর।

বিছানা পেতে কাপড় ছেড়ে দুইঘরে দুজনে যখন গা মেলে দিলে তখনই তাদের ঘুম এলো না।

সু!

কী?

পরশু রাত, কাল রাত, আজ রাত।

হুঁ।

যেন পূর্ব্বজন্ম থেকে ইহজন্মে যাত্রা করে এসেছি।

হুঁ।

ঘুমুচ্ছো; ঘুমোও।

সুচারু নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

দিনে ঘুম, রাত্রে ডিউটী। সকালবেলা সুরুচিকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করে আনা, ডিনারের সময় তার সঙ্গে গল্প-গুজব। সুচারু যে কোলকাতায় আছে তার বন্ধুরা একথা জানলে না। সুচারুর মতো প্রবীরও গোলদীঘি অঞ্চলের আড্ডাগুলিতে গরহাজির' হতে আরম্ভ করলে। তার বদলে বিকালবেলাটা সুরুচিকে সঙ্গ দেওয়া তার রুটিনের অঙ্গ হয়ে উঠল। গদাধরচন্দ্রের মতো সে কাজকর্ম্মের মাঝখানে এসে বলে, ডিডি, তোমাকে দিদি বল্লে তোমার পোষাকের সঙ্গে অসঙ্গতি হয়, এখন থেকে তুমি ডিডি।

দূর পাগলা!

নাও, ড্রেস্ করে নাও, এপ্রন্ খুলে রাখো, ঝি-গিরি যথেষ্ট হয়েছে। এবার একটু বেড়িয়ে আসা যাক। —এই বলে সে সুরুচির হাত থেকে ঝাড়ন কেড়ে নেয় কিম্বা নিজে জুতোতে রং মাখাতে বসে।

অচ্ছা, প্রবীর, তুই রোজ রোজ আমাদের এখানে আসিস্, বাড়ীতে কৈফিয়ৎ চায় না?

আমি যে খুব ভালো ছেলে, জন্মের আগে থেকে ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে আসছি, আমাকে অবিশ্বাস করবেই বা কে, যে, কৈফিয়ৎ চাইবে?

কেউ যদি দেখে তোর বাড়ীতে বলে দেয় যে, তুই একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে সিনেমায় যাস্, রেস্তোরাঁয় খাস্, মাঠে বেড়াস্?

তাহলে আমি বলবো আসছে বছর বিলেত যাচ্ছি কি না, তাই আমার ইংরেজ-বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই এন্‌গেজমেণ্ট থাকে, কখনো তাদের বোনদের

সঙ্গে। বিলেতে তো এমন অহরহ ঘটবে, আগে থেকে মহলা দিয়ে চালেচলনে নিখুঁৎ হচ্ছি।

সুরুচি হেসে বলে, মিথ্যে কথার খৈ-ফোটাতে মুখে একটুও আটকায় না তোদের দুই বন্ধুর ?

সুচারু তার নিকট আত্মীয়দের চিঠি লিখে তার আপিসের ঠিকানা জানিয়েছিলো। তার উত্তরে বড়দিদি লিখেছেন :—

চারু, খবরের কাগজে নিশ্চয় পড়িয়াছিস্ যে সুরুচি আমাদের কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে সমুদ্রের কোলে। মেয়েটার মনে এত ছিল, কেই বা জানিত! গর্ভে সন্তান আছে—তবু তার এমন মহাপাপে প্রবৃত্তি হইল! বেচারা জামাই! স্ত্রী মরিয়াছে বলিয়া তার তেমন দুঃখ নাই—কিন্তু তার জ্যেষ্ঠ সন্তান এমন করিয়া নষ্ট হইল! তোর বন্ধুর মৃত্যুতে তোর দুঃখ হইবে জানি। মা তো পাগলের মতো হইয়াছেন, বাবা মঠ হতে বাড়ী আসেন না বড়। সুরুচির মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই বলিয়া আমাদের এখনো আশা আছে, সে হয় তো কোথাও লুকাইয়া আছে, জামাই চলিয়া গেলে ফিরিবে। কি[illegible]সে আশা ক্ষীণ। পুলিশ তাকে শহরের সর্ব্বত্র খুঁজিয়াছে।

সুরুচি বলে, ওগো শুনছো ? আমি চিঠির খসড়া দিই, তুমি নকল করে তোমার বড়দিদিকে পাঠাও। মা-বাবার বিস্তারিত খবর তো তোমার খবরের কাগজে পাবো না, নিজের খবর যদিও পেয়েছি।

সুচারু বলে, হুঁ। বড়দির সঙ্গে আমার যেমন বন্ধুতা, বছরে তাকে একখানার বেশী চিঠি লিখেছি বলে তো মনে পড়ে না। হঠাৎ তার শ্বশুড়-শাশুড়ীর সম্বন্ধে অতোটা কৌতূহল তাকে কৌতূহলী করবে না তো ?

না গো, না। আমি সে সব বুঝবো। এমন করে লিখবো যে তোমার

বড়দি ভাববেন বুড়ো-বুড়ীর প্রতি সুচারু ছেলেটার দয়া মায়া না হোক কৃতজ্ঞতা আছে।

সত্যি, সু! আমার ইচ্ছে করে বাবাকে সান্ত্বনা দিই আর মা'র চোখ মুছাই। বাবাকে যে আমার কী ভালো লেগেছে আর মা'র উপর যে আমার কী মমতা, তোমাকে কি করে বোঝাবো! দাদা বোধ হয় মনের দুঃখে হুইস্কির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। বেচারি উমা ও ভোলা—ও কী! তুমি কাঁদছো যে! ছিঃ!

কতো লোকের জীবনকে দুঃখের করলুম!

দুঃখ কোনো মানুষকে অমানুষ করে না, সু। মিথ্যে অনুতাপ করছো!

তুমি পাষাণ বলেই নিশ্চিন্ত আছো—অমি আর সইতে পারি নে গো।

সুরুচি মানা মানে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। সুচারুরও ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে যে পুরুষ, সে যে গৃহস্থ! গাম্ভীর্য্য তার দায়িত্বের অনুরূপ হবে, এই তো তার উপর জীবনের দাবী।

সুরুচির মনটাকে বেদনার থেকে বিক্ষিপ্ত করবার জন্যে বলে, ভালো কথা, সু। তোমার ঐ লম্বা চুল খাটো করবার সময় এসেছে—বব্ করবে?

সুরুচি বলে, তা হলে তো আপদ যায়; বিধবার মতো নেড়া হতে পারিনে?

আমি হতে দিলে তো? তোমার চুল যে আমার সম্পত্তি।

ইস্!

ইস্ কী! তোমার যা-কিছু তা আমার। তোমার কড়ে আঙুলের নখটি পর্য্যন্ত! আমি যে তোমার সম্পূর্ণ তুমি-টিকে চাই, সু।

তুমি শুয়ে পড়ো, আর কথা না। বেলা একটা বেজে গেছে—বুঝলে? আটটার আগে উঠতে হবে তো? আমি উঠি, সিল্কের ফ্রকটাকে lux দিয়ে ধুতে হবে, ওর ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে, ইস্ত্রি করতে হবে।

তুমি বড্ড খাটছো, সু। দুষ্টু মেয়ে!

পাগল? তোমার খাটুনীর সঙ্গে আমার খাটুনীর তুলনা হয়? না, আর কথা না, তুমি বিছানায় যাও। একটু পরে প্রবীর এসে আমাকে সাহায্য করবে।

প্রবীরটা কখন আসে, কখন যায়, কতোকাল ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। সামনের রবিবার ওকে খেতে ডাকছো তো, সু?

নিশ্চয়। রবিবারে ওর বাঁধা নিমন্ত্রণ :

প্রবীরের সাহচর্য্য সুরুচিকে দ্রুতগতিতে ফিরিঙ্গী করে তুলছিলো। তবু একটি সঙ্গিনীর অভাব সে প্রায়ই বোধ করতো। এমন অনেক খুঁটিনাটি আছে, যা পুরুষের অজ্ঞাত কিম্বা পুরুষের সঙ্গে আলোচনা করতে নেই।

প্রবীরকে একদিন সে চেপে ধরলে। বল্লে, প্রবীর তোর বোনদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় না?

প্রবীর নিশ্চিন্ত হয়ে বল্লে, না।

কেন হয় না?

কারণ, ওরা চারুদাকে চেনে। যখন তোমার আসল পরিচয় জানবে তখন তোমাকে দূর দূর করবে। ওরা এক একটি prude—তার মানে নীতিবাতিকগ্রস্ত।

তোর বোন হয়েও তাই?

শুধু ওরা কেন, আমাদের সমাজের সাড়ে পনেরো আনা মেয়ে তা। একদিকে আমার সৎ প্রভাব, আর এক দিকে সাড়ে পনেরো ' বাক্স বদ্ প্রভাব। কাজেই আমার বোনেরা প্রহ্লাদের মতো নয়, ফী অফার মতো।

যাক পরনিন্দা করিস্‌নে। কিন্তু আমি ভেবেছিলুম যে থেতে থেতে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে। ছোটোখাটো

ছাই আছে। চলা-ফেরার স্বাধীনতা যদি বলো তে তোমার যে আয়া আসবে তারও আছে। আর মনের বলো তো দেশের কোনো মেয়েরই তা নেই। গ্যাম

এখন থেকে এতো বিদেশ-ভক্ত ?

বিদেশ-ভক্ত নই, বিদেশিনী-ভক্ত।

শেষকালে একটি মেম বিয়ে করে ফিরবি না তো ?

ফিরবো কে বল্লে ?

সে কি রে ! চিরকাল শ্বশুরবাড়ীতে থেকে যাবি ?

সমস্ত ইউরোপটাই আমার শ্বশুরবাড়ী। ভেবেছি ইউরোপের ঘর-জামাই হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেবো।

ফাজিল ছেলে !

ফাজিল কী ! মা'র কোলটিতে থাকা যেমন চিরদিন চলে না, বয়স হলেই ছাড়তে হয়, মাতৃভূমিতে থাকা সম্বন্ধেও সেই কথা। আমার আশা আছে লীগ্ অব্ নেশন্‌সের কাজ নিয়ে জিনেভাতে settle করবো।

আমার কি যে লোভ হয় বিদেশে যেতে !

লোভ সম্বরণ করছো কেন ?

দিবাস্বপ্নে লাভ কী ! আমরা দুঃখী মানুষ, আমাদের খেটে খেতে ...ণ, আমাদের দু'দিন পরে কী দশা হবে তাই জানিনে—

...সব বাজে ওজর, দিদি। আমি জিনেভায় কাজ পেলেই চারুদার ...টা কাজ জোগাড় করবো, তখন তুমিও এসো। হয় তো ...য়েরও একটা কিনারা করতে পারবো, এদেশে তো সুবিধে

...অমনস্কতার ভাণ করলে। বিয়ে সম্বন্ধে তার বদ্ধমূল কুসংস্কার ... আবার মেয়েদের ক'বার হয় ? অথচ সুচারুই যে তার ...পতি এ বিষয়ে তার সন্দেহ ছিলো না।

...বল্লে, তোমাকে বলিনি, দিদি, আমার বাবার যে সেই

জুনিয়ারটি—যাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব—নাম তাঁর মুকুলচন্দ্র চন্দ্র—তাঁর সঙ্গে সেদিন কথা বলেছিলুম। তোমাদের ব্যাপারটাকে একটা কাল্পনিক সমস্যা-রূপে তাঁর কাছে হাজির করে বল্লুম, মুকুলদা, এর একটা মীমাংসা করতে পারেন তো সাবাস বলি। মুকুলদা বল্লেন, কেন হে, হঠাৎ এমন উদ্ভট সমস্যা তোমার মাথায় উঠলো কেন, প্রবীর? কোনো হিন্দু-কুলবধূকে নিয়ে walk out করবার মৎলবে আছো নাকি? আমি বল্লুম, আমি যে কোনো দিন কোনো দেশী মেয়ের প্রেমে পড়তে পারি আপনার একথা ভাবাটাই আমার প্রতি লাইবেল্, মুকুলদা।

এই বলে প্রবীর একটা নস্যের কৌটা বার করে এক টিপ নস্য নিলে।

সুরুচি বল্লে, এ পাপ কবে শিখলি?

অনেকদিন, দিদি। এই ক'দিন ছাড়বার চেষ্টা করেছিলুম, পারিনি কিন্তু মাঝখান থেকে একটা নতুন্ সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছি।

সেটা কী!

সেটা এই যে, একটা পাপকে ত্যাগ করবার একমাত্র উপায় আর একটা পাপ আয়ত্ত করা। আমি নস্যি ছেড়ে সিগারেট ধরবো ঠিক করলুম। ভালো কথা, তোমরা ভদ্র ফিরিঙ্গী, তোমাদের ঘরে এক বাক্স 'গোল্ড ফ্লেক্', কি, 'পাসিং শো' রাখো না কেন? অতিথি এলে কী অফার করবে তাকে?

না, বাপু। শেষকালে আমার ঘরের মানুষটি চুরি করে খেতে খেতে মৌতাতী বনে' বসবেন। তুই জানিসনে, প্রবীর, ওঁর ছোটোখাটো গুটি কয়েক দুর্ব্বলতা আছে।

সে কেমন, দিদি?

শুনবি? মার্কেট্ থেকে সেদিন আমি এক টিন্ ষ্ট্রবেরী জ্যাম

ভাঁড়ার-ঘরে বন্ধ করে রান্না ঘরে গেছি, ভাঁড়ার-ঘরে কিসের একটা শব্দ শুনে আমি ভাবছি, বেরাল মাসী বড্ড ঠকেছেন, ও ঘরে খাবার মতো তাঁর কিছু নেই। মাছটা নামিয়ে রেখে গেলুম sauce-টা আনতে। কাকে দেখলুম বল্ তো? এই বলে সুরুচির সে কী হাসি!—দেখলুম বেরাল মশাই জ্যামের টিন্‌টি কেটে একটি ছোট্ট চাম্‌চেতে করে টিন্‌টি প্রায় নিঃশেষ করে এনেছেন।

ও আর নতুন কী! চারুদার ওটা আদিম দুর্ব্বলতা। ছোটো বেলায় ওর মাকে কি ও কম জ্বালিয়েছে? একধার থেকে চুরী করে খেতো তিন জনের জলখাবার—চারুদাদাকে তুমি পেট ভরে খাওয়াও তো দিদি?

নাইট্ ডিউটী হয়ে ওঁর খাওয়া অনেক কমে গেছে প্রবীর।

কই, জ্যাম চুরির গল্পটা থেকে তা তো মনে হয় না, দিদি?

যাঃ! ওটা একটা অভ্যাস। ধনীলোকেরাও মাঝে মাঝে সখ করে চুরি করেন। সত্যি, নাইট ডিউটী বন্ধ না করলে ওঁর শরীর টিঁকবে না, চাক্‌রীটা যাবে। আমি কী করবো বল! আচ্ছা, আমার কোনো চাকরী জোটে না? বারোটার থেকে ছ'টা অবধি আমি পড়াতে পারি, সেলাই শেখাতে পারি, ধনী কন্যার সঙ্গিনী হয়ে খোস গল্প করতে পারি, তাস খেলতে পারি।

আমরা তোমাকে চাকরী করতে দেবো না, দিদি। তোমার উপর আপাততঃ race-এর দাবী। আগে ও দাবী চুকে যাক।

সুরুচি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, তা বলে তো তাঁর স্বাস্থ্যহানি সইতে পারবো না ভাই!

একটু ধৈর্য্য ধরো, দিদি। বি-এ পরীক্ষার ফলটা বেরিয়ে যাক। চারুদা যদি পাস হয়, অবশ্য ফেল করাই এ যাত্রা তার বরাতে আছে, যে তাটাই লিখেছে এই দু'বছর। যদি পাস হয় তবে অন্য চাকরী

পাবে হয় তো একটা। তখন হয়তো তুমি আর একবার ভোল ফেরাবে, মিসেস বেনেট্ থেকে শ্রীমতী সুরুচি দেবী।

সেই ভালো আমার। বাঙালী হয়ে আবার কবে শাড়ী সিঁদুর পরবো, ঘরের কোণে বন্দিনী হয়ে সুখী হবো। দিবারাত্র সং সেজে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, প্রবীর।

সেটা কেবল তুমি সমাজ পাচ্ছো না বলে। মেমসাহেবদের সঙ্গে মিশতে যদি, তবে দু'দিনে তুমি ওদের একজন হয়ে উঠতে। একটি ইংরেজ সওদাগর-দম্পতির সঙ্গে আমার বিশেষ জানাশুনা আছে, দিদি। কিন্তু চারুদার যে কাজ, মেশবার আসল সময়টা সে ঘুমিয়ে কাটায়, একলা তো তুমি যেতে পারো না আলাপ করতে। আচ্ছা, সামনের রবিবারে তোমাকে ও চারুদাকে নিয়ে ওদের ওখানে চা খেতে যাবো 'খন। আজই ফোন্ করে দিই ; কী বলো, দিদি ?

ও কথা পরে বুঝে বলবো তোকে। ওঁর মত হলে তো! আয়, তুই এক পেয়ালা চা খেয়ে যা।

৩৩

নতুন সমাজ স্থরুচিকে আবিষ্ট করলে। যাদের থেকে সে চিরকাল দূরে থেকে এসেছে, কোনোদিন যাদের সঙ্গে কথা বলবার সাহস পর্য্যন্ত হয় নি, পুরীর সমুদ্রতীরে যাদের ক্রমাগত দেখতে দেখতে তার কৌতূহলের সীমা মানে নি, তাদেরই সঙ্গে তার আলাপপরিচয় নিমন্ত্রণআমন্ত্রণ। তাদেরই পোষাক তার গায়, তাদেরই খাদ্য তার ঘরে, তাদেরই ভাষা তার মুখে ও কানে সহজ হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে রমজানি কয়েকবার এসে তাকে ইংরেজী রান্না শিখিয়ে দিয়ে গেছে।

স্থরুচির অন্তরাত্মা ঘৃণায় সঙ্কুচিত বোধ করলেও মন মোটের উপর খুশীই হলো। একদিকে ম্লেচ্ছতা, আর একদিকে নতুনত্ব।

স্থচারু বল্লে, রবিবারে প্রবীরের বন্ধুর সঙ্গে চা খাবার কথা; বেশ তো! এদিকে আমি মার্লোকে বলে এসেছি রবিবারে আমাদের এখানে চা খাবে।

তা হলে প্রবীরকে বারণ করে দিই? ও তো ফোন্ করেনি আজ।

সেই ভালো। মার্লোর সঙ্গে সারারাত গল্প করতে করতে এমন ভাব হয়ে গেছে যে, ওকে না ডাকলে ভাল দেখায় না। সপ্তাহে মোটে একটি রবিবার।

তোমাদের যে সৃষ্টিছাড়া কাজ! সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন তোমরা আলো জ্বালিয়ে রাতকে দিন করে খাটো।

আমরা রাত জেগে খাটি বলেই না সবাই সচেতন হবামাত্রই পৃথিবীর রাত কেমন কাটলো সে খবর পান! আর আমাদেরই বা আনন্দ কম না! সকালে উঠে কে কী পড়বে রাত থেকে আমরা তা জানি।

ত্রিকালদর্শী ঋষি যদি দেখতে চাও তো তোমার স্বামীর দিকে তাকাও, সু।

নাও, মুখে খাবার পুরে বক বক করতে নেই। বলো দেখি আমি pie রাঁধতে পারি কি না।

পারো গো, পারো। তুমি সব পারো। কোনো দিন যদি চীনেম্যান সাজতে হয় তুমি আমাকে পাখীর বাসা রেঁধে খাওয়াতে পারবে। কিম্বা আরশুলোর আচার। কিম্বা সাত বছরের পুরানো ডিম।

মাগো, কবে মহাপ্রসাদ মুখে দিয়ে শুদ্ধ হবো। তুমি কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান, রোজ গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হচ্ছো।

যেদিন মার্লো চা খেতে এলো সেদিন সুরুচির জীবনে একটা নতুন অধ্যায় খুলে গেলো। উত্তেজনার আতিশয্যে তার কতোরকম ছোটো খাটো ভুল হয়ে যেতে লাগলো। সে যেন কিছুতেই নিখুঁৎভাবে সাজতে পারে না, মার্লো যে তার সাজ দেখে ভুল ধরবেই এবং ভুল ধরে হাসবেই এ ধারণা তার মন থেকে কিছুতেই ঘোচে না। সব ইংরেজ ছেলের মতো মার্লোও খুব আমুদে, কথায় কথায় সে হাসবেই ও হাসাবেই। সুরুচি ভাবলে আর কিছু নয়, সুরুচির রঙ ও সঙ দেখে তার মন হাসছে, তাই নানা ছুতোয় এত হাসি।

মার্লো বল্লে, প্লামকেকটা আমার দিকেই দিন্, মিসেস্ বেনেট্। আমিই কেটে দিই। বাঃ চমৎকার ছুরীটা তো? এ দিয়ে দাড়ি কাটো নাকি হে বেনেট্? এমন ক্ষুরধার হলো কী করে?

সুরুচি তাকে একটা ধারালো ছুরী বাড়িয়ে দিতে গিয়ে ভুল করে একটা চামচ বাড়িয়ে দিলে। তখুনি 'ওঃ' বলে ফিরিয়ে নিলে অবিশ্যি।

তারপর কখন যে-ছুরীতে মাখন মাখিয়েছে সেই ছুরীতেই

জ্যাম মাখিয়েছে—মার্লো দেখে ফেলেছে ভেবে তার মুখ টকটকে লাল হয়ে গেলো। ছল করে ছুরীটাকে মেঝেতে ফেল্লে। মার্লো কুড়িয়ে নিতে উদ্যত হতেই তাকে 'থ্যাঙ্কস্' বলতে গিয়ে 'প্লিজ্' বলে বসেছে!

যাবার সময় মার্লো বল্লে, বেশ আছেন আপনারা, মিসেস্ বেনেট্। বাল্যবিবাহে আমিও বিশ্বাস করি, কিন্তু এমন ঘরণী পাই কোথা? তা বেশ! চা'টি পরম উপভোগ্য হয়েছিলো। ধন্যবাদ মিসেস বেনেট্। আমাদের ওয়াই-এম্-সি-এ'তে একবার বেড়াতে আসবেন না?

সুচারু সুরুচির হয়ে বল্লে, মন্দ আইডিয়া নয়, তবে খালি পুরুষদের আড্ডায় আমার স্ত্রীর যাবার অভ্যেস নেই, কিছু মনে করবে না তো, মার্লো?

কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না। গুড্ ইভনীং, মিসেস্ বেনেট্। চিয়ারিও বেনেট্, ওল্ড্ বোয়।

মার্লো বিদায় নিলে সুরুচি বল্লে, ওঃ! বাঁচা গেলো। আর একটুকু হলে আমি আরও একশোটা ভুল করে বসেছিলুম।

কেন, সু? তুমি তো আজ অসাধারণ পটুতা দেখিয়েছো মেম্ সাহেবিয়ানায়। যেন born-মেমসাহেব। তোমার ঐ ক্রীম্ রঙের ফ্রকখানাতে তোমাকে কী সুন্দর যে মানায়! যেন Rossetti-র আঁকা 'Annunciation'-এর Virgin! তুমি দিন দিন অবর্ণনীয় হয়ে উঠ্ছো, সু।

সুরুচি লজ্জায় ও গর্ব্বে মাথা নত করলে।

সু, আমার যদি অবকাশ থাক্তো আমি তোমার এই নতুন প্রকাশটিকে কাব্যে ধরে রাখতুম। নারীর এই প্রকাশই তো খ্রীষ্টান মিস্টিক্দের মনোহরণ করেছে—immaculate conception!

কুমারীর নিষ্পাপ সরলতা তোমাতে আছে, সু! তুমি মনের দিক থেকে অক্ষতযোনি। ছিঃ চমকে উঠো না। সপ্তাহে একটি দিন পাই তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা কইবার, আমাকে কইতে দাও।

ও যে বড়ো অশ্লীল কথা!

তবে Rossetti-র ছবিখানাও অশ্লীল। তবে সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম খ্রীষ্টান শিল্প অশ্লীল। যা সুন্দর তার শ্লীল অশ্লীল নেই, সু। গর্ভবতী নারীর সৌন্দর্য্য সহজেই কবির কল্পনাকে সক্রিয় করে, প্রমাণ কালিদাস। উপরন্তু সে নারী যদি মেরীর মতো নিষ্পাপ হয় তবে তার সৌন্দর্য্য কবিকে সৃষ্টির আবেগে উন্মাদ করে, প্রমাণ Renaissance যুগের প্রত্যেক চিত্র কবি।

ওগো, তোমার এমন প্রতিভা! কেন তুমি পড়া বন্ধ করে লেখা বন্ধ করে চাক্‌রীতে ঢুক্‌লে?

অজস্র লিখেছি, অসংখ্য পড়েছি, সু। ওতে শান্তি নেই, ও যে বড়ো অক্ষমের কাজ। শান্তি আছে সংগ্রামে—কোনো একটা প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামে। আমি এই ক'মাসে যতো শান্তি পেয়েছি, সু, জীবনে এতো পাইনি। আমি বেশ বোধ করছি, সু, যে, আমিও একজন world shaker.

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে প্রতিদিন কতো যে নতুন অন্যায় করছো, সে কি একবার ভাববার অবকাশ পাও না? একটা আসল মিথ্যার দৈনিক সুদ বাড়তে বাড়তে চলেছে—পরিণাম তার কী মর্ম্মান্তিক হবে বলো তো?

আমি কি তোমাকে বলিনি, সু, যে, মিথ্যাকে গায়ে মেখেই জীবন? মিথ্যার উপর আমার কিছুমাত্র আসক্তি নেই। কিন্তু শুচিবাতিক-গ্রস্তের মতো সত্যবাতিকগ্রস্ত যদি হতে হয় তবে সোজা আত্মহত্যা

করতে হয়। কেন-না, বিচার করলে দেখবে ...নের প্রত্যেক মুহূর্তে একটা না একটা মিথ্যা কথা, মিথ্যা ভাবনা, মিথ্যা কাজ প্রত্যেক মানুষের সহচর। আমি যদি মিথ্যার সঙ্গে স্থায়ী সা... ...তুম তবে আমাকে দোষ দিতে, কিন্তু এক মিথ্যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ... ...আর এক মিথ্যার সঙ্গে সাময়িক সন্ধি করেছি যদিও, তবু ধৈর্য্য ধরো, ... মিথ্যার সঙ্গেও যুদ্ধ করবো আর এক দিন। স্থায়ী সন্ধি আমি সত্যের ...ঙ্গ করেছি—সে সত্য আমার জিজীবিষা।

ওগো তুমি বড়ো 'আমি' দিয়ে কথা বলো। যেন তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

সুচারু হেসে বল্লে, সে কি আর কারো কথা হতো? তোমাকে তো চিনি! তুমি বরঞ্চ মরবে তবু মিথ্যাকে সাথী করবে না!

সুরুচি কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে, মৃত্যুর জন্যে আমার প্রাণ উন্মুখ হয়ে আছে। এতো মিথ্যা! অনর্গল! অনবচ্ছিন্ন! অহোরাত্র

সু, তোমাকে কি আমি কোনো মতেই বাঁচাতে পারি...

তুমি পারবে না। হয় তো সেই হতভাগাটা পারবে, যে আমার গর্ভে আছে। কিন্তু সে তো তোমার চেয়েও মিথ্যা! ও হো হো!—

সু—

সে আমার মধ্যে বাণের মতো বিঁধে আছে। আমি যেখানে ছুটে যাই সেও সঙ্গে যায়—ছায়ার মতো, কলঙ্কের মতো। আমার জীবনের আসল মিথ্যা তো সে-ই গো—তুমি তার প্রথম সুদ।

সু, আমি জানতুম তুমি আমাকে ভালোবেসেছো বলে আমার সঙ্গে এসেছো। এখন আমার চোখ ফুটছে। আমি তোমার কার্য্যসিদ্ধির উপকরণ—তোমার হাতের অস্ত্র।

সুরুচি ব্যঙ্গ করে বল্লে, চোখ ফুটলেই কিছু সব দেখা যায় না, চোখে

অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগাও। কতো কী আবিষ্কার করবে! শুধু কি হাতের অস্ত্র? হাতের পাঁচ! হাতের ঝাড়ু! কী বলো গো, স্বামিন্!

সুচারু চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে বল্লে, Shut up!

সুরুচি অট্টহাস্য করে বল্লে, মারবে না কি? বৌকে না চাবকালে সাহেব হয় না শুনেছি। আমি তো বৌও নই যে মান করে বাপের বাড়ী পালাবো। খেতে পরতে দিয়ে কিনে রেখেচো—রক্ষিতা! লাগাও চাবুক!

সুচারু পাগলের মতো হয়ে সামনের খালি চেয়ারটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দরজাটাকে হুড়ুম করে টেনে দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। নীচের তলার আর্ম্মিনিয়ান বাড়ীওয়ালীর ঘাড়ে গিয়ে পড়তো আর একটু হলে। তার বদলে রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

এরা যে কেমনতরো সাহেব সে বিষয়ে বুড়ীর সঙ্গে বুড়োর প্রায়ই আলোচনা হয়ে থাকে। প্রথম দিন তো মেয়েটি শাড়ী পরেই এসেছিলো। তার পরে হঠাৎ তার ইউরোপীয় পোষাকে জীবন-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। কিন্তু বড়োলোক্ বলেই মনে হয়, মাঝে মাঝে মোটরে করে বেড়াতে যায়, পোষাকও তার ফিরিঙ্গীকুলের পক্ষে দামী। অথচ রঙ দেখে বোঝা যায়, ইউরোপীয় নয়।

প্রতিবেশী ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে এরা মেশে না। কদাচিৎ বাড়ীওয়ালীকে বা তার স্বামীকে দেখলে একবার মাথা নাড়ে ও একটু মৃদু হাসে। এরা যাই হোক, এরা যে উঁচু দরের লোক এ বিষয়ে বুড়োবুড়ীর সংশয় ছিলো না। তাই গায়ে পড়ে আলাপ করতে কোনোদিন তাদের সাহস হয় নি।

সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, ন'টা বাজলো। রবিবারের উপযোগী হালকা 'সাপার' নিয়ে সুরুচি সুচারুর জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলো। সুচারু এলো না। সুচারু যদি আর না আসে, যদি সুরুচিকে একলা ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়! কিম্বা যদি মোটর-চাপা পড়ে! সুরুচি যে সুচারুকে ছেড়ে কতো অসহায় এমন করে তার উপলব্ধি হয় নি। এতো রাত্রে প্রবীরকেই বা সে পায় কোথায়! এ বাড়ীতে ফোন্ নেই, প্রবীরের ফোন্ নম্বর অজ্ঞাত, এমন কি প্রবীরের বাড়ীর নম্বরও ঠিক মনে নেই। সুরুচি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নীচে নেমে এলো। ডাকলে, মিসেস্ বালাকিয়ান্!

কে?

আমি···আমি মিসেস্ বেনেট্।—সুরুচি এই প্রথম নিজ মুখে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিলে।

ওঃ মিসেস্ বেনেট্! আসুন আসুন! কী সৌভাগ্য, এক পেয়ালা কফি দিই?

নো, থ্যাঙ্ক ইউ, মিসেস্ বালাকিয়ান্।—সুরুচি সুচারুকে অভুক্ত রেখে নিজে জলস্পর্শ করতে পারে না।

এটা-ওটা মামুলী কথাবার্ত্তার পর, সুরুচি বল্লে, মিষ্টার বেনেট্ রাগ করে কোথায় চলে গেছেন, এখনো ফিরছেন না, মিসেস্ বালাকিয়ান্।

ও ডিয়ার! তাই নাকি! তা ভয় কি মিসেস্ বেনেট্, স্বামীরা মাঝে মাঝে অমন অবুঝ হয়েই থাকে, পুরুষজাতটাই বদ্‌রাগী। ক্ষিদে পেলে ঠিক ফিরে আসবেন, দেখবেন আমি যা বলেছি ঠিক বলেছি কি না। আপনাকে একটা গল্প বলি। আমার স্বামী একবার—

দোহাই আপনার, মিসেস্ বালাকিয়ান্। গল্প শোনবার মতো অবস্থা আমার নয়। আপনি কি মিষ্টার বেনেটের খোঁজে একবার কাউকে পাঠাতে পারবেন? আমি বখশিস দেবো।

সে কথা এতোক্ষণ বলেন নি? আমার বুড়ো আনন্দে যাবে, একটুও দেরি করবে না। আন্দাজ করে বলুন কোথায় তাঁকে পাওয়া যেতে পারে—কোনো বন্ধুর বাড়ী?

আর একটু পরেই তাঁর ডিউটী আরম্ভ হবে 'সুপারম্যান্' কাগজের আপিসে। সেখানে নিশ্চয়ই তাঁকে পাওয়া যাবে। দয়া করে যদি মিষ্টার বালাকিয়ান্ একবার শুধু দেখে আসেন যে তিনি আছেন, তা হলেই যথেষ্ট এবং আর একটু দয়া করেন যদি তো কিছু খাবার তাঁর জন্যে পাঠাই।

বুড়ো বালাকিয়ান্ সুরুচিকে আশ্বাস দিয়ে খাবার হাতে করে

রওয়ানা হলো। সুরুচি বুড়ী বালাকিয়ানকে গুড্ নাইট্ ক
শোবার আয়োজন করছে এমন সময় বুড়ী নীচের থেকে চীৎকা
করে বল্লে, মিসেস্ বেনেট্, দরজা খুলে রাখুন। মিষ্টার বেনে
এসেছেন।—সুরুচির বুকে দমাদম হাতুড়ী পড়তে লাগলো।

সুচারুকে দরজা খুলে দিতেই সে খপ করে সুরুচির দুটি হাত ধ
ধরা গলায় বল্লে, ক্ষমা করেছো কি না বলো। না করে থাকলে ফি
যাবো।

যদি করে থাকি?

তবে আজ আর ফিরবো না, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো।

ওমা, তোমার ডিউটী?

এইমাত্র মার্লোকে বলে এলুম আমি হয় তো আসবো না, সে যে
আমার কাজটাও চালিয়ে দেয়। সোমবারের কাগজ তো কবে থেকে
ছাপা হয়েই রয়েছে, কয়েকটা টাটকা টেলিগ্রাম ছেপে দিতে হবে
শুধু

এসো, তোমার খাবার তোলা রয়েছে, খেয়ে ঠাণ্ডা হও আগে।—
সুরুচি নিজের খাবার সুচারুকে দিলে। সুচারু ধরে নিলে যে সুরুচির
খাওয়া যথাকালে হয়ে গেছে।

খাওয়া শেষ হলে সুরুচি বল্লে, কোন্ ঘরে শোবে? ও-ঘরে, না,
এ ঘরে?

এই ঘরেই শোবো আগের মতো। Settee-র উপর বিছানা পেতে
নিচ্ছি। না, না, তোমাকে খাটতে দেবো না, সু।

নীচে থেকে বালাকিয়ান্ ডাকলে, একস্‌কিউজ মী, মিষ্টার বেনেট্
ঘরে আছেন কি?—সুচারু ক্ষণকালের জন্যে নীচে নেমে গেলো ও
খাবারের চাঙাড়ি হাতে করে উপরে উঠে এলো।

সু, এ কী ব্যাপার ? এ খাবার কার ভাগ থেকে কেটে পাঠিয়েছিলে ? চুপ করে কেন ? তোমার ভাগ ? তুমি তবে খাওনি ? রাণী আমার, এসো, খাইয়ে দিই।

সুরুচি অভিমানে ও ক্ষুধায় চোখের জল ঝরালে। সুচারু জোর করে চোখ মুছে দিলে ও কাছে বসে প্রত্যেকটি জিনিষ খাওয়ালে। রবিবারে ঠাণ্ডা সাপার খাওয়াই রীতি। এক গ্লাস দুধ ছাড়া আর কিছুই গরম করতে হলো না। কিন্তু দুধ কি সুরুচি বড়ো সহজে খায় ? দুধের উপর তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে। রোজ আধঘণ্টা ধরে দুধ-সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক মানঅভিমান হলে পরে সুরুচি ঢক্ করে দুধটুকু কুইনিনের মতো গলাধঃকরণ করে। আজ সুরুচি লক্ষ্মীমেয়ে হলো। একটা বোঝাপড়ার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলো।

সুচারু বল্লে, সু, সত্যের দাবী মেনে কাল যদি প্রকাশ করো যে তুমি জীবিত, তবে পরশু আমার নামে নারীহরণের মামলা হবে। তুমি একে হিন্দুনারী, তার উপর নাবালিকা—তোমার কোনো দায়িত্ব নেই, সবটা আমার। তার ফলে আমি জেলে যাবো, তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল।

উঃ! এতো বড়ো অন্যায়!

এতো বড়ো অন্যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন আমার রণ তখন জেলে যেতে আমার এতোটুকুও অনিচ্ছা নেই—কার জন্যে বাইরে থাকবো ? বরঞ্চ আমি জেলে গেলে আইন বদ্‌লাতে পারে।

একসঙ্গে দু'জনের জেল হয় না ?

পগল ? হলেই বা! তুমি থাকবে মেয়েদের জেলে, আমি পুরুষদের জেলে।

ওগো, তাই নাকি ?

তা না তো কী ?

তবে সত্যের দাবী শিকেয় তোলা থাক্। অমন আইনের মুখে আগুন।

স্থ, আর একটা কথা। তুমি জীবিত বলে যদি না ঘোষণা করো তবে কোনোদিন সমাজের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রাম অসম্ভব। তার মানে সমাজকে জানিয়ে তুমি আমি বিয়ে করতে পারবো না কোনোদিন।

বিয়ে নাই বা করলুম।

নাই বা করলুম ? তবে কেমন করে কী হবে ?

কেমন করে কী হবে !

স্থ, আমি এই ক'মাসে ঢের বেশী প্র্যাক্টিক্যাল্ হয়েছি এবং ঢের কম বিদ্রোহী। আমার ছেলেকে কেউ জারজ বলবে এ আমি সইতে পারবো না।

আমিও সইতে পারবো না।

তা হলে আমাদের ছেলে হবে না। সে যে কী অভাব তা তুমি হয় তো বোধ করবে না, কারণ তোমার একটি থাকবে। কিন্তু আমার সারাটা জীবন যাবে, কেউ একটিবার বাবা বলে ডাকবে না।

সে এমন কী কষ্ট ?

ভারি গভীর কষ্ট। তুমি জানো না পুরুষমানুষের সন্তান-ক্ষুধা কী নিষ্ঠুর ! নেপোলিয়ন সেই জন্য জোসেফিন্‌কে ত্যাগ করলেন। কতো প্রেমময় স্বামী কতো প্রেমময়ী স্ত্রীকে সেই একটি কারণে ত্যাগ করেছেন। করে আবার বিয়ে করেছেন।

তবে তুমিও আর কাউকে বিয়ে কোরো।

অসম্ভব। সু, তুমিই একমাত্র নারী যে আমার মানস-সন্তানের জননী হতে পারে। আমার কতো সাধের dream child! সু, আমার একটি মেয়ে চাই, সে দেখতে ঠিক তোমার মতো হবে।

সুরুচি হেসে লুটিয়ে পড়লো! বল্লে, একুশ বছর তোমার বয়স। এরই মধ্যে এতো সাধ?

এ সাধ যে আমার ছিলো সে কি আমি জানতুম! তুমি তো জাগিয়ে দিলে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। তুমি মা হতে যাচ্ছো, আমি বাবা কেন হবো না, এই ঈর্ষ্যাই তো ক্ষুধাকে অকালে জাগালে!

আমি সাধ করে মা হতে যাচ্ছি কি-না! আচ্ছা, তোমার অবস্থা আমার মতো কেউ করে না? তা হলে আমি আনন্দে হরির লুঠ দিই। —সুরুচি হেসে লুটোপাটি খেতে লাগলো।

তামাসার কথা নয়, সু। মানুষের সন্তান-স্পৃহা স্বাভাবিক। যাদের নেই তারা মানুষই নয়, তারা দেবতাও নয়—এমন কি, পশুও নয়। তারা—তারা ভূত।

ভূতেরও সন্তান-ক্ষুধার গল্প আছে গো।

তবে তারা কিছুই নয়। তারা নগণ্য। কী বলছিলুম, আমার সন্তান চাই। এবং সে সন্তান আর কারো কাছে চাইনে। চাই তোমার কাছে। এই আমার স্পষ্ট কথা। অন্যের কাছে পাওয়া ছেলের চেয়ে ছেলে না থাকাও ভালো। তোমাকে যদি না বিয়ে করতে পাই তবে আমি বিয়েই করবো না, সু।

সুরুচি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলো।

কিন্তু বিয়ে যে তোমাকে কেমন করে করবো উপায় দেখছিনে, সু।

লুকিয়ে যদি করি বিগ্যামী হবে। প্রকাশ্যে যদি করতে যাই তা আগে জেল হবে।

সুরুচি গভীর ভাবে বল্লে, আইনে কী বলে তা প্রবীরে মুকুলদা বলেছিলেন তাকে। হিন্দুমতে তো হতেই পারে না বিয়ে হিন্দুমেয়ে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হলেও তার পূর্ব্ব স্বামীর বিন সম্মতিতে বিয়ে করতে পারে না। তার মানে, আমি যদি মুসলমান ব খ্রীষ্টান হতুম ও তুমি যদি আমার স্বামীর পায়ে ধরতে তবে আমাদের বিয়ের সম্ভাবনা ছিলো।

বুঝেছি। তুমি কোনো কালে আমাকে এতো ভালোবাসবে না যে, আমার খাতিরে ধর্ম্ম বদ্‌লাবে এবং আমিও তোমাকে এতো ভালোবাসি যে আমার খাতিরে তোমাকে ধর্ম্ম বদ্‌লাতে বলবো না। তারপরে তোমার স্বামী মহাশয়ের পা ধরলেও তিনি তাঁর আইনসঙ্গত অধিকার ছাড়তে রাজি হবেন না, সম্ভবত তিনি আবার বিয়ে করেছেন না করবেন এবং একটি হিন্দু স্ত্রী থাকা সত্বেও খ্রীষ্টান স্ত্রীটিকে হাতছাড়া করবেন না। কারণ, সেটি তার ছেলের মা, ছেলের খাতিরে দরকারী।

দূর হোক এসব জল্পনা। তুমি কি আজ শোবে না?

কেন, তোমার ঘুম পাচ্ছে?

ঘুমের অপরাধ কী! অন্যদিন এতোক্ষণে অর্দ্ধেক ঘুম হয়ে গেছে।

সু, আর এক উপায় আছে। বহুদূর বিদেশে গিয়ে বসবাস করি— রাশিয়ায় কিম্বা টার্কীতে কিম্বা আমেরিকায়।

ও কথা আজ থাক্। ছেলে তো তুমি আজই চাও না। চাও নাকি গো?

সুচারু সুরুচির ভীতি দেখে হেসে ফেল্লে। বল্লে, না, আজ তুমি নির্ভয়ে ঘুমোও। ভালো কথা, সু, ছেলে আমি চাইনে, চাই মেয়ে।

মর্থাৎ একটি যদি হয় সেটি যেন মেয়ে হয়। একাধিক হলে পরে চিন্তা করা যাবে।

ও বাবা! দাবী কম নয়! একাধিক! কোন্ দিন বলবে একাধিক এক সহস্র! আচ্ছা, স্বপ্ন দেখো! গুড্ নাইট্।

গুড্ নাইট্।

পরদিন সুচারু ও সুরুচি হাত-ধরাধরি করে বাজার করতে যাচ্ছে, মিসেস্ বালাকিয়ান সুরুচিকে এক মিনিটের জন্যে একান্তে ডেকে নিলে। বল্লে, কেমন? যা বলেছিলুম তা সত্যি কি না? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া—হোমে যেমন এপ্রিল মাসের বৃষ্টি, এই আসে তো এই ছাড়ে। তা আপনাকে একটা সুপরামর্শ দিই, মিসেস্ বেনেট্—স্বামী জাতটাই বেইমান। যে স্ত্রী বিশ বছর তার ঘর করলে, তাকে দশটি সন্তান উপহার দিলে,—এই যেমন আপনি একটি দিতে যাচ্ছেন,—যে স্ত্রী তার বিপদের এন্জেল্, সম্পদের দাসী, সেই স্ত্রীকে ছেড়ে একটা পুঁচকে ছুঁড়ীর পেছন নিতে তার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না!

আপনি এসব কী বক্‌ছেন, মিসেস্ বালাকিয়ান! মিষ্টার বেনেট্ যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

ওঃ মাফ করবেন, মিসেস্ বেনেট্। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলুম। বলছিলুম কি, আপনি মুখে পাউডার মাখেন না, সেই জন্যেই তো ঝগড়াটা হলো! না, না, হাসবেন না, আপনি ছেলেমানুষ, স্বামীদের ধরণ-ধারণ জানতে সময় লাগবে। হয় তো কোথাও সুন্দর মেয়ে দেখে এসেছেন, মনে মনে জ্বলে পুড়ে মরছেন, আমার বৌ কেন তেমন সুন্দর নয়—কিছু মনে করবেন না, মিসেস্ বেনেট্, আমার চোখে আপনি অসামান্য সুন্দর—হাঁ কি বলছিলুম, মনে মনে স্ত্রীর রূপের খুঁৎ ধরছেন, অথচ বাইরে খুঁৎ খুঁৎ করছেন রান্না কেন ভালো হয় নি, টেবিল ক্লথে কেন ধুলো, ছুরীটা কেন ভোঁতা—

অনেক ধন্যবাদ, মিসেস্ বালাকিয়ান। একদিন আপনাকে চা'তে ডেকে গল্প করবো। গুড্ মর্ণিং।

সুচারু বল্লে, বুড়ীটা কী এতো বকছিলো?

বলছিলো কেমন করে স্বামীকে বশ করতে হয়। স্বামীরা কেমন বেইমান। তুমি নাকি আমার রঙ কালো বলে রাগ করে চলে গেছলে কাল। এই সব।

এ তো ভারি সীরিয়াস ব্যাপার! রোজ রোজ বলে বলে শেষে যদি আমার উপর তোমার সন্দেহ জাগিয়ে দেয়, তবে?

তবে আর কি? তুমি আমার সন্দেহ দূর করে দিয়ো। অথবা আমাকে শাস্তি দিয়ো।

আজকের এই সুন্দর সকালটি বিষিয়ে দিলে ঐ বুড়ী। এসো, আমরা ও সব ভুলতে চেষ্টা করি।

মার্কেটে এক পুরাতন ইয়ারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুচারু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অপরিচয়ের ভাণ করলে। কিন্তু সেই ছেলেটি ভদ্রতার মাথা খেয়ে সুচারুর সঙ্গিনীকে অগ্রাহ্য করে সোজা এসে সুচারুর কাঁধে ঝাঁকানি দিলে।—কিরে কোথায় ডুব মেরেছিস্? টিকিটিও দেখতে পাইনে! কী করে দেখবো, হ্যাট চাপা দিয়েছিস্! মাইরি তোর লেখাও আজকাল দেখিনে, দলের সবাই আফশোস করছে, 'গণশক্তি'র অনেকগুলো সপ্তাহ ফাঁক গেছে, 'হিল্লোল' আর ক'দিন তোর পুরানো লেখা ছাপবে!

মার্কেটের লোকের সামনে বেনেট্ সাহেবের মেমকে অগ্রাহ্য করে সাহেবের সঙ্গে বাংলাতে ইয়ার্কী করে, এতো বড়ো আস্পর্দ্ধা! এমন অভদ্র! সুচারু লজ্জায় ক্রোধে অপমানে মূক হয়ে গেছলো। ইংরেজীতে বল্লে, মাফ করবেন, আপনি চিনতে ভুল করেছেন, আমি 'সুপারম্যান্'

কাগজের চার্লস্ বেনেট্। এবং আপনার লক্ষ্য করা উচিত ছিলো যে, আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন।

ছেলেটি অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো। ফেরবার পথে সুরুচি বল্লে, ছেলেটি কে গো!

পবিত্র পাল। আমাদের Pre-Tagorite Brotherhood-এর মস্ত লিখিয়ে।

ওঃ পবিত্র পাল! সেই যিনি কলের কুলীদের সম্বন্ধে ছোটো গল্প লেখেন? চেহারা দেখে তো মনে হলো না কুলীদের মতো? নাদুস নুদুস জামাইবাবুটি যেন।

পবিত্র কিছুদিন একটা চটকলের কেরাণী ছিল বটে, তারপর থেকে শ্বশুরের সঙ্গে কোর্টে যাওয়া আসা করছে, ওর ইচ্ছে আছে আসামীদের মনস্তত্ত্ব লিখবে। বেশ ছেলেটি, কোনো রকম হিংসা দ্বেষ নেই ওর। মনটা সাদা বলে গড়নটা মোটা।

বেচারাকে কঠিন ঘা দিলে, কিন্তু ফল কী হলো?. কদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে?

সে কথা খেয়াল হয় নি, সু। সাহেবী কেতা জানে না বলে চটে আগুন হয়েছিলুম। অত্যন্ত ভুল চাল চেলেছি। হয় তো খেলা মাৎ হবে।

সুচারুর রাগ পড়লো গিয়ে সেই বালাকিয়ান্ বুড়ীটার উপর। সেই তো সকালবেলা তার মেজাজ খারাপ করে দিলে। বুড়ীকে দেখে সে মিষ্টি হাসলে না, তার অভিবাদনের উত্তর দিলে না। সুচারু ভাবলে, কাল রাত্রে তো ঘুমিয়েছি, আজ দুপুরে একবার পবিত্রর সন্ধানে পুলিশ কোর্টে গেলে হয়।

শিয়ালদা পুলিশকোর্টে পবিত্রকে স্লিপ পাঠিয়ে দিলে। পবিত্র ছুটে

বেরিয়ে এসে দেখলে—সুচারু নয়, সেই চার্লস্ বেনেট্। মুহূর্ত্তের মধ্যে পবিত্রের নশ্বর দেহ কঠোর হয়ে গেলো। সে ফণা তুলে ইংরেজীতে বল্লে, মাফ করবেন, আপনাকে আমি চিনিনে। আপনি 'প্রাগ-রবীন্দ্র সংসদে'র সুচারু বন্দ্যোপাধ্যায় নন্। এবং আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে, আপনার হাতে বিয়ের আংটি আছে, সুচারু অবিবাহিত।

পবিত্রদা, ক্ষমা চাইতেই এতো দূর এসেছি।

পবিত্র বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে, ওকথা মুখে আনিসনে, চারু। আয় কোথাও বেড়াতে যাই।—এই বলে পবিত্র একখানা স্লিপ লিখে শ্বশুরকে পাঠিয়ে দিলে ও সুচারুকে টেনে নিয়ে একটা সরবতের দোকানে ঢুকলে।—তারপর, বল্ কি বৃত্তান্ত। প্রেমে পড়েছিস্ তার সঙ্গে ? সিবিল্ ম্যারেজ ? খৃষ্টান হয়ে নাম বদলেছিস্ না কি রে ?

ওটা আমার pen-name, পবিত্রদা, সুবিধের খাতিরে ঐটে চালাই। মেয়েটি জানে আমি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মার্কেটের লোকেও তাই ভাবে। তুমি আমাকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছিলে আর কি ! তাই তোমাকে অমন করে ভাগিয়ে দিলুম, পবিত্রদা। তারপর ক্ষমা চাইতে এসেছি।

হো হো হো হো ! Sinking sinking water drinking ; Siva's father not even thinking ! তা হলে তুই আমাদের ছাড়লি ? বাংলাসাহিত্য থেকেও বিদায় ? 'সুপারম্যান'-এ যে C. P. স্বাক্ষরিত পুস্তক-সমালোচনা বেরয় সে কার লেখা ? তোর ? বেশ লিখিস্ ইংরেজী। এদিকে গুজব শুনছি, তুই ইংরেজীতেই ফেল্ করেছিস্, তোর কেস্ আণ্ডার কন্‌সিডারেশন্।

I say ! ফেল্ যদি করি তবে তো মুস্কিল। আবার আমি ফোর্থ ইয়ারে নাম লেখাতে পারবো না। আর পাঠ্যপুস্তক পড়তেও ছাই ভালো লাগে না।

তোর ভাবনাটা কিসের, শুনি? বাজারে বি-এ ডিগ্রীর যা দাম তার দু'গুণ তুই এমনিতেই পাচ্ছিস্।

এমনিতেই না, পবিত্রদা। সারা রাত জাগতে হয়। দিনে ঘুমুই। লেখবার অবকাশ তো গেছেই, বাংলা লেখবার অভ্যাসও থাকছে না। তোমরা তো জানো আমি সৌখীন সাহিত্যিক নই। সাহিত্য আমার সাধ নয়, সাধনা। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা কি সোজা কাজ? যতোক্ষণ আমি ঘুমুই ততোক্ষণ তিনি লেখেন, যতোক্ষণ আমি প্রুফ দেখি, ততোক্ষণ তিনি ভেবে রাখেন। তিনি রোজ যতোখানি সৃষ্টি করেন আমি মাসান্তেও ততোখানি পারিনে।

তবে তুই করতে চাস্ কী তাই বল্ না? উকীল হবি? লেক্‌চারার? হাকিম? ওসব হলো নেহাৎ দিশী মানুষের কাজ—তোর মেমসাহেব খুসী হবেন না।

সেই তো আমার ভাবনা, পবিত্রদা। বাংলাসাহিত্য আমাকে বাংলায় টানছে, বৌ টানছে জাপানে কি আমেরিকায়। দুই সমান প্রিয়। মাইকেল মধুসূদনের পরে এমন দোটানায় কেউ পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের মতো সরল রেখায় জীবনের তীর ছুঁড়লে মাইকেলও বিশ্বসাহিত্যের লক্ষ্যভেদ করতেন।

আজ ওসব রাখ্। দে দেখি আমাকে তোর নিজের গল্পের প্লট। কেমন করে প্রথম দেখা হলো, কি দিয়ে হৃদয়হরণ করলি, অবস্থা কেমন তাঁদের, কাল্‌চার কদ্দুর। ওটা কি এন্‌গেজ্‌মেন্ট রিং, না, ওয়েডিং রিং?

ওয়েডিং রিং।

সত্যি বিয়ে করেছিস্? এই ক'মাসের মধ্যেই পরিচয়, প্রেম, পরিণয়? *Veni Vedi Vici*! তোর ভাগ্য দেখে হিংসে হয়, চারু! এতো চেষ্টা

করেও একটা রোমান্স জোটাতে পারলুম না, শ্বশুরকে ভালবেসে তাঁর কন্যাটিকে উদ্ধার করলুম। কাণা মেয়ে—কিন্তু কী উজ্জল তার দৃষ্টি আর মধুর তার হৃদয়! আমি একটুও অসুখী হইনি রে, চারু। সুখে আমার বুক উথলে পড়ছে। তুই আয়, তোকে দেখাবো আমার তাকে।

সে এক মস্ত obligation, পবিত্রদা। বিনিময়ে তুমি চাইবে আমার তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। আজ সকালেই যা ম্যানার্সের নমুনা দেখালে—তাঁর চক্ষু স্থির!

অন্যায় হয়ে গেছে রে চারু—বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে। তা আমি বাঙালী মানুষ, তোদের ফিরিঙ্গী সমাজের কি জানি! মেমসাহেবকে বুঝিয়ে বলিস্, যেন স্বামীর স্বজাতীয় বলে এই ড্যাম্ নেটিব্‌টাকে ক্ষমা করেন।

পবিত্রর সঙ্গে আরো অনেক কথা হলো। বিদায়ের সময় পবিত্র বল্লে, সময় করতে পারলে আর একদিন আসিস্। দেশে থেকেও অমন করে বিদেশে থাকতে নেই। দলের লোককে তোর কীর্ত্তি বলবো।

বোলো না, পবিত্রদা। রটতে রটতে কাশী এবং পুরী এবং ঢাকা অবধি যাবে—আমার আত্মীয়রা জানবে। মাস ছ'য়েক যাক, আমি নিজেই জানাবো।

তখন কিন্তু খাওয়াস্, বলে রাখছি।

বহুৎ আচ্ছা!

সুচারু একটা চলন্ত ট্রাম ধরে পবিত্রর উদ্দেশ্যে রুমাল নাড়লে। খেলা মাং হবে না।

সুরুচির আশা ছিলো প্রবীর তাকে একদিন তার সওদাগর-বন্ধু ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। কোনো ভদ্র ইংরেজ মহিলার সঙ্গে বন্ধুতা করে' খাঁটি ইংরেজী বেশভূষা ও আচার আচরণ আয়ত্ত করবার আকাঙ্ক্ষা তার ক্রমেই প্রবল হচ্ছিল। তাঁর সাহায্যে হয় তো ভালো সেলাই শিখে ও ভাষা শিখে অবসর কালের উপযোগী কাজকর্ম্ম জোগাড় করতে পারবে।

কিন্তু প্রবীর আর আসে না। প্রবীরের অভাব সুচারুর সয়ে গেছে, সুচারু গা করলে না। কিন্তু সুরুচির দিনের বেলাটা নীরস হয়ে গেলো। প্রবীরকে একখানা চিঠি লেখা উচিত কি-না ভাবলে। সে চিঠি আর কারো হাতে পড়লে প্রবীর হয় তো মুস্কিলে পড়বে। প্রবীর মুস্কিলে পড়েনি তো? তার গুরুজনেরা তার গতিবিধির উপর পাহারা বসান নি তো? সুরুচি চিঠি লেখার খেয়াল ছেড়ে দিলে।

সুচারু একদিন জিজ্ঞাসা করলে, প্রবীর আসবে না আজ?

কি জানি। প্রবীরকে তো কয়েক দিন থেকে দেখছি নে।

অসুখ করেছে না-কি তার? এগজামিন তো নেই। ভালো কথা, সু, আমি ফেল্ করেছি তা জানো?

ফে—ল্ করেছো!

আশ্চর্য্য হবার কী আছে? দিনরাত সাহিত্য করলে কি কেউ পাশ হতে পারে? রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—কেই-বা পাশ হোয়েছেন, শুনি?

তুমি কি ঐ খবরের কাগজের আপিসে রাত জেগে শরীর নষ্ট করতে থাকবে না-কি? তোমার স্বাস্থ্য যে যাচ্ছে!

হুঁ! সবদিক আগলে রাখা যায় না! ঐটে আমার ত্যাগস্বীকার।

না গো, স্বাস্থ্যত্যাগ করতে কেউ কোথাও বলেনি। দেহত্যাগ প্রাণত্যাগ স্বার্থত্যাগ, এসব ত্যাগ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু স্বাস্থ্যত্যাগ!

সুচারু ভারী খুসী হলো সুরুচির উৎকণ্ঠা দেখে। বল্লে, নাইট ডিউটী কি রোজ রোজ ভালো লাগে করতে? যদিও তাতে গল্প-গুজব করার সুযোগ বেশী। কথা হচ্ছে, সাহেবকে বলে অন্য বন্দোবস্ত যদি করাই তবে রাত্রে এই settee-র উপর রোজ রোজ পোষাবে না। যতোদিন না আর একটা শোবার ঘর afford করতে পারি ততোদিন নাইট ডিউটীই ভালো। তা ছাড়া, আরো একটা ভাববার কথা আছে, সু। বলতে সাহস পাচ্ছিনে।

আমি অভয় দিচ্ছি।

যুবতী নারীর সঙ্গে একবাড়ীতে রাত কাটানোর অনেক প্রলোভন। এক একটা মুহূর্ত্ত আসে—মানুষকে উন্মাদ করে দেয়। পাছে তেমনি কোনো মুহূর্ত্তে তোমার প্রতি অন্যায় করি সেই ভয়ে আমি সপ্তাহে একটি রাত বাড়ীতে থাকি ও সে রাতটা শরীরকে কষ্ট দিয়ে settee-র উপর শুই।

সুরুচি অবাক হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ পরে যখন তার মুখে কথা ফুটলো তখন সে বল্লে, ধন্য।

সুরুচি অনেক চিন্তা করেও এর প্রতিকার পেলে না। একদিকে সুচারুর স্বাস্থ্য, অপরদিকে নিজের ধর্ম্ম। একমাত্র প্রতিকার, যদি দুজনে আলাদা বাড়ীতে থাকে। কিন্তু তা হলে যে জীবনে কোনো সুখ থাকে না, জীবন অতি স্বার্থপরের মত হয়। কাকে রেঁধে খাওয়াবে, কার সেবা করবে? একাকী থাকতেও তার ভয় করে। তবু কথাটা পাড়লে। বল্লে,

তুমি যদি মেসে থাকো আর আমি থাকি এর চেয়ে ছোটো একটা বাসায় তা হলে তো নাইট ডিউটী করতে হয় না ?

তা হলে অনেক কুৎসা রটে। কে এই একাকিনী মেয়েটি ? গৃহস্থ বধূ, না, বেশ্যা ? কেন ঐ লোকটা মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে ? তোমাকে অরক্ষিতা পেয়ে তোমার প্রতিবেশীরা তোমাকে fair game মনে করবে ! তাদের কৃপাদৃষ্টি তোমাকে পাড়া-ছাড়া করবে। যে-পাড়ায় যাবে সে-পাড়ায় এই জঞ্জাল। শেষে তুমি বাধ্য হয়ে এই পরিচয় দিয়ে আত্মরক্ষা করবে যে তুমি একজনের রক্ষিতা। সেটা খুব নিরাপদও নয়, কেন-না আমার পেছনে গুণ্ডা লাগবে এবং তোমারও অপমান কমবে না।

সুরুচি মূঢ়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপরে লাফিয়ে উঠে বল্লে, পেয়েছি উপায় ! অতি সোজা কথাটা অনেক সময় সব শেষে মনে পড়ে।

বলোই না !

আমি শোবার সময় দরজায় খিল দিয়ে শোব।

এতো অবিশ্বাস !

সুরুচির মুখ কালো হয়ে গেলো। সে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, লক্ষ্মীটি, তুমি ওমন ভয় দেখালে বলে আমি ওকথা বল্লুম। এতদিন দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়েছি—তুমি যেদিন বাড়ী আছো সেদিনও—তোমাকে বিশ্বাস করি কি-না প্রমাণ পাওনি কি ? তুমি অমন ভয় না দেখালে আমি দরজা খোলা রেখেই তোমার ভদ্রতার উপর নিজেকে ছেড়ে দিতুম। দিতে রাজীও আছি, প্রিয়তম।

তুমি বিশ্বাস করলেও আমি নিজেকে বিশ্বাস করিনে, সু। মানুষের ও-রিপু এতো দুর্দান্ত যে মহা মহা মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। ওর জন্যে

ouble lock চাই, স্থ ! তুমিই খিল দিয়ো। আমিও। কে জানে মিই কোনোদিন লোভ দেখাতে আসবে কি না।

স্থরুচির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। বল্লে, নেহাৎ ভুল বলোনি।

স্থচারু কৌতূহলী হয়ে বল্লে, কী রকম ?

স্থরুচি আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে বল্লে, আমিও তো মানুষ। এবং মি এখনও কুমার।

তার মানে কী স্থ ?

তার মানে কুমার পুরুষের তপোভঙ্গ করবার গৌরব প্রত্যেক নারী কামনা করে।—এই বলে স্থরুচি উঠে পালাতে চাইলে।

স্থচারুর কল্পনার উপর বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সে বল্লে, স্থ !

কী ?

তোমার স্বামী যে কুমার ছিলেন না তাই কি তোমার বিদ্বেষ ?

যাও ! স্থরুচি মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। স্থচারু যেন হঠাৎ একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলে। আশ্চর্য্য ! কৌমার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা সকলেরই আছে—তারও। স্থরুচিকে সে কুমারী ভেবেই সুখ পায়। স্থরুচি কুমারী। ন্যায়ত কুমারী। সে স্থির করলে স্থরুচিকে মেরী নামে ডাকবে।

স্থরুচি বাইরে যাবার কাপড় পরে এলো। বল্লে, চলো না, আমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে। গত রবিবারে প্রবীর আসেনি। এ রবিবারেও এলো না। ওর যে কী হয়েছে একবার খবর নিলে হয় না ?

আচ্ছা আমি ওকে ফোন্ করবো। একখানা চিঠিও লেখে না। হয় তো সাংঘাতিক অসুখ। আগে খবর নেওয়া উচিত ছিলো, মেরী।

মেরী কাকে বলছো গো ?

তোমাকে। কুমারী মেরীর মতো তুমি ন্যায়ত কুমারী। এই বলে স্থচারু তাকে মনে মনে চুম্বন করলে—খ্রীষ্টান মিষ্টিকের মতো।

একটা দোকানে গিয়ে প্রবীরকে ফোন্ করলে।

ওধার থেকে উত্তর এলো, হ্যালো। (নীচের সব কথাবার্তা ইংরেজীতে।)

প্রবীর বাড়ী আছে?

আমিই প্রবীর। আপনি?

আমি চার্লস। চার্লস্ বেনেট।

আরে, চারুদা? কী খবর?

খবর তো তোরই বলবার কথা। আসিস্‌নে কেন? অসুখ করেছে?

ভয়ানক অসুখ! দেহের নয়, মনের।

আশ্বস্ত হলুম। কী করছিস্?

সবাই উপাসনায় গেছে। বাড়ী পাহারা দিচ্ছি। তার একটু সূক্ষ্ম অর্থ আছে।

বল্ না?

একটু আগে একজনের সঙ্গে ফোনে প্রেমালাপ করছিলুম। আবার করবো। তুমি শীগ্‌গির সারো।

ভাগ্যবতীটি কে?

মুকুলদার বোন—মালিনী চন্দ্র! ডায়োসীসানে পড়ে। এমন মেয়ে এদেশে আছে জানতুম না। যেন Jane Austen-দের দেশে Emily Bronte.

কবে আসছিস্, বল্? আমরা গল্পটা শুনতে চাই।

আমার সকালগুলো booked—তাকে পড়াতে যাই। তোমার বিকালগুলো booked—তুমি ঘুমাও।

মধ্যপন্থা বলো।

কাল ডিনারে আয়। ঠিক আটটায়।

আচ্ছা।

চীয়ারিও।

চীয়ারিও!

সুচারু ফোন্ ছেড়ে দাম চুকিয়ে দিয়ে সুরুচির হাত ধরে' বেরতেই সুরুচি বল্লে, 'ভাগ্যবতীটি কে?' বলছিলে। প্রবীর বিয়ে করছে না-কি?

প্রেমে পড়েছে। তোমার মুখ শুকিয়ে গেলো যে! হিংসে হচ্ছে?

ছিঃ! কী যে বলো!

প্রবীর আমার ভাই। ভাইটি পর হয়ে গেলো। মালিনী চন্দ্র নামে মেয়ে, তাকে সকালে পড়ায় ও বিকালে ফোন্ করে। হায় গো মেরী!

তোমার বড় ছোট মন। বিদ্বান হলে কী হয়!

সত্যি বলো, তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে না?

বরং আনন্দ হচ্ছে, প্রবীরের বৌ হয় তো তার বোনদের মতো হবে না, হয় তো আমাকে স্নেহ করবে।

স্নেহ করবে! বিয়ের পরে ঠিক সংসারী বনে' যাবে দেখো। লোক-নিন্দের ভয়ে থরথর করবে।

তুমি ভাবছো তুমি একাই আদর্শবাদী, তুমিই একমাত্র ত্যাগী পুরুষ। প্রবীর যেন কিছু কম! অকৃতজ্ঞ! এখনো তার টাকা ধারো।

তবে তুমি প্রবীরের স্কন্ধে ভর করলে না কেন? ওর দেদার টাকা, ওকে টাকার জন্যে রক্ত জল করতে হয় না।

ভাইয়ের উপর বোন ভর করবেই তো। চিরদিন তুমি যে আমাকে পুষবে না, সে কি আমি বুঝিনে? আজো ধরা দিইনি বলে আদর করে তুলে রেখেছো, যেদিন ধরা দেবো তার পর দিন একখানা সমাপ্ত সংবাদ-পত্রের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

এসব তো ঝোঁকের-মাথায়-বলা কথার মতো শোনাচ্ছে না? বেশ করে ভেবে-চিন্তে-বলা কথার মতো লাগছে। তবে কি তুমি আমার বাড়ীতে থেকে আমারি বিরুদ্ধে মাথা খাটাও?

মা বসুধা, দ্বিধা হও! দ্বিধা হও! এই বলে সুরুচি চলা বন্ধ করলে।

এসো, scene কোরো না রাস্তায়। বাড়ীতে পৌছে যা-খুসী কোরো।

আমি তোমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবো না।

তবে চৌকাঠ লাফিয়ে ঘরে ঢুকো।

দূর হও! যাও তুমি আমার কাছ থেকে। নইলে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবো।...কে তুমি? কী তোমার মৎলব?' আইন তোমাকে কোনো অধিকার দেয়নি আমার উপর!

মেরী, চুপ করো। লোক জমছে। এসো।

আবার টানাটানি করছো? ছেড়ে দাও আমাকে। দয়া করো। আমি একটু বসি।

রাস্তার মাঝখানে বসতে নেই, লক্ষ্মীটি। এসো। আর একটু পরেই বাড়ী।

আমার বাড়ী নেই। এই পথেই আমার বাড়ী। দয়া করো। মুক্তি দাও আমাকে।

সুচারু ভ্যালা বিপদে পড়লো। ন যযৌ ন তস্থৌ। ক্রমেই লোক জমছে। ফিরিঙ্গী-দম্পতির প্রকাশ্য কলহ তারা কদাচিৎ উপভোগ করতে

পায়। সুচারু একটা খালি রিক্‌শ দেখে বল্লে, এই রিক্‌শওয়াল', ইধর আও। বখ্‌শিষ মিলেগা।

জোর করে সুরুচিকে রিক্‌শতে তুলে দিয়ে নিজে তার পাসে বসলো। সুরুচি ক্লান্তির আতিশয্যে তার কোলে ঢলে পড়লো। সুচারু তাহাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলে! অনুতাপে সুচারুর মন পুড়ে যাচ্ছিলো।

সুরুচি খেলে না, সোজা গিয়ে বিছানার আশ্রয় নিলে। সুচারুর অনুরোধ শুনলে না, কুশল প্রশ্নের জবাব দিলে না, ক্ষমা প্রার্থনা কানে তুললে না। সুচারুও না খেয়ে যথা সময়ের দু ঘণ্টা আগে ডিউটীতে চলে গেলো।

পরদিন কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। ছোটা হাজরী নিঃশব্দে খায়, বাজার করতে বিনা বাক্যব্যয়ে যায়, একজন অপর জনের মুখে চাইলেই অপরজন মাথা নেড়ে 'হাঁ, কেনা যাক্‌' কিম্বা 'না, কাজ নেই' বোঝায়—যেন দুটি ম্যারিয়নেট্‌ পুতুল অভিনয় করতে নেমেছে সংসারের রঙ্গমঞ্চে। যেন গান্ধী ও গান্ধীজায়া' একই দিনে মৌনব্রত পালন করছেন।

সুচারু স্বভাবত বাক্‌প্রিয়, তার বারম্বার লোভ হচ্ছিলো কোনো ছলে আলাপ সুরু করে, কিন্তু না—সে-ই তো কাল রাত্রে শেষ কথা বলেছে, উত্তর পায়নি। আরম্ভ যদি করতে হয়, সুরুচিই করবে। সুচারু হাজ্‌রী খেয়ে যথারীতি নিদ্রা গেলো। আটটার আগে জাগলেই না! জেগে দেখলে প্রবীর এসেছে—রান্নাঘরে সুরুচি ও প্রবীর রাঁধছে ও রাঁধতে সাহায্য করছে এবং মাঝে মাঝে গল্পের ফোড়ন দিচ্ছে!

সুচারু ভাবলে, ওরা ভ্রমেও ঝগড়া করে না। ওরা কপোত কপোতীর মতো নিরবচ্ছিন্ন সুখী। ওদের মাঝখানে আমি কেন

প্রাচীরের মতো দাঁড়াবো? সুচারু আবার চোখ বুঁজে পাশ ফিরে নিদ্রা যাবার চেষ্টা করলে। ভাবলে, সুরুচি আমাকে রোজ যেমন গায়ে হাত রেখে জাগায় আজো তেমনি জাগাবে, তবে আমি উঠবো।

আধঘণ্টা পরে সুরুচি এসে তার পায়ে হাত রেখে বসলো। সুচারু অতর্কিতে বলে ফেল্লে, কে?

সুরুচি খিল খিল করে হেসে উঠে বল্লে, তুমি আগে কথা বলেছো। নাও, ওঠো, সাড়ে আটটা বাজে।—এই বলে তার পায়ের তেলোয় সুড়সুড়ি দিতে থাকলো।—ওঠো, ওঠো, ওঠো।

সুচারু দু'চার বার হাই তুলে চোখ মিট্‌মিট্‌ করে উঠে বসে বল্লে, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে?

ইস! আমি যেন ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস চিনিনে! তুমি কখন থেকে জেগে আছো বলবো? আমার একটা কান এই ঘরেই ছিলো!

বটে? লম্বকর্ণ, না, কুম্ভকর্ণ, কে তুমি?

কুম্ভকর্ণ কে তা জানা গেছে। এসো, প্রবীর পুডিং তৈরি করছে, দৃশ্যটা দেখবার মতো।

প্রবীর না-কি রে! কে তোকে পুডিং তৈরি শেখালে? মালিনীরা তো ফুল গাঁথে শুনেছি।

চারুদা, ইতিমধ্যে অমি অনেক বিদ্যা শিখেছি।

মহাবিদ্যাটাও?

ঐটে তো সকলের আগে। তুমি ভাবছো বিকেলে আমি করি কী! বিকেলে আমি মালিনীকে চুরি করে ট্রেণে চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে যাই।

বলিস্ কি রে! এ যে আরব্য উপন্যাস।

কেন, এ তো খুব সোজা। বিকেলের দিকে মালিনী ছুটী পায় বেড়াতে যাবার। তার শোফারের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে. লেকে

পাঁছে দিয়ে যায়, লেক্ থেকে তুলে নিতে আসে। মাঝখানে আমি
যোগ বুঝে দেখা করি, বালীগঞ্জ ষ্টেশনে নিয়ে যাই ও যেখানে খুসী
রটার্ণ টিকিট কেটে ফার্ষ্ট ক্লাসে নিরিবিলি প্রেম করি।

আলাপ হলো কবে ও কেমন করে? আয়, টেবিলে আয়। খেতে
খতে গল্প বল্।

নিমন্ত্রণে মেয়েটি কতোবার আমাদের ওখানে এসেছে, দু'টো
কটা কথাও কয়েছি ওর সঙ্গে। কিন্তু ওর ভিতরে যে কতোখানি
epth আছে তা জানলুম এই সেদিন। সুধীরার সঙ্গে কী নিয়ে একটা
র্ক চলছিলো, মালিনী বল্লে, আমি ভালো খেতে ভালোবাসি, ভালো
রতে ভালোবাসি, আমি frankly pagan. আমি রূপ দেখতে
ালোবাসি, রূপ দেখাতে ভালোবাসি, আমি গ্রীক। ওকথা সে
কলের কানে বললেও, একজনের প্রাণে বল্লে। সেইদিনই সকলের
ভায় সকলের অজ্ঞাতে সে স্বয়ম্বরা হলো এবং আমি তাকে রাজন্যদের
াণবর্ষণ থেকে রক্ষা করলুম।

সুরুচি বল্লে, তারপর?

প্রবীর বল্লে, তারপর আমি প্রস্তাব করলুম—আপনার আমার
ourse এবং year তো এক, সকাল বেলাটা আমরা এক সঙ্গে পড়া
রবো। সে বল্লে—আপনি ইংরেজীতে ভালো, আমি ফিলজফীতে
ালো, আশা করি কেউ কারো কাছে ঋণী হবো না।—বলো তো
রুদা, মেয়েদের মামুলী ও মেকী সৌজন্যের সঙ্গে এই আত্মবিশ্বাসের,
ই আত্মমর্য্যাদার কেমন অপ্রকাশিত পার্থক্য?

সুচারু বল্লে, Hear! Hear!

সুরুচি বল্লে, মেয়েদের সম্বন্ধে তোর এতো নীচ ধারণা,
বীর?

প্রবীর হেসে বল্লে, 'Present company always excepted'. এক্ষেত্রে 'মেয়েরা' মানে তুমি ছাড়া বাকী সব মেয়ে।

সুরুচি বল্লে, এটা তোর মামুলী ও মেকী সৌজন্য।

সুচারু বল্লে, হাতে নাতে ধরা পড়েছে!

প্রবীর বল্লে, দিদির কাছে আমার চিরকাল হার।

সুরুচি বল্লে, এবার হারাবার আসল মানুষ আসছে। মালিনীকে বিয়ে করছিস্ কবে, বল্?

প্রবীর বল্লে, অমনি ফস্ করে বিয়ে? সাহেবরা ক'টি বছর পরস্পরকে পরখ করে তবে বিয়ে করে, জানো? গ্রেহাম-দম্পতির সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দিলে ওঁদের জিজ্ঞাসা কোরো, ওঁরা ক'বছর হর-গৌরীর মতো তপস্যা করেছেন। বিনা তপস্যায় বিয়ে একটা বিয়ে!

তাই বুঝি তোরা ট্রেণে চড়ে' তপস্যা করে আসিস্! মৌলিক ধরণের তপস্যা বটে!

তা ছাড়া উপায় কী বলো? মালিনীরা হিন্দু, আমার [illegible]থাও মঞ্জুর করবে না। তার উপর কে একটি পাত্র ইতিমধ্যে বে[illegible] বেঁধে আই. সি. এস্. দিচ্ছে বিলেতে, সেই দুর্দ্ধর্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট যখন দেশে ফিরবে তখন আমার কি কোনো আশা থাকবে?

সুচারু বল্লে, তোর লেখাপড়া কেমন চলছে?

প্রবীর বল্লে, খুব ভালো। মালিনী পড়ার বেলা কড়া। নিজে যেমন খাটে আমাকেও তেমনি খাটিয়ে নেয়। সেইজন্যে তো কেউ সন্দেহ করে না যে সকালে যারা এমন বিকালে তারা কেমন।

সুচারু বল্লে, মালিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় না?

প্রবীর বল্লে, খুব হয়। ট্রেনে চড়ে বেড়াতে যাওয়া যাক একদিন সবাই মিলে। অবশ্য রবিবারে সুবিধে হয় না।

সুচারু বল্লে, রবিবারেই আমার সুবিধে।

সুরুচি বল্লে, ট্রেনে চড়া আমার পক্ষে ঠিক হবে না।

প্রবীর বল্লে, তবে আমি মালিনীর পরামর্শ নিয়ে তোমাদের
নাবো।

প্রবীর সেদিনকার মতো বিদায় নিলে। তখন সুরুচি সুচারুকে
ল্ল, ছাখো দেখি প্রবীরের স্ত্রী-ভাগ্য। বি. এ.-পড়া সুন্দরী বৌ,
বতী। বিয়েও শেষ পর্য্যন্ত আটকাবে না।

হুঁ।

তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। সবাই বিয়ে করছে, সুখী হচ্ছে,
াজের অনুমো ন পাচ্ছে। তুমিই ঠকে গেলে।

তুমি আমাকে খুব চিনেছো! এতো দিন কাছে কাছে থাকলে,
ু মন ছুঁলে না!

সত্যি বলবো? জানি তুমি বনস্পতি, কিন্তু ভাবতে সাহস হয় না যে,
মি আমাদের ক্ষুদ্র তৃণের সমাজে চিরদিন এমনি অটল সংকল্পের বীজ-
র জপ করতে থাকবে।

আজ করছি এই কি যথেষ্ট নয়? কাল যদি নাও করতে পারি
ু আজকের জপ আজকে সার্থক।

আজ আমি তোমার পায়ের ধুলো নেবো। আমাকে যে তোমার
সী করেছো এই আমার ভাগ্য। আমি মালিনীর চেয়ে—সব নারীর
য়ে - ভাগ্যবতী।

সুচারু পা সরিয়ে নিলে না। শুধু বল্লে, ডিউটীতে যাবার সময়
লা। কাপড় ছেড়ে আসি।

প্রবীর যখন মালিনীকে সুচারু ও সুরুচির গল্প বলে শেষ করলে মালিনী লাফিয়ে উঠে বল্লে, শিকল টেনে ট্রেন থামানো যায় না ? আমি এক্ষুনি সুরুচির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

প্রবীর বল্লে, এতো ব্যস্ত কেন ?

তুমি অমানুষ বলেই ব্যস্ত নও। একটা মেয়ে এতো বড়ো কলকাতা শহরে একলা পড়ে আছে, সঙ্গিনী নেই তার, সঙ্গীটি সঙ্গ দিতে পারেন না। ভারি বন্ধু তুমি! ট্রেনে নষ্ট করবার সময় পাও, তার কাছে যাবার সময় পাও না।

প্রবীর লজ্জিত হয়ে বল্লে, পরের ষ্টেশনে নামতে পারা যায়, কিন্তু ফেরবার ট্রেন পাবে দেরীতে।

মালিনী বাধ্য হয়ে ধৈর্য্য ধরলে। যথাকালে যখন শোফারের সঙ্গে দেখা হলো, শোফারকে বল্লে, আমার সইয়ের বাড়ী আমাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ীতে বোলো আমি একটু রাত করে ফিরবো, আবার নিতে এসো।

শোফার তাকে সুরুচিদের বাসায় নাবিয়ে দিলে। মালিনী এক নিঃশ্বাসে সিঁড়ি ভেঙে সুরুচিদের বসবার ঘরে উঠলো। সুরুচিকে বিস্ময়ের অবসর না দিয়ে আলিঙ্গনে ও চুম্বনে এমন উৎপীড়িত করলে, যেন বাঘের প্রেম। তারপরে একটা গদীমোড়া চেয়ারে তলিয়ে গিয়ে হাঁপাতে লাগলো

সুরুচি জন্মে কখনো এমন মানুষ দেখে নি। ইস্পাতের মতো কালো, উজ্জ্বল, পাৎলা, ঝকঝকে গড়ন। পরণে গাঢ় লোহিত শাড়ী।

চোখে পতঙ্গ-ভুক শিখা। তার চুম্বনে ও আলিঙ্গনে এমন এক কামনার উগ্রতা ছিলো, যে সুরুচির রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছিলো। ঘরটা Californian Poppy-র সৌরভে বেহুঁস্ হয়ে গেছলো।

মালিনী বল্লে, সই, তোমাকে আমি না চিনতেই ভালোবেসেছি। তার বিনিময়ে নিজেকে আমি ভালোবাসাবো। আমি তোমার সই।

সুরুচি বল্লে, চা দিই?

সর্ব্বনাশ। এই অবেলায়? তার চেয়ে ডিনার দাও তো খাই। চলো না আমি তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে রাঁধি।

না, না, সে কি হয়? তুমি ক্লান্তি দূর করো।

সই, আমি ক্লান্তি জানি নে। তুমি আমাকে খাওয়াবার আগে খাটিয়ে নাও।

সুরুচি ও মালিনী রান্নাঘরে গেলো। প্রবীর বিরক্ত হয়ে 'সুপারম্যান' আপিস্ থেকে সমালোচনার-জন্য-পাওয়া বইগুলি নাড়াচাড়া করতে থাকলো।

মালিনী বল্লে, সই, তুমি বড়ো কোমল, বড়ো নম্র, বড়ো মধুর। যেন একটি খ্রীষ্টান তপস্বিনী—সেণ্ট এলিজাবেথ, কি, সেণ্ট ক্যাথেরিন্। আর আমি যেন ইউরিপিডিস্-এর মিডীয়া; আমি সমস্ত সত্ত্বার সঙ্গে ভালোবাসতে পারি, সমস্ত সত্ত্বার সঙ্গে ঘৃণা করতে পারি। আমি পেগান, তুমি খ্রীষ্টান।

সুরুচি বল্লে, সই, আমি ঠাকুর-দেবতা মানি, খাদ্য-অখাদ্য বিচার করি, তবু কেন তোমরা আমাকে খ্রীষ্টান বলো?

আমি ছাড়া আর কেউ বলে নাকি?

উনি বলেন, আমি না-কি কুমারী মেরী। মা গো!

সই, উনি ঠিকই বলেন। তুমি সেণ্ট মেরী। আর আমি মিডীয়া। তোমার রাগ কিম্বা অনুরাগ নেই। আমি হলে অমন স্বামীকে গুলি করতুম এবং ওর ছেলে ভূমিষ্ঠ হবামাত্র তার গলা টিপে দিতুম।

উঃ। তুমি বলছো বটে, কিন্তু পারো না।

না ভাই, আমার দয়ামায়ার শরীর নয়। ইংলণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী ব্রিটানিয়া যেমন বলেন, *Dieu et mon droit*, আমিও তেমনি বলি, আমি এবং আমার ন্যায্য। সই, তোমাকে আমার বড়ো ভালো লাগছে তোমার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই বলে।

সুরুচি সুচারুকে জাগালে। বল্লে, কে এসেছে আন্দাজ করো তো? পারলে না? মালিনী, আমার সই।

সুচারু উঠে এসে বল্লে, আমার ড্রেসিং গাউন—মাফ করবেন। কী ভাগ্য, দীনের এখানে পদার্পণ!—

পদার্পণ আগে করি নি বলে অনুতাপ করছি, সুচারুবাবু। প্রবীর যদি আমাকে আগে বলতো। আপনারা একলাটি আছেন জানলে আমি রোজ একবার করে খোঁজ নিতে আসতুম।

আমাদের সৌভাগ্য!

আপনার অতি-বিনয় আমার ভালো লাগছে না, সুচারুবাবু। আপনি বড়ো Oriental—তীরের মতো সোজা হতে পারেন না, ধনুর মতো বাঁকা?

আমি যে আর্টিষ্ট, মিস চন্দ্র।

প্রবীর বল্লে, মালিনী, তুমি বাড়ী যেতে দেরি করে ফেলবে। দিদি, খেতে দাও।

অনেক লোকজন খাওয়াতে সুরুচির ভালো লাগে। নিজে স্বল্পাহারী—নামমাত্র খায়। প্রায়-উপবাস করে বল্লেও চলে। সুচারু এই নিয়ে

তার সঙ্গে অনেক ঝগড়া-ঝাটি করেছে। ফল হয়নি। মালিনী কিন্তু পেট ভরে খায়, চেয়ে নিয়ে খায়, তার চক্ষুলজ্জা নেই। সে বলে এক টুকরো মাংস তো নয়, এক টুকরো চিন্তা! এখানিকে রুটি মনে কোরো না, সই, এখানি পরিবর্ত্তিত হতে হতে পরিশেষে একটি উক্তিতে পরিণত হবে।

সুরুচি বলে, সই, তোমার মতো যদি আমি অনেকে লেখাপড়া শিখতে পেতুম! আমি বড়ো মুখ্যু!

আমি তোমাকে রোজ পড়াতে আসবো, সই, তুমি যদি আমাকে রোজ চা খাওয়াও।

চা খাওয়ান তো পড়ানোর চেয়ে সোজা। আরো কী চাও বলো।

বেশ! মাঝে মাঝে তুমি আমার গা ডলে' দিয়ো, পা টিপে দিয়ো! তা হলে মনের খরচ দেহে পুষিয়ে নেবো। সেটা ক্রমশ দেহের তহবিল থেকে মনের তহবিলে পৌছবে।

মালিনী রোজ আসে, এসে সুরুচিকে উন্মনা করে রেখে যায়
কলেজের কথা, মেয়েদের কথা, পার্টির কথা, দেশের খবর, রাজনীতির তর্ক, নূতন সমাজব্যবস্থার সূত্র,—মালিনী নিত্য নূতন প্রসঙ্গ পাড়ে, সুরুচির মনে নিত্য নূতন ক্ষোভ জাগে। এই কেমন মালিনীর বাবা মা ভাই বোন বন্ধু কুটুম্ব আছে, সমাজ আছে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে গতিবিধি আছে, সভা-সমিতিতে স্থান ও মান আছে। সুরুচির কেউ নেই, কিছু নেই। সুরুচিকে কেউ বিয়েতে ডাকে না, মেয়েদের আড্ডায় সুরুচির প্রবেশ নিষেধ। মেয়েরা চাঁদা আদায় করতে যায়, অভিনয় করে। লাঠি খেলা করে, দেশের কাজে যোগ দেয়, কিন্তু সুরুচির হাত-পা বাঁধা। কোলকাতায় একটা-না-একটা হুজুগ লেগেই আছে, মালিনীরা খবর রাখে, সুরুচির স্বামী খবর কাগজের লোক হয়েও সুরুচিকে কোনো কথা বলেন না।

স্বামীর উপর—অর্থাৎ সুচারুর উপর—তার ভারি অভিমান হয়। অভিমানের মাথায় সে ভুলে যায় যে, তার সমস্যা এক সৃষ্টিছাড়া সমস্যা, ও বেচারা সুচারু তাই নিয়ে অসম্ভব বিব্রত। মালিনীরা কেমন স্বাধীন, কেমন বেপরোয়া, কেমন সুখী! দেশের সব মেয়েই কেমন ভাগ্যবতী। যারা এতোদিন ঘুমিয়ে রয়েছিল তারাও জেগে উঠছে কেমন অভাবনীয়-রূপে। হয় তো তার পূর্ব্বতন শ্বশুরবাড়ীতে থাকলে সেও তাদের পাড়ায় মহিলা-সমিতি খুলে বসত, তার পূর্ব্বতন স্বামী খুব বেশী বাধা দিতেন না, শাশুড়ী আপত্তি করতেন বটে, কিন্তু এই নারী-জাগরণের দিনে শাশুড়ীরাও দিবানিদ্রা ত্যাগ করছেন।

চলাফেরার স্বাধীনতাকে সুরুচি বিশেষ আকাঙ্ক্ষণীয় মনে করত, আজ তো তার সে স্বাধীনতা হয়েছে। পায়ে হেঁটে কিম্বা রিক্সায় করে মার্কেটে যায়, মোটরে করে বেড়ায়, ধর্ষিত হবার ভয়ডরও তার নেই। কিন্তু যে স্বাধীনতা সমাজের মধ্যে থেকে নয় সে স্বাধীনতা সুখের নয়। সমাজের অভাব স্বাধীনতার অভাবের চেয়ে বড়। আহা, সে যদি সমাজে ফিরে যেতে পারত—অবশ্য সুচারুকে নিয়ে—তবে পর্দানশীন হয়ে অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকতেও রাজি ছিল!

মালিনী যখন ঘরের মধ্যে ঝড়ের মতো আসে তখন তার রুমালের সুগন্ধ ঘরের হাওয়াকে মাতিয়ে তোলে, তার প্রাণের উত্তাপে ঘরের টেম্পারেচার যায় বেড়ে। সে অনুরোধ উপরোধের অপেক্ষা না করে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। বলে—তোমাকে যদি আমার কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই তবে কেমন হয়?

সুরুচি উত্তেজনা দমন করে বলে, আমার মতো মুখ্যু মেয়েকে দেখে ওঁরা হাসি চেপে মারা যাবেন, সই। শেষকালে নরহত্যার আসামী হবো?

মালিনী আত্মগত ভাবে বলে, না। ওদের পেটে কথা থাকে না। সুচারুবাবুকে বিপদে ফেলতে চাইনে। কিন্তু—কিন্তু তুমি কি চিরকাল অজ্ঞাতবাস করবে, সই? দেশের কোনো কাজে লাগবে না?

সুরুচির আবেগ বাধা মানে না। তার চোখ দিয়ে হঠাৎ দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। মালিনী অপ্রস্তুত বোধ করে। সান্ত্বনার স্বরে বলে, আমিই তোমার ভার নোবো, সই। রোসো বি. এ-টা পাস্ করে বি. এল্-টা পাস্ করে নিই। তুমিই হবে আমার প্রথম মক্কেল। তোমার মামলা হবে আমার হাতেখড়ি। কিন্তু চা—র বছর তোমাকে আত্মগোপন করতে হবে। চা—র বছর! একটু থেমে বল্ল, দেশে একটা ওলট-পালট

ঘটে গিয়ে থাকবে। তুমি তার মধ্যে থাকবে না বটে, কিন্তু তার ফল ভোগ করবে নিশ্চয়। লোকমত ক্রমেই উদার হচ্ছে, সই। হয় তো কাউন্সিলে কি এসেমব্লীতে একটা ডিভোর্সের আইনও পাস্ হয়ে যাবে। দাঁড়াও না, আমি একবার কাউন্সিলে ঢুকি···

মালিনী উকিল হবে, কাউন্সিলার হবে, আরো কতো কী হবে, কিন্তু স্বরুচি বড়ো জোর হবে মালিনীর মক্কেল, আদালতে সকলের হাস্যাস্পদ হয়ে লজ্জায় মৃতপ্রায় হবে, তারপরে যে তার কী হবে তা জানেন একমাত্র ভগবান। স্বরুচি মনে মনে একবার ভগবানকে ডেকে নিলে। বল্লে, প্রভু, আমার মতো হতভাগিনী আর নেই, সেটা তুমি ভুলো না। আমার বয়সের মেয়েরা আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাচ্ছে, আশা আকাঙ্ক্ষার চূড়ায় বেড়াচ্ছে, আর আমার উপর তুমি চাপিয়ে দিলে গ্লানির বোঝা, কলঙ্কের পসরা, আমি যে মাটিতে মিশিয়ে গেলুম, প্রভু!

সুচারুর উপর তার অভিমান জমতে লাগলো! তার পূর্ব্বতন স্বামী তো তার শিক্ষায় উৎসাহীই ছিলেন। শিক্ষায় উন্নতি করতে করতে সে নিজেই কি একদিন তার নিজের সমস্যার মীমাংসা করতে পার তো না? মালিনী তার ভার নেবে। কেন? সে-ই বা কী এমন অপদার্থ?

সুচারুকে সে সময়ে অসময়ে খোঁচা দিতে আরম্ভ করলে। সুচারু যদি মালিনীর সুখ্যাতি করে স্বরুচি বলে, ইচ্ছা করলেই তাকে বিয়ে করতে পারো। সেও তো সুচারুবাবু বলতে অজ্ঞান। বলছিল, সুচারুবাবুর মতো সাহসী ক'জন আছে? দেশের জন্য জেলে যাওয়া অসুবিধাজনক বটে, কিন্তু তার পিছনে বিস্তর বাহবা। প্রিয়ার জন্যে জেলের দিকে পা বাড়িয়ে থাকার নিঃশব্দ গৌরব একা তাঁর। তিনি বড়ো একলা, সই, তাঁকে মানসিক সঙ্গ দিয়ো। শক্তি দিয়ো।

সুচারু যদি মালিনীর দোষ ধরে সুরুচি বলে, স্বাধীনা নারী তোমার পছন্দ হবে কেন? তুমি খাঁচায় পুরে পুষতে ভালোবাসো। একদণ্ড চোখের আড়াল হলে কতো কী বানিয়ে ভাবো। ক্ষুধা না থাকলেও মানুষকে তুমি জোর করে গেলাবে, প্রবৃত্তি না থাকলেও মানুষকে তুমি বিদেশী পোষাকে সং সাজাবে। বাপ রে বাপ! তোমার মতো স্বাধীনতা-অসহিষ্ণু কি দু'টি আছে?

এইরকম heads I win, tails you lose-গোছের তর্কে সুচারু বেচারা যতোই পরাস্ত হয় সুরুচি ততোই আত্মপ্রসাদ পায়। সুচারু বুঝুক যে সুরুচি নেহাৎ যে-সে মেয়ে নয়। মালিনীর মতো শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পেলে সে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হতো, সমাজসম্মত স্বাধীনতা পেলে সে একদিন দেশবিখ্যাত নেত্রী হতো, এখনকার মত রান্নাঘরে পচতো না, অপরের গলগ্রহ হতো না।

মালিনী বিকালবেলাটা সুরুচির সঙ্গে কাটায়। তাতে প্রবীরের আপত্তি। মালিনী বলে তোমার চেয়ে সুরুচির প্রয়োজন বেশী। আর অপ্রয়োজনেরও দাবী আছে যদি বলো তবে বলবো সুরুচিকে আমি তোমার চেয়ে ভালোবাসি। অভিমান করছো? সকালটা যে তোমার, তাই কি যথেষ্ট নয়?

প্রবীর বলে, বহুৎ আচ্ছা। আমি এখন থেকে একটা বেলা বিরহের তপস্যা করবো, আর একটা বেলা মিলনের।

মালিনী বলে, আইডিয়ালকে আমি আফিং বলে থাকি, আইডিয়ালিজমকে নেশা। আমার জন্যে তপস্যা না করে বরঞ্চ টেনিস খেলো কিম্বা boxing করো। নিজেকে ভুলিয়ো না।

প্রবীর আবার তার পুরোনো আড্ডায় হাজিরা দিলে তার স্বভাবত পেটে কথা থাকে না। কয়েক দিনের মধ্যে তার সুচারুর কীর্ত্তিকাহিনী পাঁচজনের কানে পড়লো ও পঞ্চাশজনের মুখে রটলো। প্রেমে-পড়াটাকে প্রবীর মস্ত একটা বাহাদুরী মনে করে। বাহাদুরীর রটনা তার মন্দ লাগলো না। বোকারাম ভাবলে না যে, তাতে সুচারুর সাজানো মিথ্যার বাগান শুকিয়ে যেতে পারে। সুচারুর সঙ্গে ইদানিং তার অন্তরঙ্গতা ছিলো না, সে জানতো না যে সুচারু কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ চাল্ চালছে, কাকে কোন্ কথা বলছে। তবে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। সুরুচির নাম ধাম বানিয়ে বল্লে, ওয়ালটেয়ারের ফিরিঙ্গী মেয়ে।

কমলাক্ষ বল্লে, যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। রোমান্স করতে চাও, ভালো কথা। কিন্তু একটা ট্যাঁশ মেয়ের সঙ্গে!

সুকুমার বল্লে, সুচারুকে আর যাই ভাবো, বেরসিক ভেবো না হে! নিখুঁৎ গায়ের রঙ এক ফিরিঙ্গী মেয়েতেই সম্ভব। বর্ণের দিক থেকে ওরা তিলোত্তমা।

দিব্যেন্দু বল্লে, হুঁ, বিয়ে তো করো নি, বাবা। কান টানলে যেমন মাথা আসে, বৌ আনলে তেমনি শ্বশুর-শাশুড়ী শালা-শালী ইত্যাদি অনেক আপদ আসে। আমাদের সুচারু বন্দ্যো কুলীন ব্রাহ্মণের বংশধর যখন রেলের গার্ড ড্রাইভার ও চৌরঙ্গীর শপ য়্যাসিষ্টাণ্টদের সঙ্গে সোমরস খেয়ে হল্লীষ নৃত্য করবেন তখন—না হয় তখনকার কথা ছেড়েই দেওয়া গেলো—যখন নিজের ছেলে এসে বলবে, 'Daddy' নেটিবদের সঙ্গে আমার কথা বলা বারণ, না? তখন সুচারু কি মনের দুঃখে গির্জ্জেতে গিয়ে যীশু খৃষ্টকে কেঁদে বলবে না যে, প্রভু, আমাকে ত্রাণ করো?

প্রবীর বল্লে, আপনি মশাই misanthrope, কেবল মন্দটা ভাবেন। চারুদা'র শ্বশুর-শাশুড়ী উঁচু দরের লোক—তা ছাড়া, ওঁরা এখনো খবরই পান নি এরা elope করে কোথায় এখন আছে।

যেমন করে যারই দ্বারা হোক গুজবটা ডালপালা পরিগ্রহ করে সুচারুর আত্মীয়দের হাতে চিঠি আকারে পৌঁছলো। সুচারু এক ফিরিঙ্গী মেয়ের সুন্দর মুখ দেখে কেবল যে তার সঙ্গে একটা বিশ্রী ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তাই নয়, সে যখন চেপে ধরেছে তখন তাকে বিয়ে পর্য্যন্ত করেছে। অচিরেই সুচারুর বাবা নাতির মুখ দেখবেন।

হঠাৎ একদিন 'সুপারম্যান' আপিসে সুচারুর নামে একখানা টেলিগ্রাম এলো। তার বাবা কলকাতা আসছেন, বাসার ঠিকানা জানেন না, ষ্টেশন থেকে তাঁকে নিজে নিয়ে আসতে হবে। সুচারুর

চক্ষুস্থির! বাবা অন্যান্য বার যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর শ্যালীপতি প্রিয়নাথবাবুর বাড়ীতে ওঠেন, ছেলের হষ্টেলে সাক্ষাৎ করে যান। এবার ছেলের বাসার উপর ঝোঁক কেন?

সুচারু বল্লে, মার্লো, একটা কথা রাখবে? তোমাদের ওয়াই. এম. সি. এ.'তে দুদিনের জন্যে—দরকার হলে, সাতদিনের জন্যে—আমার থাকবার বন্দোবস্ত করবে? আমার স্ত্রী বাপের বাড়ী যাচ্ছেন কি-না।

মার্লো বল্লে, ওঃ তাই! আগে থেকে না বলে কয়ে গেষ্ট রাখা বারণ যদিও, তবু আমি দেখবো কী করতে পারি।

সুচারু বল্লে, অসংখ্য ধন্যবাদ। জরুরি না হলে তোমাকে বলতুম না, ভাই।

•

ট্রেন থেকে যখন তার বাবা নামলেন সুচারু সাহেবী পো[illegible] বাঁচিয়ে কোনোমতে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। বাবার [illegible] অর্দ্ধেক কমে গেলো। না, ছেলে এখনো তেমনি পিতৃভক্ত আছে, সাহেবদের মতো হাত বাড়িয়ে দেন নি।

সুচারু বল্লে, আপনি তাহলে আমাদের ওখানেই উঠছেন? মার্লোকে বলেছি আমাদের ঘরে আর একটা খাট কিম্বা কৌচ দেবে। অবিশ্যি আমাদের ওয়াই. এম. সি. এ.'তে আমি ছাড়া বাকী সবাই ইংরেজ। ধুতী পরে' চালানো শক্ত।

বাবা বল্লেন, হুঁ। আমি ভেবেছিলুম বাসা করে থাকা হয়। মার্লোটি কে?

আমার রুম-মেট। এক আপিসেই কাজ করি, সেই সূত্রে বন্ধুতা ও এক ঘরে থাকা।

বাবা বল্লেন, হুঁ। ও বয়সে সাহেবিয়ানার মোহ আমাদেরও ছিলো। তবে ঐ মাংসটা খেয়ো না। আর মদ জিনিষটার মাত্রা মেনো, রাজনারায়ণ বসুর মতো। না, আমার ধুতীপাঞ্জাবী নিয়ে ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি আমাকে প্রিয়নাথের ওখানে পৌঁছে দিতে পারবে? আমি আজকেই ফিরে যাবো।

ট্যাক্সিতে করে যাবার সময় বাবা বল্লেন, চাকরী তো করলে। এবার বিয়ে করলে হয়।

সুচারু বল্লে, পাকা নয়। রোজ নাইট্ ডিউটী।

তাই নাকি? চেহারাটা রুক্ষ রুক্ষ ঠেকছে বটে। স্বাস্থ্য ভালো থাকছে না?

না।

তবে বিয়ে এখন থাক। শুনছিলুম তুমি একটি ফিরিঙ্গী মেয়েকে বিয়ে করবে ঠিক করেছো!

কই, না! এমন মিথ্যা কে রটালে?

বড়ো ঘরের ইংরেজ বিয়ে করো, আমার অমত নেই। কিন্তু ফিরিঙ্গী!

রাত্রে বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সুচারু কিছুকালের জন্যে নিশ্চিন্ত হলো বটে, কিন্তু কথাটা রটালে কে? পবিত্র পাল? পবিত্রর উপর সন্দেহ এবং রাগ হলো। কিন্তু কথাটা কতো কাল চাপা থাকবে— একদিন জানবেই তো সকলে। তার বাবাকে তখন সে কী বলে তুষ্ট করবে? এ যে ফিরিঙ্গী বিয়ে করার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর কথা—একটা জলজ্যান্ত হিন্দু স্বামীর স্ত্রীকে বে-দখল করা। হিন্দুমাত্রেরই সহানুভূতি রামের প্রতি, রাবণের প্রতি নয়। মুসলমান-সমাজ হলে হয়তো তাকে ক্ষমা করতো। ইউরোপীয় সমাজ তো করতোই। কিন্তু হিন্দু-সমাজ!

সুচারু কল্পনার চক্ষে দেখতে পেলে ভারতবর্ষের প্রত্যেক সংবাদপত্রে যখন তার ধৃষ্টতাকে নিন্দা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে এবং আদালতে তাকে নিয়ে টানাটানি পড়ছে তখন তার বুড়ো বাপের উঁচু মাথা মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু যদি তাঁকে উদ্ধার না করে তবে লোকনিন্দার হাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই।

সুচারু তার বাবাকে ভালোবাসতো, ভালোবাসার মানুষকে ঠকানো পরম গ্লানিকর। সে আজ বাবাকে মিথ্যা কথা বলে প্রতারণা করলে, কাল সুরুচিকে করবে, পরশু নিজেকে। প্রতারণার উপর প্রতারণা জমতে জমতে একদিন শোচনীয় রকম দুঃসহ হবে, বাইরে ও ঘরে নর্দমার জলের মতো। সুরুচি যেদিন তার মা বাবাকে মিথ্যা খবর দিয়ে পালিয়ে আসার গ্লানিতে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলো, সুচারু তাকে দার্শনিকের মতো উপদেশ দিয়েছিলো। বলেছিলো, মিথ্যা হচ্ছে জীবন-স্রোতের পাক, মিথ্যাকে ভয় করলে জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। সেদিন অমন কথা বলতে পেরেছিলো, কারণ সুরুচির বাবা তার মা-বাবা নয় বলে তাঁদেরকে ঠকানোর গ্লানি তার অনুভূতির বাইরে ছিলো। আজ নিজের বাবাকে ঠকিয়ে ঠেকে শিখলো অমন কথা বলাটা ছেলেমানুষী হয়েছে। পাপকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে নেই, পাঁক থেকে দূরে দূরে সাঁতার কাটতে হয়, নইলে তাতে আটকে গিয়ে মরণ অনিবার্য্য।

সুরুচির প্রতি ও নিজের প্রতি অন্যায় না করে বাবাকে কী উপায়ে সুখী করা যায় এই নিয়ে সুচারু একা একা অনেক চিন্তা করলে। অবশেষে তার সুখ দুঃখের সমভাগিনী সুরুচির কাছে তার সমস্যাটা খুলে বল্লে।

সুরুচি বল্লে, তোমার বাবা, তুমি তাঁকে কেমন করে সুখী করবে

আমাকে বলা কেন? আমাকে কি তিনি কোনো কালে আপনার করবেন?

তিনি আপনার না করলেও তুমি আপনার হবে। তুমি যদি তাঁকে ভালোবাসো তিনি কি তোমাকে না-ভালোবেসে থাকতে পারবেন?

তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদের মাঝখানে আর একজনকে টানা কেন?

ব্যক্তিনিবদ্ধ ভালোবাসায় তৃপ্তি নেই, মেরী। আমি তোমাকে কেন্দ্র করে তোমার সব আত্মীয়কে ভালোবাসতে চাই, এমনি আমার প্রীতি-বুভুক্ষা। আমি চাই—তুমি আমাকে কেন্দ্র করে আমার পারিবারিক পরিধি পর্য্যন্ত ভালোবাসাকে বিস্তৃত করো। তার চেয়েও ব্যাপক হবে যখন আমাদের প্রেম, তখন একদিন হয় তো সে প্রেম ভগবানেতে সীমা পাবে।

আমি তাঁকে আমার কালো মুখ দেখাতে পারবো না গো। আমাকে তুমি পীড়াপীড়ি কোরো না।

সুচারু সমস্যার সময় সুরুচির কাছে কোনোরূপ সাড়া বা সহায়তা না পেয়ে নিরাশ ও বিরক্ত হলো।

সুরুচির বাজার-করা কিছুদিন থেকে বন্ধ। তার যেমন অবস্থা তাতে বেশী সিঁড়ি-ভাঙা ও রাস্তা-হাঁটা নিরাপদ নয়। পদে পদে চমক লাগতে পারে।

সুচারু একা বাজার করে আনে। মালিনী নি সঙ্গ দিয়ে যায়। রান্না করা ও ঘর সাফ করা ইত্যাদিই সুরুচির যথেষ্ট অঙ্গ চালনা। তাই নিয়ে সুরুচি থাকে, এবং প্রতিদিন এ রে ভারি হয়।

সুচারুর হাতে যদি কোনো দিন সময় থাকে সে মু র সুরুচির দেহের পূর্ণতা অবলোকন করে। সুরুচি লজ্জায় ম ায়। তার চাউনি মেঘভারনম্র আকাশের মতো, তার গতি ছায়ার মতো মন্থর। সে বেশীর ভাগ সময় আপন মনে থাকে, কথা কথায় চমকে উঠে বলে, কী বলছিলে?

সুচারু বলে, বলছিলুম রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গে সীতা যেখানে সন্তান-সম্ভবা হয়েছেন, তেমন বর্ণনা আধুনিক কবিরা কেন পারেন না।

তুমি বড়ো অশ্লীল।

কালিদাসের তুলনায়?

যাও!

আমার খালি দুঃখ হয় যে, এতো সৌন্দর্য্য নিত্য অপচিত হচ্ছে, আমি দু'চক্ষু ভরে ভোগ করতে যদি বা পাই, লিপির মধ্যে বদ্ধ করতে পারি নে! আমার প্রাণে একটা শেল থেকে গেলো, মেরী।

কিসের শেল?

প্রকাশহীনতার। কবির মুক্তি ভাবাবেগকে প্রকাশ করে। আমার ভাবাবেগ প্রকাশ পাচ্ছে কই? নারীর জীবনে যা সর্ব্বপ্রধান অনুভূতি, আমার কাব্যে-তার চিহ্নমাত্র রইলো না। এতো দরিদ্র কবি আমি।

বেশ তো, লেখো না কেন বসে?

প্রেরণা পাইনে। তোমার ঐ সৌন্দর্য্য তো আমার অপেক্ষা রাখে নি। তোমার জীবনে আমি না এলেও তুমি এমনি ফলভারবতী হতে। তোমার প্রথম সন্তান আমার নয়, মেরী। দ্বিতীয় যদি আমার হয় তবু এ সৌন্দর্য্য আর ফেরবার নয়।

সুচারুর আর্দ্র কণ্ঠের করুণ স্বর সুরুচির চোখের পাতা সিক্ত করলে।

সুচারু বল্লে, প্রথম গর্ভের এই যে চমক এও সয়ে যাবে। পুনরাবৃত্তিতে আয়াস থাকে না, উদ্বেগ থাকে না। অভ্যাস সব সহজ করে দেয়। সুচরিতা যখন আসবে তখন কি এমন অনাস্বাদিত অনুভূতি সঙ্গে করে আনবে?···অবাক হয়ে গেলে যে! সুচরিতাকে চেনো না? সুচারু ও সুরুচির স্বপ্ন-সন্তান।

সুরুচি লজ্জায় ও আবেগে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। যেন অসহায়া পারাবত-বধূ।

সুচারু বল্লে, মেরী, আমি কি তোমাকে অপমান করছি? ভয় দেখাচ্ছি?

সুরুচি নীরব।

সুচারু বল্লে, আমার স্বপ্ন তোমার নয় জানি। তুমি এখন আর এক স্বপ্নে মগ্ন। তার বাইরে তোমার দৃষ্টি যায় না। আমি তোমাকে দোষ দিইনে, মেরী।

সেদিন রাত্রে সুচারুর ছুটী। সুচারু বসবার ঘরের settee-তে যেমন

শোয় তেমনি শুয়েছে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলো। সুরুচি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাঁদছে।

সুরুচির শোবার সময় সুচারু কখনো তার কাছে যায়নি। আজ গেলো।

সুরুচি দারুণ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলো।

সুচারু তার শিয়রে বসে বল্লে, ছিঃ ভুল বুঝো না। তোমার ব্যথার ভাগ নিতে এসেছি, রাণী।

বল্লে, এতোকাল তুমি আমার সেবা করেছো। এবার আমার পালা।—বালিশ সরিয়ে দিয়ে নিজের উরুকে তার মাথার বালিশ করলে। বল্লে, তুমি নির্ভয়ে নিদ্রা যাও। আমি নিজের উপর পাহারা রইলুম।

সুরুচি তাকে বিশ্বাস করলে। কিন্তু যন্ত্রণার ভাগ কেমন করে দেয়? তার যন্ত্রণা যে কি তা সে নিজেই ভালো বোঝে না। যতোক্ষণ উপশম হয় শিশুর মতো ঘুমোয়; হঠাৎ এক সময় জেগে উঠে আহা উহু করে।

সুচারু বল্লে, রোজ এমন হয়?

সুরুচি বল্লে, কিছুদিন থেকে রোজ।

সমস্ত রাত সুরুচির শিয়রে কাটিয়ে সুচারু যখন গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গেলো তখন তার মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছলো। এতদিন সে তরুণ বুদ্ধদেবের মতো সংসারের জরা-মৃত্যু-ব্যাধির সংবাদ রাখতো না। আজ তার চোখ ফুটলো। একটি মানুষকে জগতে আনতে এতো যন্ত্রণা! পৃথিবীর একশো ষাট কোটী মানুষ এমনি যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে জন্মেছে! চিরকাল এই যন্ত্রণার ভিত্তির উপর সমাজ দাঁড়িয়েছে, সংসার দাঁড়িয়েছে! এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

সুচারুর সন্তান-স্বপ্ন টুটলো। ছি-ছি, তার কাছে যা ছেলেখেলার
া সহজ, সুরুচির পক্ষে তা প্রাণান্তিক। প্রিয়তমা নারীকে সে
ন সঙ্কটে ফেলবে না। সুরুচির জীবনে মহত্তর উদ্দেশ্য আছে।
াদার গর্ভধারিণী যারা সুরুচি তাদের একজন হবে না। সুরুচি
নারীশ্রেষ্ঠা। তার নব নব উপলব্ধি আবশ্যক—একই যন্ত্রণার
নৈঃপুন্য তার কোন্ কাজে লাগবে!

সুচরিতা জন্মাবার আগে ম'লো। অজাত কন্যাটিকে গঙ্গায়
সর্জ্জন দেবার সময় সুচারু ভাবছিল, সুচারু ও সুরুচির মিলন বন্ধ্যা
লো যদি, বিবাহে তাদের কী প্রয়োজন? শুধু সম্ভোগে তার সুখ
ই। নিষ্ফল সম্ভোগের জন্যে যে বিবাহ সে তার চক্ষুঃশূল।
চারু বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করলে।

একটা রাত ও একটা দিন তার জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে গেলো।
মনি বিপ্লব বুঝি তরুণ গৌতমের জীবনে ঘটেছিলো।

সুচারু নাইট ডিউটী রদ করিয়ে নিলে। রাত্রে সুরুচি একলা থাকে, এমন কষ্ট পায়, আগে তো ও-কথা সে জানতো না। সুচা বাইরের নাইট ডিউটী ছেড়ে ঘরের নাইট ডিউটীতে মন দিলে। তা নিত্যকর্ম্মের রুটিন আর একবার বদলালো। বিকালের দিকে আপি থেকে ফিরেই সে ঘুমিয়ে পড়ে, দেরিতে উঠে খায় ও সুরুচির শিয় বসে বই পড়ে। শেষরাত্রে যখন সুরুচির সুনিদ্রা আসে তখন সুচারু আপিসের বেলা না হওয়া অবধি নিজের বিছানায় ঘুমোয়! মাঝখা থেকে তার সাঁতার বন্ধ হয়ে গেলো বটে, কিন্তু তার বই পড়ার অব ফিরে এলো।

সুরুচি বল্লে, কী পড়ছো আমাকে পড়ে শোনাও না?

সুচারু বল্লে, আমার মনের মতো বই—Bro ng-এর Tl Ring and the Book; যেন তোমার-আমার কাহিনী। তু পম্পিলিয়া, আমি কাপন্‌সাকী।

বলো না গল্পটা।

গল্প কি একটা? গল্প একটা হয়েও দশ জনের মুখে দশট আমাদের প্রেমকাহিনীটিকে তুমি একরকম করে বলবে, আমি আর এ রকম করে, তোমার স্বামী আরো এক রকম করে, মামলা যদি দু'পক্ষের উকীল আরো দু'রকম করে, নিরপেক্ষ হাকিম সকলের থে আলাদা করে। তারপর বাইরের লোক যার যেমন স্বভাব সে তে করে বলবে, কেউ বলবে পবিত্র প্রেম, কেউ বলবে পঙ্কিল।

ওগো!

কী, বলো!

তোমার গলার স্বর যেন এই ক'দিনে বদলে গেছে। কেমন যেন গন্না-চাপা, গম্ভীর।

আমার জীবনে একটা ভাব-বিপ্লব ঘটে গেছে, মেরী।

আমাকে বলোনি?

তুমি বুঝবে না।

না বল্লে আমি রাগ করবো কিন্তু!

সুচারু চুপ করে থেকে বল্লে, সুচরিতা মরে গেছে।

সুচরিতা? কে সে? কোনো মেয়ে-বন্ধু?

আমাদের মেয়ে।

ওঃ!—সুরুচি লজ্জায় চোখ নামালে। এতোক্ষণ সে সুচারুর চোখে চোখ রেখেছিলো।

সুচারু বল্লে, আমি ভেবে দেখলুম সন্তান-কামনা আমার যতোই গভীর হোক সেই কামনার দাম দিতে হয় আমার প্রিয়তমা নারীকে। সবটা যাতনা তারই। এতো বড়ো বৈষম্য ভগবানের রাজ্যে সম্ভব—শুধু সম্ভব কেন? আবহমানকাল চলে আসছে—নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতুম না।

তুমি পণ্ডিত-মূর্খ।

কেন, মেরী?

যাতনা যাকে বলছো তাতে পরম তৃপ্তি আছে। তা নইলে কি সংসার চলতো?

তবু বৈষম্য তো উড়িয়ে দিতে পারো না। যাতনা বলো তৃপ্তি বলো সব কিছু মেয়ের। যে পুরুষের লেশমাত্র আত্মসম্মান আছে সে ফাঁকি দিতে চাইবে কেন? সে তো দাম দিতেই চায়।

আমরা দাম দিই যাতনায়, তোমরা দাম দাও ভাবনায়। তোমরা মন থেকে দাও, আমরা দেহ থেকে দিই।

আমি দেহ-মনের দ্বৈত মানিনে। এমন পুরুষ পশু-সমাজে ও মানব-সমাজে পাবে যারা সম্ভোগের পরে আর একটু ভাবে না। সম্ভবত তোমার স্বামীও ভাবছেন না।

আমি জানি তিনি ভাবছেন—কিন্তু আমার জন্যে নয়, তাঁর বংশধরের জন্যে, তাঁর পিতামাতার প্রথম নাতির জন্যে। সেই জন্যেই তো অমন অন্যায় করলেন, নইলে তাঁর কি শয্যা-সঙ্গিনীর অভাব ছিলো?

বেচারা! তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করতে ইচ্ছে করে।

করো না। অমুক কলেজের অমুক মুখুজ্যে।

জানি। একদিন আলাপ করে আসা যাবে।

বৌদি যখন যেতে বলেছিলো গেলে পারতে। আর একটি মানুষকে দেখতে পেতে।

এই মানুষটিকে?

না গো। তুমি কী বোকা! মুখুজ্যে মশাইয়ের দুয়োরাণীর কথা বলছিলুম।

দুয়ো বুঝি এখন সুয়ো হয়েছেন?

নতুন সুয়ো নিশ্চয় এসেছেন এতো দিনে। শাশুড়ী যে নাতির মুখ না দেখে মরবেন না। তবে মুখুজ্যে মশাইকে ধন্য বলতে হবে এজন্যে যে, দুয়োর প্রতি তিনি একনিষ্ঠ।

আবার ঐ তর্ক! মনের একনিষ্ঠতাকে আমি একনিষ্ঠতাই বলিনে, যদি না তার সঙ্গে দেহের একনিষ্ঠতা থাকে।

তুমি তো একনিষ্ঠতাকে চিরন্তন করতে চাও না?

না চাইনে বটে। কিন্তু যখন যাকে ভালোবাসবো তাকে দেহে ও

নে ভালোবাসবো। আধাআধি ভালোবাসাকে আমি প্রাণপণে ঘৃণা করি।

তা যদি বলো তবে মুখুজ্যে যে ক্ষণকালের জন্যে আমার প্রতি কায়-মনে একনিষ্ঠ হননি. তাই-বা কেমন করে বলি? সাময়িক একনিষ্ঠাকে তুমি নিন্দা করো না বলেই তর্ক করছি।

তোমার কী মত?

আমি চাই চিরকাল একনিষ্ঠ থাকতে ও চিরন্তন একনিষ্ঠতা পেতে।

তোমার এ দাবী ভগবানও মেটাতে পারেন না, মেরী! তিনি যে সবাইকে ভালোবাসেন, সকলের ভালোবাসা পান।

তাঁর কথা আলাদা।

খুব আলাদা নয়, মেরী। মানুষের পক্ষেও শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঐ একই। আমিও তো সবাইকে ভালোবাসতে চাই, সকলের ভালোবাসা পেতে চাই।

সে কেমন করে সম্ভব?

আমিও তাই ভাবি! কেমন করে সম্ভব! অথচ আদর্শ ওর চেয়ে ছোটো হলে চলবে না।

স্বরুচি হাই তুলে বল্লে, ঘুম পাচ্ছে গো।

সুচারু তার স্বর নকল করে বল্লে, তবে ঘুমোও গো।

তুমি পালাবে না?

আমি পালাবো না।—সুচারু স্বরুচির একখানা হাত টেনে নিয়ে মুখে ছোঁয়ালে।

প্রবীর বহুকাল ফেরার ছিলো, একদিন সুরুচির সঙ্গে দেখা করতে এলো।

কিরে, এতোদিন ছিলি কোথায়? মালিনী রোজ আসে, তুই পারিসনে?

মালিনীর সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ?

কেন রে? বিয়ে করবি, বলেছিলি!

হো হো হো! তার চেয়ে একটা বাঘিনীকে বিয়ে করলে হয়। সুন্দর-বন তো কাছেই!

কী ব্যাপার! এরই মধ্যে ভাব চটে' গেলো? কই মালিনী তো কিছু বলে না?

মালিনী! ওর থাকবার মধ্যে আছে এক ক্ষুধার্ত দেহ আর এক অতিমানুষ মন। হৃদয় বলে মানুষের একটা জিনিষ থাকে—সেটা ওর নেই। যেমন, এক আধজন মানুষ আছে শুনেছি, যাদের দুটো ফুসফুসের একটা নেই।

প্রবীর তার স্বাভাবিক চাপল্যবশত এটাতে হাত দেয়, ওটা নাড়া-চাড়া করে। বলে, নতুন টি-সেট্ কবে কিনলে, দিদি?

কেমন হয়েছে বল্।

সুন্দর ম্যাচ্ করেছে! চারুদার টেষ্ট ভালো বলতে হবে।

ওঁর কেনা নয়। মালিনীর উপহার। আমার জন্মতিথি গেলো, তুই খবরও নিলিনে।

ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, দিদি। যদি আগে জানাতে এই পচা

কেণ্ড-হ্যাণ্ড টি-সেটকে লজ্জা দেবার জন্যে আনকোরা কফি সেট্ কিনে তুম, দিদি। ষ্ট্যাফোর্ড-শায়ারে তৈরি।

মালিনীর উপরে তোর এতো রাগ! কিন্তু একটু পরেই মালিনী াসছে, বলে রাখছি।

আসুক না, আমি কি তার জন্যে অপেক্ষা করতে যাচ্ছি? আমার তো কাজ, মীটিং-এ যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার দিদিকে দেখে যাই। ারুদাকে দেখছি না যে!

ওঁর আজকাল দিনের বেলায় আপিস।

খুব ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা, তা হলে আমি আজ আসি।

সে কি! এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে হবে, জল চড়িয়ে দিয়েছি। মালিনী তো এতো সকালে সকালে এসে পড়ছে না।

মালিনীর জন্যে আমার ভারি তো মাথাব্যথা। বেশ বারো মিনিট্ বসতে পারি, তার বেশী পারবো না, দিদি।

তবে তুই রান্নাঘরে বসগে যা। নীচে গাড়ী আসার শব্দ শুনছি, মালিনী নিশ্চয়।

প্রবীরের মুখ চুন হয়ে গেলো। সে রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জলের কেৎলিকে একমনে নিরীক্ষণ করতে থাকলো, যদি জেম্স্ ওয়াটের মতো কিছু উদ্ভাবন করতে পারে।

মালিনী ঘরে ঢুকে বল্লে, সই, এ কী অপরূপ আজ! 'মানুষের গন্ধ পাঁউ!' সুচারুবাবু ওঘরে আছেন না কি?

তিনি নেই। কিন্তু আর কেউ যে আছে কী করে জানলে?

আমি ভানুমতী জানি।

তবে নিজেই বলো কে আছে।

নস্যির কৌটো যার সে-ই আছে।

আশ্চর্য্য তোমার দেখবার চোখ, সই।

আগে তো এক পেয়ালা চা খাওয়াও। ভদ্রলোকটি কোন্ ঘরে?

প্রবীরকে দেখে মালিনী বল্লে, কি মশাই, আজকাল যে পড়তে-পড়াতে আসেন না? আপনাদের Arts Club কেমন চলছে?

এইমাত্র একটা লেক্‌চার আছে সেখানে। সেইজন্যই তো আমি বিদায় নিতে বাধ্য হলুম, মিস্ চন্দ্র।

বিদায় নিলে আমরা অবশ্য ধরে রাখবো না, মিষ্টার বোস্ আমাদের থাবায় অতো জোর নেই। তবে চা'টা শেষ করেই যান।

মাফ করবেন—

না, মাফ করবো না। চা আপনাকে খেতেই হবে এবং বলতে হবে টি-সেট্‌টা কেমন হয়েছে।

নিখুঁত হয়েছে। আমি তো বলছিলুম চারুদার টেষ্ট আছে।

চারুদার নয়, আমার।

আপনার রুচির প্রশংসা যদি করি উঠবার অনুমতি পাব তো?

মোটেই না। বাঘিনী কি তার শীকারকে ছাড়ে? সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে থাকতে হবে এবং তারপরে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে কাল সকালে আসবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

প্রবীর উচ্চবাচ্য না করে কেক কেটে পরিবেশন করবার ভার নিজের থেকে নিলে। সুরুচি মুখ টিপে টিপে হাসছিলো।

মালিনী বল্লে, জানো, সই, আমি আজকাল কী সব স্বপ্ন দেখছি! দেখছি যেন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আল্প্‌স্ পর্ব্বত, তার নীচে বরফ-ঢাকা মাঠ তার উপরে আমি স্কেট্ করছি, স্কেট্ করছি, স্কেট্ করছিই। দিনরাত এই একই স্বপ্ন দেখে আমার তো কেমন কুসংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে যে আসছে বছর বিলেত যাবো।

তুমি বিলেত যাবে, সই ?

বাড়ীতে ছাড়ে না। নইলে আমার তো ইচ্ছে প্রবীর আর আমি এক সঙ্গে ব্যারিষ্টার হয়ে এসে একসঙ্গে প্র্যাক্‌টিস্ করি, একসঙ্গে কাউন্সিলে যাই, একসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের কর্ত্তৃত্ব করি। কেউ কারো গলগ্রহ হবো না। দুইপক্ষ সমান স্বাধীন।

প্রবীর বল্লে, তা হলে আমার আপত্তি কী ছিলো ? তুমি চাও আমাকে অধীনে রাখতে। যেন আমি নাবালক।

নাবালক নও তো কী ! আমার চেয়ে বয়সে একমাসের ছোটো যখন, তোমার সম্বন্ধে আমার একটা দায়িত্ব আছে।

মিথ্যে কথা, আমি ছোটো নই, তুমি ছোটো।

ইস্কুলের সার্টিফিকেটে ওকথা লেখে না।

ইস্কুলের সার্টিফিকেটে বয়স কম লেখাটাই দস্তর।

সে দস্তর মেয়েদের বেলা আরো বেশী। আমার আসল বয়স একুশ।

উঃ, তাই নাকি ?

অমনি ভড়কে গেলে ? ভালোবাসার নেশা ছুটলো ? দুটো বছর কম বেশীতে এমন কী আসে যায় ?

মস্ত একটা psychological reaction হয়, মালিনী পুরুষমাত্রেরই সংস্কারে ঘা লাগে।

সংস্কারে নয়, অহংকারে লাগে।

সে যাই হোক, আমরা যে বড়ো সেটা আমরা অনুভব করতে ভালোবাসি।

তা হলে তুমি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নিলে না কেন ? রাঙা টুকটুকে বৌ নিয়ে খেলা করতে।

তুমি আমাকে মুক্তি দাও, মালিনী।

কাপুরুষ!—ইনি আবার সাধ করে তপস্যার দায় নিয়েছিলেন!—মালিনী উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই তার কোলের পেয়ালা প্লেট মেজেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেলো। সুরুচি ঝাড়ন হাতে করে ছুটে এসে কার্পেটের উপর থেকে চা-টুকু মুছে ফেল্লে। অন্যেরা চীনেমাটির টুকরো কুড়িয়ে নিলে।

প্রবীর বল্লে, মালিনী, তবে আমি যাই?

মালিনী বল্লে, যাবে কোথায়? তোমার বাবার কাছে বলবো ও আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে, ওর বিয়ে দিন আমার স তারপরে একসঙ্গে বিলা যাত্রা। সেখানে আমি কর্ত্তা, তুমি গৃহিণী

সুরুচি বল্লে, সই, ওকে কাঁদিয়ো না। ছেলেমানুষ।

মালিনী বল্লে, ওকথা নিজ মুখে স্বীকার করে ক্ষমা লেই ছেড়ে দিই। ওর উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নেই। ঐ তো চেহারা!

প্রবীর মালিনীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে অকস্মাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, সুরুচিকে বিদায়-সম্ভাষণটাও করা হলো না। মালিনী কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লে, ন্যির কৌটোটা ফেলে গেছে, ওটা গলির ভিতর ছুঁড়ে—ওর নাক ডাক্‌ করে।

কয়েক মাস পরের কথা।

সুরুচি চিত্তরঞ্জন সেবাসদন থেকে ফিরেছে। তার সঙ্গে একটি ফুটফুটে খুকী। এবং খুকীর আয়া। বাসায় কুলোয় না। কিন্তু বাসা বদলানো হাঙ্গাম অনেক। অগত্যা মিসেস্ বালাকিয়ানকে ধরে নীচের তলায় আয়ার জন্যে একটা ঘর ভাড়া করতে হলো।

সুচারুর বরাবর ভয় ছিলো, সুরুচি শেষ পর্য্যন্ত বাঁচবে কি বিপদে পড়বে। সে শুনেছিলো প্রথম সন্তান অনেক সময় নিজে মরে কিম্বা মাকে মারে। তাই সে যখন খবর পেলে যে সুরুচির একটি কন্যাসন্তান হয়েছে ও সুরুচি নিরাপদে আছে তখন সে পরম স্বস্তি বোধ করলে। কিন্তু প্রাণের ভিতরটা তার কেমন করে উঠলো।

কিসের পূর্ব্বসূচনা এ? বাঁ চোখ কাঁপে কেন!

সুচারু সংস্কারমুক্তভাবে ভাবতে চেষ্টা করলে। কোন্‌খানে কাঁটা ভুঁকেছে? সুরুচির যে পুত্র হোক কন্যা হোক একটা কিছু হবেই এ তো স্বতঃসিদ্ধ। কন্যা হয়েছে বলে দুঃখ? সুচরিতার প্রাপ্য আর একজন পাবে—এই? না। সুরুচির পুত্র সন্তান হয়ে থাকলেও সুচারুর হৃদয়ে এমনি কাঁটা ভুঁকতো। সুরুচির সন্তান হওয়াটাই সুচারুর পক্ষে পীড়াকর। সে সন্তান যে সুচারুর নয়। অন্য পুরুষের।

সুচারু নির্ম্মমভাবে নিজের মনের অলিগলি খুঁজে দেখলে সেখানে অনেকখানি অনিষ্টচিন্তা পাওয়া যাচ্ছে। সুচারু মগ্নচৈতন্যে যেন প্রত্যাশা করে এসেছে যে, শেষ পর্য্যন্ত সুরুচির মরা ছেলে হবে।

অবাঞ্ছিত সন্তান তো! অমন ছেলের জন্ম-ই একটা অন্যায়। সে যে একটা অসুর হবে, কি, বিকলাঙ্গ হবে, এ রকম কুচিন্তা ও কুবাসনা সুচারু নিজের মনের পাতাল থেকে ছেঁকে তুললে।

তা তো নয়! এমন সুশ্রী, সুহাসিনী খুকীটি! [illegible] তার মায়ের মতো দেখতে। কেবল চোখের তারা তেমন উজ্জ্বল নয়, নিরীহ। রং তেমন সুন্দর নয়। তবু মোটের উপর এই তো সুচারুর মানস-কন্যা সুচরিতা। অথচ সুচারুর অংশ নেই এর দেহে মনে। কেউ বলবে না যে, খুকীর চোখ দুটি সুচারুর চোখের মতো চঞ্চল কিম্বা সুচারুর বাঁ-চোখের পাতার নীচে যে তিলটি আছে সেটি এই মেয়েটি পেয়েছে।

সুচরিতা, অথচ সুচরিতা নয়। সুচরিতা তার মাকে যন্ত্রণা না দিয়ে আসতে পারে না বলে এলো না। এই মেয়েটা যন্ত্রণা তো দিলেই, শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ভূমিষ্ঠ হলো। জগতে কেউ একে বাধা দিলে না। আকাশের সব কটা জ্যোতিষ্ক থেকে পৃথিবীর সব কটা ডাক্তার এর অনুকূল। আমাদের ধাত্রীদের শ্রীহস্তের স্পর্শে লাখ লাখ শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই স্বর্গীয় হয়। অথচ এমনি প্রসন্ন এর নিয়তি যে, না-বকাসুর না-পুতনা—কেউ এর গায়ে আঙ্গুলটি ছোঁয়াতে পারলে না। এমন সুপ্রসব কদাচ হয়ে থাকে।

তবে আর আসুরিক মিলনের কুপরিণাম ঘটলো কই? এই কি বিধাতার ন্যায়বিচার? সুচারু মনকে বোঝালে, বিধাতার বিচার কি এতো সদ্যপ্রত্যক্ষ হয়! হবে, ক্রমে ক্রমে। সুরুচি এই মেয়েটাকে স্বাভাবিক ভালোবাসবে না।

অভাগা মেয়েটির প্রতি সুচারুর দয়া হলো। ভাবলে, আমিই এক হিসাবে এর মা-বাবা। এর সত্যিকারের মা-বাবা তো একে ঠিক-ঠিক ভালোবাসলে না। একজন না-ভালোবেসে জন্ম দিলে বংশরক্ষার

খাতিরে। অন্যজন তো একে ভালোবাসবেই না বাঞ্ছিত সন্তানের মতো।

আয়া হিন্দীতে বল্লে, নিন হুজুর, আপনার বেবীকে একবার কোলে নিন, আদর করুন।

সুচারুর হাত উঠছিলো না। তবু নিলে। সুরুচি রান্নাঘরে ছিলো। সেইখান থেকে বল্লে, না গো, তুমি নিয়ো না ওটাকে। তোমার কাপড় নষ্ট করবে এখুনি।

আয়া বল্লে, না হুজুর, ও খুব পরিষ্কার বেবী, ওকে আপনি একটু নাচান দেখি? দিন, আমি দোল দিই।

খুকীটি ভালো। কাঁদে না। কখনো হাসে, কখনো অবাক হয়ে তাকায়। যেন ঠাহর করতে পারছে না, এ কোন্ জগতে এসে পড়লুম। এদেশে আলো আছে, আকাশ আছে, হাওয়া আছে! মাতৃগর্ভের উত্তাপ ও অন্ধকার পেছনে ফেলে এসেছি।

সুরুচি এসে তাকে আয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়! আনন্দ তার চলনে, বলনে, রূপে, স্বাস্থ্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সুরুচি যেন সমস্ত ক্ষণ সকল দেহে গান করছে। যে-সুরুচি একদিন গান জানে না বলে প্রবীরকে আবৃত্তি শুনিয়েছিলো তার কণ্ঠে এক-একটা গানের প্রথম লাইন যখন-তখন চলকে পড়ছে। তার হৃদয় যেন পূর্ণ কলস। কথা বলে না, ছলাৎ ছল করে। সে রান্না করতে করতে কড়ার ছ্যাঁ-শব্দের সঙ্গে গলা ছেড়ে দিয়ে গায়, 'প্রথম ফুলের পাবো প্রসাদখানি তাই আজ ভোরে উঠেছি।' খুকীর জন্যে টুপী বুনতে বুনতে গেয়ে ওঠে, 'কে ওঠে ডাকি মম চিত্ততলে থাকি'।'

বাড়ীটার ধরণ ফিরে গেলো। দুটি মানুষ বাড়লো। যে দুটি ছিলো তাদের একজনের আহারনিদ্রার রুটিন স্বাভাবিক হলো, আর একজ

যেন জীবনে এই প্রথম আনন্দের মুখ দেখেছে—গানে গল্পে গতিভঙ্গীতে সবাইকে মাতিয়ে রাখলে।

মালিনীর এগ্‌জামিন্ সন্নিকটবর্ত্তী বলে সে আজকাল রোজ আসতে পারে না, যখন আসে তখন কিছু একটা হাতে করে আসে। বেবীটাকে টেপাটেপি করে তার যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। বলে, এটাকে একটা amazon করে তুলতে হবে। আমি হলুম এর গড-মাদার।

খুকীকে ঘুম পাড়িয়ে সুরুচি এসে সুচারুর কাছে বসলো। বল্লে, কী লেখা হচ্ছে?

বন্ধুকে চিঠি।

আমরা পড়তে পাইনে?

মেয়ে-বন্ধুকে লিখছিনে তো!

যাও! আমি বুঝি তোমার মেয়ে-বন্ধুদের চিঠি পড়ি?

মেয়ে-বন্ধু আমার নেই। তবু তো দেখি আমার চিঠিগুলো এলোমেলো, একখাম থেকে নিয়ে আর-একখামে ভরা!

বেশ, আমি স্বীকার করছি আমি আমার স্বামীর চিঠি খুলে থাকি। আমার অধিকার আছে।

তবে নাও, অপূর্ব্বর চিঠিখানা পড়ো। এতো করুণ যে, আমার সারাদিন কিছু ভালো লাগেনি, আপিসে বসে কী বলে সান্ত্বনা দেবে তাকে তারই খসড়া করেছি মনে মনে।

সুরুচি অপূর্ব্বর চিঠিখানার উপর এক নিঃশ্বাসে চোখ বুলিয়ে গেলো। তারপরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে, হুঁ।

সুচারু বল্লে, পড়লে তো? এবার বলো কী উত্তর দিই। পাঁচ বছর যাকে নিজের হাতে গড়েছে, ম্যাটিক থেকে বি-এ পাস করিয়েছে এতোকালের সেই বাগ্‌দত্তা প্রিয়া—তাকে পত্নী বল্লে অত্যুক্তি হয় না—সে কি-না শেষকালে আর একজনকে বিয়ে করে দেশান্তরী হয়ে গেলো একবার চোখের দেখাও হয় না। বলো, কী লিখবো? ওর ধারণা আমার কাছে সত্যিকারের সহানুভূতি পাবে, আমি না-কি প্রেমে

াতিরে ফিরিঙ্গী বিয়ে করেছি বলে প্রেম কাকে বলে তা হাতে-কলমে ানি।

তুমি পরের ব্যাপার নিয়ে অতোটা উত্তেজিত হোয়ো না গো। ারাদিন খেটে এসেছো, একটু বিশ্রাম করো। তোমার ুতার ফিতে ুলে দিই?

তোমার খুসী।

জুতোর ফিতে খুলে জুতো খুলে নিয়ে স্লিপার পরিয়ে দিতে দিতে সুরুচি বল্লে, তোমার বন্ধুকে বলো একটি বিয়ে করুন। সব ভুলে াবেন।

বিয়ে করা অতো সোজা না-কি? সামঞ্জস্য কী করে হবে?

বুঝতে পারলুম না।

যে মেয়ের জীবনে হতাশ প্রেমের অভিজ্ঞতা ঘটেছে অপূর্ব্ব যদি তেমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করে তবে দু'জনে দু'জনের দরদী হবে, দুঃখের মধ্যে সুখ পাবে। নতুবা একটি অনভিজ্ঞ মেয়ের প্রথম প্রেমকে দ্বিতীয় প্রেম দিয়ে অপমান করা হয়।

সুরুচি সুচারুর চোখে চোখ রেখে ভাবতে লাগলো।

সুচারু বল্লে, বিয়ে করে কেউ কখনো সুখী হয়নি, মেরী। যদি কেউ হয়ে থাকে সে না করেও হতে পারতো। আমার বন্ধুকে লিখবো, আত্মানং সততং রক্ষেৎ। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। অপ্রত্যাশিতভাবে কতো অতিথি আসবে। একজন না-একজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়ে যেতে পারে। গভীরতম সামঞ্জস্যই তো সত্যিকারের বিবাহ। অধৈর্য্য হয়ে যাকে তাকে বিয়ে করে আসল বিবাহের সকল সম্ভাবনা নষ্ট কোরো না।

সুরুচি এই কথাগুলির অনুধাবন করতে লাগলো।

সুচারু বল্লে, আমি একটা পায় হোঁচট খেলে আর একটা পা

াচট খাই। একবার ডানদিকে কাৎ হয়ে সাঁতার কাটি তো একবার দিকে কাৎ হয়ে। সূক্ষ্মতম অসামঞ্জস্য আমাকে ব্যাকুল করে। বার ডান পা পা-দানীতে রেখে গাড়ীতে উঠেছিলুম। সারাক্ষণ বছিলুম নামবার সময় যেন বাঁ পা পা-দানীতে রেখে নামি।

সুরুচি হেসে উঠলো। বল্লে, তোমার জীবনের বৃহত্তম সমস্যা তবে ম-দক্ষিণ সমস্যা!

সুচারু হেসে বল্লে, শুনে কৌতুক পাবে, মেরী, কতোবার নিজের ঙ্গ নিজে দাবা খেলেছি দুই হাতকে দুই পক্ষের খেলোয়াড় করে। রপেক্ষ থাকা তখন কী যে কঠিন বোধ হতো।

যাক্। তুমি চাও দুই হাতের সামঞ্জস্য, আমি চাই দুই হাতের সমন্বয়। াজেই তাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো তাই নিয়ে বিতর্ক করিনে।

তুমিই সুখী, মেরী। জীবন তোমার কাছে একটি নিবিড় ঐক্য। ামার কাছে নিরন্তর সংগ্রাম। সেই যে বাঁদরটা নিক্তিতে ওজন করে পঠে খেয়েছিলো, গল্পে আছে, তারই মতো আমি একচুল এদিক-ওদিক ওয়াটা একান্ত দুঃসহ মনে করি।

সুরুচি হেসে বল্লে, তুমি একদিন অমনি করে পিঠে খেয়ো তো, দখবো তুমি কেমন বাঁদর।

খেতে দিলে খাই। পিঠে-পার্ব্বণ তো সামনেই।

এবার আমরা ক্রমে ক্রমে বাঙালী হবো। নিজ বাসভূমে পরবাসী য়ে আর পারিনে।

শাড়ীতে তোমাকে মানায় না, মেরী। তোমার এই ক্রীম রঙের ফ্রকটি আমার এতো ভালো লাগে! তাই বুঝি তুমি এটিকে এতো বার পরো!

যাও!—সুরুচি লজ্জায় মৌন থেকে সম্মতি জানালে। তারপরে বল্লে, যাই, ডিনারের সময় হলো।

সুরুচি চলে গেলে সুচারু চিঠি তুলে রেখে ভাবতে বসলো। সুরুচি দিন দিন তার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছে। এই তো সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বল্লে, তুমি আমার স্বামী। তোমার উপর আমার অধিকার আছে। সুরুচি আজকাল তাকে জুতো পরিয়ে দেয়, তার টাই বেঁধে দেয়, তার চুল আঁচড়ে দেয়। সে যে-জিনিষটি ভালোবাসে সেটি দু' একদিন অন্তর রাঁধে। সে যে-পোষাকটি ভালোবাসে সেটি দু' একদিন অন্তর পরে। মাঝে মাঝে তার চোখে এমনি চাউনি দেখা যায় যেন ইঙ্গিতেই বুকে ঢলে পড়বে, শয্যায় ডাকলে 'না' করবে না।

সুরুচি মূঢ়ের মতো আশা করছে যে, কোনো না-কোনো উপায়ে সুচারু তাকে বিয়ে করতে পারবে—বড়ো বড়ো ব্যারিষ্টারকে ধরলে মামলাতে জয় হবেই। সুরুচির মনে যে সব বিবেকের দংশন ছিলো সে সব কবে থেমে গেছে। একদিন তো সে বলছিলো, ছেলে হবে ধরে নিয়েছিলুম বলে ঘুম হচ্ছিল না, সে যে, তার পিতৃকুলের প্রদীপ, বংশের বাতি, তাকে চুরি করে নিজের কাছে রাখলে পাপ হতো। কিন্তু খুকী? সে তার মায়ের একার। তাকে তো ওরা পরের ঘরে পাঠাতো একদিন, উপরন্তু তার জন্যে অর্থদণ্ড দিয়ে মরতো। আমার খুকী, আমি তাকে মনের মতো করে মানুষ করবো, হয় তো সে একদিন আনা পাভলোভার মতো প্রতিভাময়ী নর্ত্তকী হবে কিম্বা মাদাম কুরীর মতো বৈজ্ঞানিক। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। খোকাটাকে পেলে আরো খুসী হতুম, সন্দেহ নেই, কিন্তু এতো সুখ সইতো না।

নতুন সুরুচি তার খুকীর মতো সদা-হাস্যময়ী। মনে তার কোনো সমস্যা নেই। সুচারুর উপর তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস, অবিচল নিষ্ঠা। অথচ সুচারুর হৃদয়ে সামঞ্জস্যের কীট প্রবেশ করেছে। সুরুচির সঙ্গে তার ঠিক সামঞ্জস্যটি হচ্ছে না। সুরুচি মা, সে বাবা নয়। যখন

রুচি হাসতে হাসতে বলে, ওগো খুকীর বাবা, তখন তার কানের ভিতর
য়ে বিষ মর্ম্মে পশে। সামঞ্জস্য যে কেমন করে সম্ভব হবে তাই সুচারুকে
ন্তিত করে। সুরুচি আর একবার যন্ত্রণা সয়ে মা হতে চাইবে কেন?
দ বড়োজোর একটু আদর চাইবে, সম্ভোগ চাইবে—কিন্তু পুনর্ব্বার
ন্তান? ধরা যাক্ সে চাইবে। তবে ত তার ছুটি হবে, সুচারুর মাত্র
একটি। সে কেমনতরো সামঞ্জস্য? সুচারু ভেবেছিলো আসুরিক
মলনের সন্তান সন্তানই নয়; এক নয়, শূন্য। কিন্তু প্রতিদিন দেখছে
ন্তানকে সুরুচি পর ভাবছে না, সকল মায়ে যেমন আপন ভাবে
তেমনি আপন ভাবছে। সন্তান কোন্ উপায়ে এবং কার কাছ
থেকে এসেছে সে কথা সুরুচি মনে আনছে না। একদিন তো
সে বলছিলো, 'ওগো, আজকাল আমার কী মনে হয় জানো? মনে
হয় খুকী যেন তোমারি দান, তুমি যেদিন আমার চোখে চুমু খেলে
সেইদিন যেন সে আমার মধ্যে নেমে এলো—তার আগে কেউ ছিলো
না। ওটা ওদের ভুল ধারণা।' সুচারু রসিকতা করে বলেছিলো,
'গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের মেয়েরা এমন বোকা ছিলো যে, একজন এক
দিন তার মাকে গিয়ে বল্লে, মা গো! কী হবে? ঐ লোকটা আমাকে
বিয়ের আগে চুমু দিয়েছে! যদি খোকা হয়!'

সুচারু এই সব চিন্তা করছে, সুরুচি এসে তাড়া দিয়ে বল্লে, সুপ
ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, ডাকলে শুনতে পাও না? কী এতো ভাবছো, একখানি
চিঠি লিখতে এতো মাথা খরচ!

সুচারু বল্লে, ভাবছিলুম দুনিয়ার রীতি! যে মেয়ে পাঁচ বছর অপূর্ব্বর
হৃদয়ে ঘর করেছে তাকে যে-লোকটা মন্ত্র পড়ে অপহরণ করলে সে-
লোকটা হলো তার স্বামী! আর আমি তোমার ছ'মাসের স্বামীর
কাছ থেকে মন্তর করে তোমাকে এনেছি, আমি হলুম বৌ-চোর!

রাত জেগে সুচারু অপূর্ব্বকে চিঠি লিখলে। চিঠির শেষের দিকে যা লিখলে তা সুচারুর নিজের কথা। লিখলে ঃ

ঐ যে সার্জ্জেন্ট, ওর পেছনে প্রবলপ্রতাপ রাজশক্তি, ঐ যে কেরাণী ও কুলী ওদের পেছনে হিন্দু-আইন মুসলমান-আইন হিন্দুসমাজ মুসলমান-সমাজ। ওদের কারো সোশ্যালিজম চাই, কারো স্বরাজ—কিন্তু ও তো ওদের উপরি-পাওনা। জীবনের কাছে আসল পাওনা ওরা পেয়ে গেছে—ওদের স্ত্রী-পুত্র আছে, মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ী ভাই-বোন শ্যালক-শ্যালিকা আছে। ওরা দুঃখে সান্ত্বনা ও সুখে সাথী পায়, ওদের পূজা-পার্ব্বণ বিয়ে-অন্নপ্রাশন আছে, ওরা সমাজের সঙ্গে রাজশক্তির সঙ্গে এমন একাত্ম যে, ওদের এমন কোনো কান্না বা হাসি নেই যা সকলের নয়—শুধু ওদের একার।

আর আমি? আমি আইনের চোখে আসামী, নাম বদলে গা-ঢাকা দিয়েছি। শ্বশুরবাড়ী আমি জামাই হয়ে যেতে পারিনে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তিভরে প্রণাম ও কুটুম্বদের সঙ্গে রসিকতা করতে পারিনে। বাবার সঙ্গে এতো দিন লুকোচুরি করেছি, কিন্তু একদিন ওঁর মনে কঠিন ঘা দিয়ে ওঁর মৃত্যু এগিয়ে দিতে হবে। তবু যদি জানতুম যে, অন্তর্য্যামীর কাছে সায় পাচ্ছি! যার বাইরে ঝড়ো সমুদ্র, ভিতরে ছিদ্র, সে যদি ম্যানোয়ারী জাহাজও হয় সে লড়াই করবে ক'দিন!

যাকে নিয়ে সমুদ্রে ভেসেছিলুম সে পূরো আমার নয়। এ জন্মে হবেও না। বিধাতা বাদী। বিদ্রোহ করতে হলে বিধাতার বিরুদ্ধে করতে হয়, অপূর্ব্ব। 'প্যারাডাইজ লষ্ট'-এর শয়তান যা করেছিলো।

স্তু কেমন করে করবো ? অতীতকে অনতীত করতে পারিনে। আমার পম্পিলিয়ার উপর তার গীদো পাশবিক অত্যাচার করে। তার ফলে হলো গীতানো। না, গীতানো ছিলো খোকা। এটি খুকী! খুকীর অপরাধ সে আমার নয়, সে পরের। অথচ আমার আত্মীয়তমার সে আপন। পম্পিলিয়া ও কাপনসাকী যদি নিঃসন্তান হতো তবে ওদের কাল্পনিক সন্তান ওদের একত্র করতো—মর্ত্ত্যে না হোক, স্বর্গে। কিন্তু ওদের একজনের একটি রক্তমাংসের সন্তান আছে। দু'জনের মাঝখানে সেটি সেতু নয়, প্রাচীর। পম্পি যখন তাকে আদর করে তখন সে আদর আমার প্রতিনিধি পায় না, পায় অন্য পুরুষের প্রতিনিধি। সে আদর আমাতে উপনীত হয় না, হয় অন্য পুরুষেতে।

তুমি ভাবছো বন্ধুটা কী হিংসুটে!

বন্ধু, তোমার কিম্বা ব্রাউনিঙের এ অভিজ্ঞতা হয়নি। হলেও তোমরা নারীর কাছে অন্য কিছু চাও। আমি চাই সামঞ্জস্য। নিছক প্রেমে আমার আনন্দ নেই। পম্পিলিয়া মা হয়েছে, আমি বাবা হইনি। এ তো বড়ো সামান্য বৈষম্য নয়। এমন বৈষম্য নয় যে, পম্পিলিয়া একটা অশিক্ষিতা মেয়ে, আমি শিক্ষিত সৎ পাত্র। ছোটো ছোটো অনেক গরমিল ছোটো মানুষদের প্রেমে ও বিবাহে অন্তরায় হয়, জানি—যেমন জাত, কুল, অবস্থা। তোমার জীবনে একটা বড়ো গরমিল ঘটলো, যার দরুণ তুমি হতাশ প্রেমিকা ছাড়া আর কাউকে ভালো বাসলেও বিয়ে করলে সমস্যা বাড়াবে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো গরমিল আমাদের—আমার ও পম্পিলিয়ার। মানুষের জীবনের সবার বড়ো উপলব্ধি মাতৃত্ব অথবা পিতৃত্ব। পম্পিলিয়া মা হয়েছে আমি বাবা হইনি। কেমন-করে আমাদের গভীরতম সামঞ্জস্য হবে ?

প্রবেশ নেই। সে যে মা হয়েছে এই সৌভাগ্যের জন্যে দু'বেলা সে তার ইষ্টদেবতার ছবির নীচে ভুঁই ছুঁয়ে প্রণাম করে—অবশ্য এ থেকে ভেবো না সে হিন্দু। রোম্যান ক্যাথলিকরাও অমন করে থাকে।

আমি জাত মানিনে, ধর্ম্ম মানিনে, রং মানিনে, দেশ মানিনে, রেস মানিনে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের বড়ো বড়ো উপলব্ধির সামঞ্জস্য মানি। তুমি নতুন আইন পড়ছো, তর্ক করতে ছুটে আসবে, জানি। কিন্তু বিশ্বাসে মিলয়ে অনেক-কিছু, তর্কে বহুদূর। আচ্ছা, কী তর্ক করবে, শুনি? বলবে এ দেশে কি লক্ষ লক্ষ নারী নেই যারা দোজবরে পড়েছে ও যাদের সৎ ছেলে আছে? ওদেশে কি হাজার হাজার পুরুষ নেই যাদের অনুরূপ অবস্থা? ইতিহাসে কি এ সমস্যা নতুন উঠলো

হাঁ, অপূর্ব্ব। নতুন উঠলো। প্রেম সম্বন্ধে আমার খুঁৎখুঁতে আমার আগে কেউ ছিলো না।

আমি নিক্তি হাতে করে জন্মেছি। আমি আমার pound of flesh চাই শাইলকের মতো। বিধাতা পোসিয়ার মতো আমাকে বেকুব বানাবেন, স্বপ্নেও ভাবিনি।

উপমাটা বোধ করি ঠিক হলো না, অপূর্ব্ব। তবু তুমি আমাকে বুঝবে! নেহাৎ যদি তর্ক-প্রবৃত্তি দুর্ব্বার হয় তবে বলতে পারো, পম্পিকে তোমার সন্তানের মা করো না কেন? তা হলে তো অসামঞ্জস্য থাকে না। আমি ওকথা কতোবার ভেবেছি। মা হবার যাতনা অনেক, ভাবনা অনেক। পম্পি একটি জারজ শিশুর মা হতে চাইবে না, তার মধ্যে সংস্কার প্রবল। বিয়েরও সম্ভাবনা দেখছিনে। সমাজের বিরুদ্ধে, আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয় আগে। ফল ফলতে এক শতাব্দীও লাগতে পারে। তোমার কাছে এইবার স্বীকার না করলে

তরি করবার আগেই আমার জেল হয়ে যাবে এবং পম্পির নামে দাম্পত্য স্বত্ব ফিরে পাবার মামলা করে গীদো তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে আদালত থেকে শয্যাগৃহে। জেল থেকে ফিরে দেখবো পম্পির আর একটি হয়েছে।

তুমি বলবে আমরা আছি কী করতে? আমরা উকীল, আমরা তোমার মামলা জিতে দেবো, দেখো। এমন করে সাজিয়ে দেবো যে, প্রিভি কাউন্সিল থেকে তোমাদের বিয়ের অনুমতি আসবে।—না হয় মেনেই নিলুম তোমার সাফল্য। পম্পিকে আইনত বিয়ে করলুম। আমার প্রথম সন্তান, পম্পির দ্বিতীয়। দু'পক্ষের ক্ষুধা কি সমান ঐকান্তিক হবে! একজন সম্প্রতি খেয়ে উঠেছে, অপর জনের খাওয়া হয়নি। যদি বলি, পম্পি, আমার সঙ্গে খেতে বসবে? সে চক্ষুলজ্জার খাতিরে হাঁ বল্লেও পেটুক তো সে নয়। যতোক্ষণে তার আবার ক্ষুধা পাবে ততোক্ষণে আমার ক্ষুধা মরে গেছে। কিম্বা আমিই মরে গেছি— আমার পরমায়ু তো ত্রিশ বছর।

সন্তানের মধ্যে মানুষ অমর হয়। আমার অমরত্ব হলো না, অপূর্ব্ব। বংশ-পরম্পরায় মানবজাতি বেঁচে রইবে, সেই জাতির মধ্যে কতো মানুষ বাঁচবে। শুধু আমি ও আমার মতো অভাগারা নির্ব্বাণ পেয়ে গেলো। আমি যখন মরে যাবো তখন নিঃশেষে মরে যাবো, অপূর্ব্ব; দপ করে নিবে যাবো—তারপরে দশদিক অন্ধকারের চেয়েও আঁধার, আকাশের চেয়েও শূন্য। ওকথা যখন থেকে থেকে মনে পড়ে যায়, অপূর্ব্ব, তখন আমার ভোগবাসনা লজ্জা পায়, প্রেমকে লাগে ছেলেখেলার মতো অসার।

সামঞ্জস্যের জন্যে কী যে আমি করবো ভাবতে পারছিনে। এক দিন যদি কারো সন্তানের পিতা হই, তারপরে পম্পির কাছে ফিরি।

অর্জ্জুন যেমন কৃষ্ণার কাছে ফিরেছিলো। কিন্তু আমি অর্জ্জুনের চেয়ে আধুনিক। আমি কাউকে সাধবোও না, কারো সাধ্যসাধনা গ্রাহ্য করবোও না। পম্পিকে যদি ছাড়ি তবে আমি কক্ষচ্যুত উল্কার মতো নিখিল আকাশ হাৎড়ে বেড়াবো, জরৎকারুর মতো এক দিকে নাম হাঁকতে থাকবো, জরৎকারী, জরৎকারী, জরৎকারী। যতোদিন না তাকে পাই ততোদিন বিক থাক্ আমার ভোগবাসনা, আমার দুর্ব্বার প্রবৃত্তি। আমার প্রকৃত স্ত্রীকে যেদিন আমি পাবো সেইদিন আমার প্রকৃত সন্তানকে আমি চাইবো, so help me God.

সুচারু পরদিন বেলা করে উঠলো। শীত-বর্ষা-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই সে সাঁতার কাটতে যায়, সেদিন গেলো না বলে তাঁর শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছিলো। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে রাত্রের চিঠিখানা ডাকে দেবার জন্যে খোঁজ করেছে যেই, অমনি দেখলে ওখানা কুটি কুটি করে ছেঁড়া।

সুচারু আপিসে বসে ক্রমাগত মনকে বোঝালে, মিথ্যা কথা বলে সবাইকে ভোলাতে পারি, কিন্তু নিজেকে ভোলাতে পারিনে। এবং নিজের চেয়ে যে প্রিয় সেই সুরুচিকেও ভোলাতে পারিনে। একদিন না-একদিন তাকে সব কথা বলতে হতোই। তবু ভীতু মন বোঝে না। সুরুচি যদি পাগল হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে? হয় তো গিয়ে দেখবো সে ছাত থেকে লাফ দিয়েছিলো, তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে।

সুচারু সকাল সকাল আপিস থেকে চলে এলো। এসে দেখলে সুরুচি শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে য়্যালজেব্রা কষছে। সুচারুকে দেখে বল্লে, আজ আপিস পালিয়েছো যে? বড়ো শুকনো দেখাচ্ছে বটে!—এই বলে উঠে এসে তার হ্যাট ও জুতো খুলে নিলে।

বল্লে, চা কি এখুনি খাবে, না, মালিনীর আসা অবধি অপেক্ষা করবে? অপেক্ষা করবে? তবে আমি এই আঁক ক'খানা কষে রাখি। টাস্ক তৈরি না দেখলে মালিনী যা রাগ করে তা দেখবার মতন—তুমি আড়াল থেকে দেখতে চাও তো আমি আজকের মতো পাৎতাড়ি গুটোই।

কই, সুরুচির তো কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেনি? তেমনি হাসিখুসি। আঁক কষছে আর গুনগুন করছে,—'তুমি এসেছো মোর ভুবনে রব উঠেছে ভবনে।'

সুচারু জীবনে কখনো এমন বিস্মিত হয় নি। [illegible] করে কথাটা পাড়বে তা ভেবে পেলে না। পাছে মালিনী এসে পড়লে মনের একরাশ কথা বাধা পেয়ে চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়ে যায় তাই বল্লে, চিঠিখানা পড়েছো?

সুরুচি মুখ তুলে বল্লে, কোন্ চিঠি?

অপূর্ব্বকে যেটা লিখে রেখেছিলুম।

ওঃ, সেই চিঠি? পড়েছি বৈ কি। কেন ছিঁড়লুম জানতে চাও? অপূর্ব্ব আমার দূর-সম্পর্কের দেওর।

চিঠিখানা পড়ে কি—

রাগ করেছি? একটুও না, ভাই চারুদা। তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। তুমি সব মানুষের বড়ো।

সুচারুকে সেই পুরাতন সম্বোধনটা হতবাক করে দিলে। কী আশ্চর্য্য মেয়ে এই সুরুচি—নিত্য নূতন। এমন মেয়ে সে পাবে কোথায়! কোন্ জগতে এর তুলনা মিলবে?

সুরুচি বল্লে, আমাকে পুরী ষ্টেশনের যেখানে পেয়েছিলে সেইখানে রেখে আসবে?

সে কী, মেরী!

মেরী নয়, রুচি। সেই শাড়ীখানি আমি বাক্স থেকে খুলে পরবো, তেমনি করে সিঁদুর দেবো সিঁথেয়। কেউ জানবেও না আমি কোথায় ছিলুম, কার কাছে ছিলুম। জগন্নাথের মন্দিরে মা যেখানটিতে বসে

খুকী আর আমি। তুমি অবিশ্যি ততোক্ষণে কলকাতা অভিমুখে চলেছো, তখন সাক্ষীগোপালে কিম্বা খুরদা রোডে।

সুরুচির সুরে এমন একটা প্রচ্ছন্ন করুণতা ছিলো যা তার মুখের হাসির ছদ্মবেশকে ব্যঙ্গ করছিলো। সুচারুর হৃদয় মথিত হতে লাগলো।

সুরুচি বল্লে, মা আর তাঁর বৈষ্ণবী সখী তো ভয়ে আর আনন্দে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকবেন। আমি বলবো, আপনারা কি সুরুচি নামের একটি মেয়েকে চিনতেন? এটি তারই মেয়ে। দেখুন দেখি চিনতে পারেন কি-না?

সুচারুর চোখে জল এলো।

সুরুচি বল্লে, তখন আর কী? আমরা খাবো দাবো আনন্দে থাকবো। ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবো। আর কোলকাতা আসবো না, ভাই চারুদা।

সুচারু কান্না গোপন করতে অন্য ঘরে গেলো। যে শয্যার উপর পর পর তারা দু'জনে—এদানীং সুরুচি ও তার কন্যা—শুতো তারি উপর আছাড় খেয়ে পড়লো। আয়া খুকীকে নিয়ে নীচের তলায় গল্প করছিলো।

অমন করে কতোক্ষণ কেটে গেলো। সুচারুর হৃদয় থেকে একখানার পর একখানা মেঘ আসে আর তার চোখের উপর ফেটে পড়ে। সুচারু এমন করে মুষলধারায় কাঁদেনি কোনোদিন।

যাক্, যাক্, হৃদয়ের সব আবিলতা সাফ হয়ে যাক্, সব কল্পনা খাঁক হয়ে যাক্, সব মিথ্যা কথা নির্ম্মূল হয়ে যাক্। নূতন জীবন, নূতন নারী। ঘরের প্রেম ফুরোলো। পথের প্রেম সুরু হোক।

মালিনী যখন এলো, সুরুচি বল্লে, সই গো সই, একটা গোপন কথা

মালিনী তার রাঙা শাড়ীর মতো রঙীন হয়ে বল্লে, যাও! বুড়ো বয়সে ঠাট্টা ভালো লাগে না।

সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়। খুকী আর আমি শেষ বিদায় নিয়ে পুরী যাচ্ছি। ওঁকে দেখবার শোনবার লোক রইলো না। একবার যে বাঘ মানুষের স্বাদ পেয়েছে তার মুখে অন্য প্রাণী রোচে না। মেসের জীবন ওঁর পোষাবে না, সই।

দাম্পত্য কলহ ঘটেছে বুঝি? আমাকে শাদি.ন মেনো। মিটমাট করে দেবো।

মিটমাট করে দিতেই তো বলছি। তুমি ওঁকে বিয়ে করে এই সংসারের ভার নাও। আমার অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরিয়েছে। এবার মাকে মনে পড়েছে, বাবাকে মনে পড়েছে—আমি কি আর লুকিয়ে থাকতে পারি? আমার সিঁদুর, আমার শাঁখা শাড়ী—ওঃ! কতোক্ষণে পুরীর সমুদ্রকূলে বাঙালীর মেয়েটি হয়ে বাঙালীর মেয়েদের সঙ্গে প্রাণ খুলে পরচর্চ্চা করবো!

সুরুচি মালিনীকে সকল কথা বলে' চোখের জলে শেষ করলে। বল্লে, ওঁকে যখন পরের হাতে তুলে দিতেই হবে তখন অপরের হাতে কেন? তোমার হাতেই তুলে দিই। আমার কেমন মনে হয় উনি তোমাকে নিয়ে সুখী হবেন, সই।

মালিনী গম্ভীর হয়ে বল্লে, সই, জীবন অতো সরল ব্যাপার নয়। একজনের ছাড়া-জুতো আর একজনের পায়ে ঠিক ফিট্ করে না। ইউরোপে এতো অনূঢ়া মেয়ে, তবু কতো পুরুষ অনূঢ় থেকে যায়। সেই দশা হবে সুচারুবাবুর ও আমার। জীবন তো রূপকথা নয় যে পরিশেষে সবাই মনের মতো বিয়ে করে পরম সুখে ঘর করবে,

খুকীকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে সুরুচি সুচারুর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। বল্লে, ওঠো গো ওঠো চারুমামা, তোমার ভাগ্নীঠাকুরাণী ঘুমোবেন। খুকী ঘুমোবে পাড়া জুড়োবে . . .

সুচারু রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

আবার পুরী এক্সপ্রেস। সেবার এই গাড়ীতে সুচারু সুরুচিকে এনেছিলো। এবার রেখে আসতে যাচ্ছে।

সুচারু বল্লে, রুচি !

চারুদা !

তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো গল্প করি এসো।

শেষবারের মতো ?

শেষবারের মতো। আমি দীর্ঘকালের জন্য দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। ফিরবোই এমন কোনো সংকল্প নেই। দূর থেকে বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখলে চলবে।

বৌদিদিকে চিঠি লিখবে না, চারুদা ?

কখনো কদাচ।

বৌদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না, চারুদা ?

না। তাঁর মনে সন্দেহ জন্মাতে পারে।

দেশের জন্যে মন কেমন করবে না, চারুদা ?

মানবাত্মার কি দেশ আছে ? এখুনি ডাক পড়লে এখুনি কি এই পৃথিবী ছেড়ে বিশ্বজগতের অন্য কোথাও যেতে হবে না ? কী বিশাল সৃষ্টি ! এর সবটা যদি ঘুরে দেখতে চাই তবে পদে পদে মন-কেমন-করাকে পদাঘাত করতে হবে।

চারুদা !

রুচি !

মনে হচ্ছে কতো জন্ম তোমার সঙ্গে ছিলুম। জন্মান্তরে তোমাকে পাবো তো ?

কামনা করবার মতো আরো অসংখ্য পুরুষ আছে, রুচি। পালা করে সবাইকে পাওয়া ভালো। আমি তো বিশ্বাস করি প্রত্যেক রমণীকে পর্য্যায়ক্রমে পাবো। প্রত্যেকের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অন্য কারো মধ্যে নেই।

কিন্তু আমাকে যে তুমি পূরো পেলে না, চারুদা !

দুঃখ কী, রুচি ! ভগবান যদি থাকেন তবে তাঁর মধ্যে যা-কিছু আছে তা থাকবে। আমরাও তাঁরই মধ্যে অমর। দু' তিন কোটী বছর কিছুই নয়, রুচি। এ জন্মে যা আধখানা হয়ে রইলো আর কোনো জন্মে তা পূরা হবে। কিন্তু একবার পূরো হলে আবার নয়। তখন অন্য জনের পালা। রুচি, তোমার কাছে শেষ বিদায় একদিন নিতে হবেই।

আমি ওকথা ভাবতে পারিনে, চারুদা।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুচারু বল্লে, রুচি, ঘুমোলে ?

না, চারুদা। আজ আমি ঘুমোবো না।

তবে শোনো। আমার একটি প্রিয় থিওরী আছে। একটি শিশু একটি প্রেমকে সমাপ্তি দেয়। আমাদের প্রেমকে তেমন সমাপ্তি কেউ দিলে না। এই যে খুকীটি এটি অসমাপিকা।

ঐ নামে ওর নামকরণ করবো।

সত্যি ?

সত্যি।

রুচি, তুমি তোমার অজ্ঞাতবাসের কী কৈফিয়ৎ দেবে বাড়ীতে ?

বলবো, তোমরা আমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা কোরো না। করলে আমি আবার হারিয়ে যাবো।

যদি শ্বশুরবাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে ?

শ্বশুরবাড়ী গেলে তো ? যেতে বল্লে আমি আবার হারিয়ে যাবো। মালিনীর সঙ্গে elope করবো।

বটে !

বটে।

যদি স্বামী নিজে নিতে আসেন আইনের সাহায্যে ?

দেখলে না সেদিন বৌদিদির চিঠিতে—তিনি আর একটি বিয়ে করেছেন ? কোলকতায় ঘর-ভাড়া অনেক, আমাকে নিয়ে রাখবেন কোন্ হারেমে ?

কিন্তু মেয়েটিকে দখল করবেন।

করলেই হলো ? বিয়ে দেবেন কী করে ? কুলত্যাগিনীর মেয়ে যে। নাচার দেখলে আমি বলবো প্রমাণ করো যে, এটি তোমার মেয়ে। রাস্তার একটা মেয়ে ধরে দিয়ে একে আমার কাছে রাখবো।

তুমি মিথ্যা বলতে পারো, রুচি ?

বিপদে পড়লে খুব পারি। প্রিয়জনের জন্যে কোন্ ন[illegible] পারে না ?

প্রিয়জনের জন্য একটি পুরুষ পেরেছিলো। তাঁকে মার্জ্জনা করেছো তো, রুচি ?

আমার মার্জ্জনা না পেলেও তার চলতো, সে শুধু পুরুষ নয়, মহাপুরুষ !

এমনি কতো কথা বলাবলি করতে করতে রাত পোহালো, সূর্য্য উঠলো, পুরী এলো। সুরুচি যাবার দিন যে শাড়ীটি পরেছিলো আসবার দিনও সেই শাড়ীটি পরেছিলো। সেই চাদরখানি গায়ে জড়িয়ে নামলে। সুচারু খুকীকে কাঁখে করে’ ট্যাক্সি অবধি নিয়ে গেলো।